উৎসর্গ

ঔদার্য্যে অবনত,

আশীর্ব্বাদে মুক্তহস্ত

স্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র হাজরা

দাদামহাশয়ের

শ্রীচরণে

আমার—"পৃথিবী"

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী

প্রদত্ত হইল।

"পৃথিবী" সম্বন্ধে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক পত্রের অভিমত।

"PRITHIVI" IN THE MONMOHAN THEATRE.

Last Tuesday at 5 P. M. the Gonesh Opera Party held a performance of their grand mythological five act drama by Babu Bhola Nath Roy called the "Prithivi" on the Stage of the Monmohan Theatre, which was filled up with the highest number of enthusiastic audience. The author has succeeded in proving that though sin and vice might be triumphant on this earth for a short duration, ultimately righteousness must de vindicated. The most prominent and serious parts of Death (who was personified) Achalendra (King of Kanchipur), Ahitkumar (son of Death), Anga (emperor) and Ben (son of Anga) were played with conspicuous success, while speaking of the female parts which were played by men, Prithivi (who was dressed like a lady), Sunitha (the Empress) and Aloka (the Queen of Kanchipur) did their parts remarkably well. The songs and dances were of a distinct novel nature and they elicited continuous cheers, and the songs of Jalad (Narayan in disguise) and of Jogmoy (religious personified as man) are specially to be mentioned.

We have much pleasure in congratulating the proprietor of the Gonesh Opera Party for the magnificent way in which he has given the audience throughout an entire satisfacation by performing the grand mythological drama "Prithivi".

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

Thursday, October 18, 1917.

ভূমিকা।

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

পৃথিবী লইয়া প্রাচীন যুগ হইতে নিত্য সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর এক কটাক্ষে মহাভারত, পৃথিবীর এক প্রসবে রামায়ণ, পৃথিবীর এক কম্পনে নারায়ণের কূর্ম্ম, বরাহাদি কুৎসিত মূর্ত্তির অবতারণা। সেই পৃথিবী সম্বন্ধীয় অনন্ত ঘটনার একটী চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত।

চন্দ্রকুলোদ্ভব বেণ পৃথিবীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন, "বৈদিক ধর্ম্ম ত্যাগ কর, বৃথা যাগ-যজ্ঞ করিও না; ঈশ্বর একমাত্র আমি।" এই তর্ক লইয়া পৃথিবী-ব্যাপী একটা ঘোর কোলাহল উত্থিত হয়, ক্রমে তাহা হাহাকারে পরিণত হয়, শেষে সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণ লক্ষ্মীসহ অংশরূপে পৃথু-অর্চ্চি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী রক্ষা করেন। ইহাই পৌরাণিক মত ও নাটকের সারাংশ।

এস্থলে বেণ-চরিত্র বিচার্য্য। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে তিনি একজন রক্ত-পিপাসু, নিষ্ঠুর, অধার্ম্মিক নৃপতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অযোগ্য বলা যায় না। তবে চন্দ্রবংশরূপ পুণ্যক্ষেত্রে এরূপ কদাচারী কণ্টকের অভ্যুদয়, অমৃত-সমুদ্রে হলাহল-তরঙ্গের ন্যায়। বেণের মত একজন পৃথিবীশাসকের পক্ষে এরূপ গর্হিত নীতি অবলম্বন, তাই বা কেমন কথা! তাহার একটা তাৎপর্য্য থাকাই সম্ভব।

বৈদিক কালের শেষভাগে, কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে যাগ-যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়ায় মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, "কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা; বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে।" তাঁহারা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একভাগ চার্ব্বাক, একভাগ অষ্টাঙ্গযোগী, আর একভাগ দার্শনিক। দার্শনিকগণ প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন, জগতের অনন্ত কারণভূত চৈতন্যময় ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, বুঝা যাইতে পারে; তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব

জ্ঞানই ধর্ম্ম; উপনিষদ সকল এই জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। বেণও বোধ হয় এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী। তাই তিনি বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিতে ব্যস্ত।

গীতা বলিতেছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিক বৈদিক কর্ম্ম কখনও ধর্ম্ম হইতে পারে না। এস্থলে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সহিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের বিবাদ দেখা যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—"ঈশ্বর একমাত্র আমি।" যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত, তিনি সগুণ সাকার ঈশ্বর, এ কথা যথার্থ—অভ্রান্ত। উপনিষদ সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মদর্শন। জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যও বোধ হয় সেই সূত্র অবলম্বনেই বলিয়াছেন,—

"চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং।"

যাই হোক, বেণ তুচ্ছ গোটাকতক সমাজগত বৈষম্যে দুষ্ট হইলেও উপনিষদ, দর্শন ও গীতার মতে তিনি জ্ঞানবাদী; তাঁহাকে মুক্তপুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। আমিও তাই সাধ্যমত তাঁহাকে জ্ঞানের পাশেই খাড়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

বেণ-চরিত্র মীমাংসার এখনও অনেক বাকী, তবে আমার কথা এই খানেই শেষ; কেন না, তিনি যে স্থলে উঠিয়াছেন, আমি সাগ্রহে অনুসরণ করিয়াও ততদূর পৌঁছিতে পারিলাম না। লক্ষ্য বৃহৎ হইলে কি হইবে, শক্তি যে ক্ষুদ্র। সুতরাং ইহার পর বিচার সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের অনুভূতি সাপেক্ষ। অলমিতি—

অক্ষয়-তৃতীয়া, সন ১৩২৬ সাল।
রায়াণ, বর্দ্ধমান।

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

জলদ	...	...	ছদ্মবেশী নারায়ণ।
রতন	...	...	ছদ্মবেশী মহাদেব।
যোগময়	...	...	ছদ্মবেশী ধর্ম্ম।
জ্যোতির্ম্ময়	...	...	ছদ্মবেশী জ্ঞান।
অঙ্গিরা, অত্রি	...	...	ঋষিদ্বয়।
অঙ্গ	...	...	প্রতিষ্ঠানপতি।
বেণ	...	...	ঐ পুত্র।
শঙ্করজিৎ	...	...	ঐ সেনাপতি।
পৃথু	...	...	বেণপুত্র।
মৃত্যু	...	...	সুনীথার পিতা।
মন্ত্রী	...	...	ছদ্মবেশী শনি।
অহিতকুমার	...	...	মৃত্যুর পুত্র।
অচলেন্দ্র	...	...	কাঞ্চিপুররাজ।
চিন্তারাম	...	...	ঐ বয়স্য।
গোবিন্দদাস	...	...	জনৈক সাধু।
নিষাদ	...	...	চণ্ডাল।

ধর্ম্ম, মোহ, মদ, সিদ্ধি, চরস, আফিং, গাঁজা, গুলি, অনুচর, প্রহরী, দূত, পঞ্চবাণ, অষ্টবজ্র, অষ্টযোগ, ঋষিগণ, ধর্ম্মসঙ্গীগণ, ঋষিবালকগণ, শৈব-গণ, দেববালকগণ, ভক্ত বালকগণ, শিষ্যগণ, বৈষ্ণবগণ, প্রজাগণ, সভাসদ্গণ, চারণগণ, নগরবালকগণ, পুরবালকগণ, সৈনিকগণ, চণ্ডালগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পৃথিবী			
বিজলী	...	...	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী।
অভয়া	...	...	ছদ্মবেশিনী দুর্গা।
সুনীথা	...	...	প্রতিষ্ঠানের মহারাণী।
অলকা	...	...	কাঞ্চিপুরের রাণী।
অর্চ্চি	...	...	পৃথুর পত্নী।
প্রাণময়ী	...	...	চিন্তারামের পত্নী।

ভ্রান্তি, চণ্ডালিনী, অষ্টসিদ্ধি, পঞ্চসংযম, মায়া-পৃথিবী, মায়াবিনীগণ, ঋষিবালিকাগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ, দেববালিকাগণ, বৈষ্ণবীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

কবিতা ও কল্পনা।

গীত।

আঁধারে ভরিয়া যায় মা।

উজ্জ্বলকরা, উৎসবময়ী,

মলিন মানসে আয় মা।

মর্ম্মমুছান মঙ্গল-করে

ধরিয়া মোহিনী বীণাটি,

কজ্জলভরা কমলনেত্রে,

সাজিয়া চির-নবীনাটী,—

দিয়ে তর্জ্জনী-মৃদু-লাঞ্ছনা,

তোল প্রেমের মধুর মূর্চ্ছনা,

যেন উল্লাসে আসে আসার বিন্দু

আত্মা বহিয়া যায় মা,—

যেন পৃথিবীর বুকে অমিয় ঢালিয়া,

স্মৃতিভোলা গান গায় মা॥

পৃথিবী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—অন্তঃপুর সংলগ্ন নিভৃত কক্ষ।

মৃত্যু ও তাহার কন্যা সুনীথা কথোপকথন করিতেছিল।

মৃত্যু। সুনীথা! তুই কার কন্যা জানিস?

সুনীথা। জানি।

মৃত্যু। তবে আর অনর্থ সংশয়ে মনটাকে তোলাপাড়া কর্‌ছিস কেন? যার অমিত তেজে ত্রিভুবনবিজেতার বিরাট উদ্যম বিফল,—যার তীব্র কটাক্ষে কলময়ী বসুমতীরও একদিন চিরসুপ্তি সম্ভব, সেই অখণ্ডপ্রতাপ মৃত্যুকন্যা হ'য়ে তোর আবার শঙ্কা কিসের?

সুনীথা। পাপের।

মৃত্যু। [ঈষৎ হাসিয়া] পাপের! হাসালি মা! এই অনন্ত সংসার-সাম্রাজ্যে পাপই আমার প্রধান সহচর। যে পাপের একাধিপত্য-সূত্র অবলম্বনে মৃত্যুর গতি, তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে আমার অপত্য ব'লে পরিচয় দেওয়া লজ্জার কথা! [মুখ ফিরাইল।]

সুনীথা। জল অগ্নি-ভয়ে ভীত না হ'তে পারে, কিন্তু জলজলতা যদি জলাশয়কোল পরিত্যাগ ক'রে তীরস্থ কোন তরুবরকে আশ্রয় করে, তবে তার দাহনের আশঙ্কা কোথা যাবে বাবা? সত্য আমি তোমার কন্যা, কিন্তু এখন যে মানবের সহধর্ম্মিণী,—প্রাণের সে বল আর কোথায় বাবা?

মৃত্যু। কোকিলশাবক বায়সের বাসায় প্রতিপালিত হ'লেও কি জাতীয় গৌরব ভুলে যায় সুনীথা? জীবনে কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখিস্ না?

সুনীথা। নির্ম্মল চন্দ্রকুলের কুলবধূ হয়েছি, ভাগ্যবতী আমি— রাজসত্তম অঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গিনী, আবার তাঁরই প্রসাদে আশার প্রদীপ বেণকে পুত্ররূপে কোলে পেয়েছি,—এ হ'তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নারীজীবনে আর কি হ'তে পারে বাবা?

মৃত্যু। সুনীথা! আগে যদি জান্‌তাম, শাণিত ছুরিকা মমতার আধার,—যদি জান্‌তাম—কেশরী-কুমারী করীন্দ্রকৃপায় আত্মোৎসর্গ ক'রে পিতৃকুলে কালি দিতে বিন্দুমাত্র ব্যথিতা নয়, তা হ'লে কি প্রাণের সকল শক্তি দিয়ে তোর সৃষ্টি করি সুনীথা!

সুনীথা। কেন বাবা! আমা হ'তে তোমার কুলে কি কলঙ্ক হ'লো?

মৃত্যু। পুত্র কন্যা হ'তে পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল হয়, কিন্তু তো হ'তে আমার নাম পর্য্যন্ত লোপ হ'তে বসেছে,—এ বিশাল সংসার আর বুঝি মৃত্যুর অধিকারে থাকে না।

সুনীথা। আমার বেণের রাজ্যে তোমার অধিকার নাই, এ কি কথা বাবা!

মৃত্যু। বেণের রাজ্য হ'লে তো?

সুনীথা। রাজপুত্র,—অবশ্যই একদিন রাজ্যভার পাবে।

মৃত্যু। হা প্রতারিতা, তুই বুঝি সেই আশায় বুক বেঁধে আছিস্? নিরাশার বিশ্বনাশী বজ্র যে অলক্ষ্যে তোর মস্তকে শতধা প্রহার করতে আস্‌ছে, তা' কি আজও অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? বেণের যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যে অঙ্গ ভূপতির মনের গতি অন্যরূপ।

সুনীথা। পুত্রের চরিত্র অনুসারে পিতামাতার স্নেহের চিত্ত সুখ-দুঃখের লীলাভূমি হয় বই কি বাবা!

মৃত্যু। [ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া] তা' ব'লে কোন্ পাষণ্ড পিতা পুত্রের চরিত্র সংস্কারে যত্নবান না হ'য়ে, তার ভবিষ্যৎ সুখের পথে কাঁটা দিয়ে একজন শত্রুর করে শাসনভার অর্পণ ক'রে তার সম্মান বৃদ্ধি করে ?

মন্ত্রীবেশে শনির প্রবেশ।

শনি। সে শত্রুটা কে দাদা ?

মৃত্যু। যাকে এতদিন আপন ভেবে, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে স্থান দিয়ে আস্‌ছিলাম।

শনি। তা হ'লে আমি ! আচ্ছা দাদা ! জিজ্ঞাসা করি, শত্রু মিত্র চেনা যায় কিসে ?

মৃত্যু। ব্যবহারে।

শনি। ও চরণে এমন কি অসদ্ব্যবহার করেছি, যাতে আমি শত্রু-পদবাচ্য ?

মৃত্যু। আবার কি কর্‌তে হয় শনৈশ্চর ? বল দেখি ভাই ! কার কুহকে বৃদ্ধ রাজা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে প্রাণাধিক দৌহিত্র বেণকে বঞ্চনা কর্‌তে বসেছেন ?

শনি। সত্য,—সে কুহক না হোক্, সে মন্ত্রণা আমারই। দাদা ! একজন মূর্খ মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত নারকীর করে, এমন পুণ্যময় রাজদণ্ড-দানের বিরোধী হ'লে যদি তাকে বঞ্চনা করা হয়, তা' হ'লে আমি তোমার পরম শত্রু। সংসর্গদূষিত মানবের পাপ পথের কণ্টক হ'লে যদি তাকে নিষ্ঠুরতার জলন্ত নিদর্শন—পাষণ্ডের পরিস্ফুট প্রতিমূর্ত্তি সাজ্‌তে হয়, তা' হ'লে আমি এক অদ্বিতীয় চণ্ডাল ; আর সে কেবল তোমার বিচারে,—জগতের বিচারে নয়—ধর্ম্মের বিচারে নয়।

মৃত্যু। আচ্ছা ধর্ম্মজ্ঞানি! ছদ্মবেশে মন্ত্রীরূপে একজন সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে প্রতারিত করা কোন্ ধর্ম্মের প্রথা ভাই ?

শনি। বেশ পরিবর্ত্তন করেছি সত্য, কিন্তু হৃদয় পরিবর্ত্তন করি নাই তো! ভেবে দেখ দাদা! ভগবান নরসিংহ, বরাহ আদি নানা কুৎসিতরূপে ভূভার হরণ ক'রে দেবকার্য্য উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু কই দাদা! তাতে তো তাঁর মহিমাময় নামে কোন কলঙ্ক রটে নাই,—পাপ তো তাঁর ছায়াস্পর্শ করতে পারে নাই; বরং ধার্ম্মিককে রক্ষা ক'রে বিমল সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করেছিলেন।

মৃত্যু। তবে আর কি! তোমারও যশোভেরীতে পৃথিবীবক্ষ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠুক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন ক'রে—ভ্রাতুষ্কন্যার আশার ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে—কুলরক্তজাত দৌহিত্রের বুকের রক্ত বন্য শ্বাপদের মুখে ধ'রে দিয়ে—তাকে বনবাসী কাঙ্গাল ক'রে তোমার ধর্ম্ম-ব্রত উদ্‌যাপন হোক্,—তোমার বিরাট কীর্ত্তি বিশ্বের বিস্তৃত গাত্রে চিরখোদিত থাক্।

শনি। দাদা! তুমি পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর, তোমার মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় ধূ-ধূময়। তোমার ঔরসজাতা তনয়া আমার হৃদয়-কাননের প্রফুল্ল মল্লিকা, তোমার দৌহিত্র আমার অনন্ত উদ্যমভরা বুকের পাঁজর; তবে দাদা! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত হবার সূচনায় তাতে কি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয় ?

মৃত্যু। এ তোমার ক্ষতস্থানে বিষের প্রলেপ দেওয়া হ'চ্ছে মাত্র।

শনি। যদিও আপাততঃ গরল, কিন্তু পরিণাম অমৃতময়।

মৃত্যু। পরিণাম চিন্তা নাই রে আমার,
মৃত্যু নাম মোর—
জগতের পরিণাম একমাত্র আমি।

শনি। রবিকুলস্বামি!
স্বপ্নের বিকার সম এ ধারণা তব।
ভানুরে রাহুর গ্রাসে হেরি কক্ষপথে,
কে না বল বিচারিবে
এ ভবে বিধির বিধি আছে এক জন?
তুমি আমি কিছু নই,
বিরাট খেলার ক্ষুদ্র খেলনক—
খেলি মোরা তাঁর ইচ্ছামত,—
স্বেচ্ছাচারে শক্তি দাদা
নাই এ সংসারে।
কহি করযোড়ে,
সরল কর্ত্তব্য-পথ সম্মুখে থাকিতে,
যেও না স্বার্থের দ্বারে,—
তব সম শত মৃত্যু বিহরে তথায়।

মৃত্যু। হাসি পায় কথায় রে তোর!
অকর্ত্তব্য ভাবিয়া অন্তরে,
কে কবে সেরূপ কর্ম্মে করে আত্মদান?
কেমনে জানিবে পরে,
কি জানিবি তুই?
কর্ত্তব্য আমার—বুঝিয়াছি আমি।
মৃত্যুতনয়ার অধীনতা-পাশ
বিনাশ শ্রেয়ঃ রে শনি!
তাই এ প্রতিজ্ঞা—
আজ্ঞাধীনা রবে না সুনীথা।

রাণীর আদেশ মতে
আজি হ'তে রাজত্ব চলিবে—
রহিবে সে বৃদ্ধ অঙ্গ নামে মাত্র রাজা।
প্রয়োজন হ'লে,
বেণ-করতলে দেবো সেই সিংহাসন।

শনি। জাগ্রতে স্বপন!
অঙ্গরাজে পদচ্যুত করি,
বেণেরে বসাবে দাদা সে মহা আসনে?
ভুলেছ কি দৈব-বাণী জন্মকালে তার,
বেণের ঔরসে
জনমিবে অদম্য চণ্ডাল?
মহাকাল! নহে এ দৌহিত্র তব,
বেণরূপী নব বিষধর,—
প্রশ্রয় দিও না তারে,
সেই বিষে মজিবে জগৎ।

স্থনীথা। বেণ কি আমার এতই দুষ্টু কাকা?

শনি। না মা, সুপুত্র প্রসব করেছ! সেই ফলে তোমার চির-নির্ম্মল ভর্ত্তৃকুল অনন্ত মহা নরকের পথে অগ্রসর হ'তে বসেছে। পাছে আবার পিতৃকুলের অমরতাটুকু পর্য্যন্ত লোপ হয়, এই চিন্তাতেই তোমার কাকার প্রাণ কেঁপে উঠেছে, তাই প্রাণের দুটো কথা বল্‌তে এসেছিলাম।

[প্রস্থান।

মৃত্যু। যাও চলি কুলাঙ্গার ভ্রাতা,
দূরে যাও বক্ষস্থিত নাগ!
কোন কথা না চাই শুনিতে।

উঠেছে অদম্য আশা,
ছুটেছে কামনাস্রোত,—
ভাসিয স্বার্থের সুখে তর তর বেগে।
সুনীথা! প্রাণের তনয়া মোর!
চতুর্দ্দিকে তোর
দেখ্ কত হিংস্রক শ্বাপদ।
অতি জটিলতাময় সংসার-রহস্য!
আপন ভাবিছ যারে প্রাণের সহিত,
হৃদয়ের তার তব ছিন্ন তার করে।
এসো, আছে উপদেশ কহিব গোপনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—প্রমোদ-উদ্যান।

চিন্তামগ্ন বেণ একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

বেণ। কার কথা কর্ম্মাধীন এ মহাসংসার!
কে বলে রে পরিণাম মানবদেহের!
রাজা ভিন্ন অন্য বিচারক—
কে সে এ ভারতভূমে কুহকীপ্রধান!

কর্ম্ম যদি এত বলবান,
কেন সে ত্রিশঙ্কু তবে অর্দ্ধ পথে রয়,—
গুরুপত্নীহারী শক্র স্বর্গ-সিংহাসনে !
বিশ্বামিত্র হইল ব্রাহ্মণ*—
মোচন হ'লো না হায়
মতঙ্গের চণ্ডালত্বটুকু।
হিংসা, দ্বেষ, লাম্পট্য, ছলনা—
প্রতারণা, পরস্ত্রীহরণ,
যাবতীয় জীবকর্ম্ম যাহাতে সম্ভবে,
সেই ভবে জিতেন্দ্রিয় সত্য-সনাতন !
নিঃস্বার্থ বিচারকর্ত্তা একমাত্র সেই !
আমি কে গো তবে ?
রাজদণ্ড করিয়া ধারণ,
বসিয়া পৃথিবীবক্ষে একচ্ছত্রী হ'য়ে,
সে ক্রূরের ক্রীড়া-পুত্তলিকা !
আচ্ছা—দেখা যাক্ তবে,
ছোটে কি না নরের এ ভ্রম !

ধীরে ধীরে অহিতকুমারের প্রবেশ।

অহিত। বাবাজি !

বেণ। কে, মামা ?

---

* বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ সম্বন্ধে সবিশেষ ঘটনা জানিতে হইলে মৎপ্রণীত "কালচক্র বা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ" নাটক পাঠ করুন।

অহিত। হ্যাঁ বাবা, এই তোমারি মাতৃকুলের আকাশ-প্রদীপ। বলি বাবাজি! ভাব্‌ছিলে কি?

বেণ। এই তোমারই বিষয় ভাবছিলাম মামা!

অহিত। কেন বাবা? তোমার এত বড় রাজ্যে কত রকমের কত মেওয়া জিনিষ থাক্‌তে এ পেঁয়াজের ওপর মন প'ড়ে গেল কি রকম বাবাজি?

বেণ। জান তো মামা! পলাণ্ডুর খোসাই সর্ব্বস্ব। পদার্থতত্ত্বের মধ্যে এটার একটা বিশেষত্ব আছে, কাজেই বিচার্য্য,—ভাব্‌বারই কথা।

অহিত। তা' যাক্‌, কিন্তু বাবাজি! আমার এই খোসাঢাকা গোটা প্রাণটা খুঁজে কি কিছুই সার পদার্থ পেলে না?

বেণ। কৈ?

অহিত। বাবাজি! ফুলের ভেতর কি প্রকারে মধু থাকে, সেটা জান্‌তে জানে ভোমরা; তোমার আমার অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। তবে সময়ে জান্‌বে, তোমার মামা কেমন দরের লোক। তার প্রাণের ভেতর কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খেল্‌ছে,—যুবতীর হাসির মত মুহুর্মুহুঃ কত আশার ঝঙ্কার উঠ্‌ছে,—আর সেই সঙ্গে স্বর্গের নন্দন-কাননটা তুলে এনে তোমার চোখের উপর কেমন সুখের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। তখন বুঝ্‌বে, তোমার এ অসার পেঁয়াজ রশুন গোছ মামার যোগে কেমন মজেদার কাবাব তৈরী হয়। এখন হ'তে সে ভাবনাটা কিসের?

বেণ। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় আমায় পাগল ক'রে তুলেছে মামা!

অহিত। তবে তো এই দণ্ডেই মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়েছে। দেখ বাবাজি! রোগ পুষে রাখাটা ঠিক নয়, হিমসাগর তৈল ব্যবহার কর। শুনেছি, মেয়ে মানুষের ঘামে না কি হিমসাগর তৈল হয়,—তা' বাবাজি! তোমার পাগল ভালকরা মুষ্টিযোগের বক্কালরা তো সেজে গুজে ঠিক হ'য়ে আছে, চাঁদমুখের হুকুম হ'লেই হাজির হয়।

বেণ। তোমারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্ মামা! আমার আপত্তি নাই।

অহিত। আমার যা' কিছু উদ্দেশ্য, তা তো বাবাজী তোমার জন্যই। বলি, কোথা গো পাগল ভালকরা হিমসাগর তৈলের বক্কালরা! এস—এস, খপর রাখ না, তোমাদের মহারাজের যে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে! এখন তোমাদের চাঁদমুখের দু-এক খানা গান শুনিয়ে মহারাজের মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে দাও তো!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

এস শীত স্নিগ্ধ শয়নে।
এস অমিয় আবেশে, পুলকে চাহিয়া,
প্রীতি ঢল ঢল নয়নে।
সখা, সুরভিসিক্ত সোণার শয্যা বক্ষে রেখেছি পাতিয়া,
সখা, মন্দার-মালা গেঁথেছি প্রেমের অতুল আশায় মাতিয়া,
এস প্রাণ-সখা এস প্রাণে,
চির-মিলন-মাধুরী দানে,
এস রমণীয় বেশে, রমণী হৃদয়ে, প্রণয়-পুষ্পচয়নে।

অহিত। আরে, গা ঘামিয়ে—গা ঘামিয়ে,—আজ আর হাতে রেখে কাজ সারতে গেলে চলবে না। প্রাণের ঢাকনি খুলে দাও—প্রেমের ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ুক। তর্-বেতর্ মিঠেকড়া বুলির খই ফুটিয়ে দাও,—বিরহ-হাঁসপাতালের রোগীর দল কুড়িয়ে থাক্। ঐ পাহাড়ে বুক বেয়ে ঘামের নদী ছুটুক্, বাবাজী আমার মনের সাধে ঢেউ নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুক্। লাগাও—লাগাও বেশ ঠাণ্ডার ওপর,—হিমসাগর তৈল হবে, বুঝেছ!

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

প্রাণে যার ফুল ফুটেছে, সে কি কুলের আটক মানে।
সে হাওয়ার সুবাস বিলায় তারে, ফুলের কদর যে জন জানে।
পথের উপর ছড়িয়ে দেওয়া রমণীর মন,
বঁধু, আঁচল পাত, হিয়ার মাঝে কুড়িয়ে রাখ এ রতন,—
চোখের দেখা বঁধু চোখের দেখা,
মুছে যাবে পিছু হ'লেই জলের রেখা,
যেমন জলের রেখা,—
নারীর বুকে বিধির লেখা ফুটে ওঠে টানে টানে।

[প্রস্থান।

অহিত। আরে—যাও কোথা—যাও কোথা,—অন্ততঃ ফোঁটা কতক ঘাম দিয়ে যাও!

বেণ। রাখ হে মাতুল! রহস্য তোমার,
এ চিন্তার স্রোত নহে ফিরিবার।
ভাবি অনিবার—
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডখানা কি খলতাময়!
জটিল বলিতে যদি থাকে এ জগতে,
নিশ্চয় মনুষ্যচিত্ত আদর্শ তাহার।
বল দেখি মামা! এ মহীমণ্ডলে
সর্ব্ব বলে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন?

অহিত। তুমি—তুমি—বাবাজী তুমি; রূপে নাগর—গুণে সাগর—বলে দিগ্বিজয়ী—পৃথিবীর একছত্র রাজা। তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তো দেখি না!

বেণ। আমি যদি শ্রেষ্ঠ এ জগতে,
রাজা যদি একমাত্র সবার আশ্রয়,
অবশ্যই পৃথিবীর পূজ্যপাদ আমি।
কহ হে মাতুল!
কেন তবে প্রজাকুল আকুলপরাণে
কায়মনে অন্য জনে ভাবে?
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
ক্ষুধাতুরে অন্নদান, অনাথ পোষণ,
আজীবন ব্রত যে রাজার,—
পুত্রাধিক প্রিয়তম ভাবি
যে জনা প্রজার তরে
অকাতরে ঢালিছে জীবন,—
কর নিরূপণ,
কেন সে রক্ষকে বারেক না স্মরি
হরিনামে আত্মহারা সবে?

অহিত। কে জানে বাবা, কার কিসে রুচি! শূকরের সাম্‌নে অমৃত থাকৃতেও বিষ্ঠায় মন প'ড়ে থাকে। আজকাল দেশের ঢেউ উঠেছে বাবাজী, ঐ পাজী দেবতার নামটা যেখানে-সেখানে যে-সে আরম্ভ করেছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, অতিথ-ফকির, নেড়া-নেড়ী সবার মুখে ঐ একই কথা। আমার কাণ তো বাবা ঝালা-পালা হ'লো। ও নামটার আগে "হ" থাকার জন্যে, আমার বাপ চোদ্দ পুরুষের হলবর্ণ উচ্চারণ করা একদম নিষেধ। তা' যাই হোক্ বাবাজী, এবিষয়ে তোমায় একটু চোখ কাণ দিতে হয়েছে।

বেণ। যাও গো মাতুল তবে,
এ রাজ্যের জনে জনে বলিও এ কথা—

রাজা বর্ত্তমানে
অন্য জনে ভজনা বিফল।
কেমনে মুক্তির দ্বার
হেরিবে সে পাপ চক্ষে,
বিশ্বাসঘাতক যেই অকৃতজ্ঞ মূঢ় ?
আজি হ'তে হরিনাম ত্যজি
মোর নামে মজিবে জগৎ,—
জনম-মরণবারী বলিও এ বেণ।
বলিও ঋষির দলে, যজ্ঞকালে যেন—
যজ্ঞেশ্বর একমাত্র আমি,—
পাদ্য-অর্ঘ্য দান করিবে আমায় ;
এ সংসারে রাজভক্তি ইহ পরকাল।
কিম্বা যদি কেহ রাজা হ'তে
শ্রীহরির শ্রেষ্ঠত্বের
দিতে পারে প্রকৃষ্ট প্রমাণ,
অবশ্যই হবে গ্রাহ্যনীয়,—
নতুবা অন্যায় তর্কে
মোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবে যে জন,
প্রাণদণ্ডে হইবে দণ্ডিত।

[প্রস্থান।

অহিত। শূলে—শূলে,—একেবারে বেটাদের তেলো ফুঁড়ে নাম বেড়িয়ে পড়্‌বে। দেখা যাক্ বাবা, দেশের হাওয়া বদলায় কি না !

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

অঙ্গিরা।

অঙ্গিরা। তোমার অমিয় মাধুর্য্যমাখা অনাথপালক প্রাণারাম নাম কোথায় প্রচার কর্‌বো পরমেশ! সংসারে?—সংসার যে কোলাহলময়। তোমার অনন্ত করুণাভরা অব্যক্তময়ী মহিমার কথা কা'কে বল্‌বো দামোদর! মানবকে?—মানব যে স্মৃতিহীন। তোমার অনাদি অসীম জলদগম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি কোথায় ধারণ কর্‌বো নারায়ণ! হৃদয়ে?—হৃদয় যে সঙ্কীর্ণ। যদি সংসারকে মায়া-রাজ্য হ'তে দু-দণ্ডের জন্য পৃথক ক'রে দাও,—যদি আত্মীয় স্বজনকে স্ববশে রাখার পরিবর্ত্তে মানবের নিজের মনের জন্য এক পংক্তি বশীকরণ মন্ত্র দাও,—যদি আশার প্রভুত্ব প্রশমিত ক'রে হৃদয়কে প্রশান্ত কর্‌বার একটু শক্তি দাও, তা' হ'লে তোমায় ডাকি। আস্‌বে কি? অভাবভরা অন্তরের অনির্দ্দিষ্ট চিন্তায় আরাধনার উদাসময়ী প্রতিমূর্ত্তিটী ল'য়ে একবার অঙ্গিরার সম্মুখে আস্‌বে কি? না এস, ক্ষতি নাই; তবে আমার কামনাসেবিত কুটিল প্রাণের পরিবর্ত্তন ক'রে নিষ্কাম ধর্ম্মের জগতমাতান আলোকটুকু দেখিও,—তোমায় হরিনামের পরাগ-কোষে কত মধু, পরিমাণ কর্‌বো।

গীতকণ্ঠে ঋষিগণের প্রবেশ।

ঋষিগণ।—

গীত।

ইন্দিবর-দল শ্যাম।
প্রেমিক-হৃদি-রাসমঞ্চে, ধং ত্রিভঙ্গ ঠাম, ধং ত্রিভঙ্গ ঠাম॥

তটিনীগর্ভে হরি স্নিগ্ধ বারি তুমি, সুদূর প্রান্তরে ধূ-ধূময় মরুভূমি,
গগনে গ্রহ তারা, তব জ্যোতিঃতে তারা, সৃষ্টি-লীলারসে তোমারই ব্রজধাম—
তোমারই ব্রজধাম।
শান্তি-সিন্ধু তুমি অন্ত বিরহিত, বিন্দু কৃপালাভে বিশ্ব পিপাসিত,
যবে সকলে বাম, সহায় তব নাম, ভীষণ ভবতটে, তারয় হরে রাম—
তারয় হরে রাম।

[প্রস্থান।

অঙ্গিরা। তবে তোমায় ডাকি,—সুষুপ্তির আবেশভরা চির-পরাধীন প্রাণখানি ল'য়েই একবার তোমায় ডাকি। কি ব'লে ডাক্‌বো? যাঁর অসংখ্য শান্তিপ্রদ নামের ছায়ামাত্র অবলম্বনে জগতের নামকরণ হ'চ্ছে, তাঁর কোন্ নাম ধারণে প্রকৃত পথটী পাওয়া যায়? বাঞ্ছাকল্পতরু হরি বল্‌বো? না—না, ওখানে যে অমাবস্যার দৃষ্টিহারী অন্ধকারের মত কামনার কাল ছায়া দেখা যাচ্ছে। বিপদবারণ হরি বল্‌বো? তাও তো নয়,—এখানেও যে কামোন্মত্ত বারণের মত স্বার্থের খর স্রোতে অসাবধান মন কোন্ দূর দিগন্ত প্রদেশে ভেসে যাচ্ছে। তবে কি ব'লে ডাক্‌বো? বুঝেছি!—তুমি শুধু হরি, তোমার নামে বিশেষণ চলে না। তা' হ'লে ডাকি,—ঐ বিশেষণবিহীন বিশ্বাসমূলক একোব্রহ্ম নামেই ডাকি। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

অহিতকুমারের প্রবেশ।

অহিত। [রূঢ়স্বরে] কে হে বাপু তুমি, খুব তো ফাঁকায় এসে গলা সাধছো দেখছি? বলি, দেশ খুঁজে আর নাম পেলে না?

অঙ্গিরা। দেশ—মহাদেশ—স্বর্গ—মর্ত্ত্য, সব তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ কর্‌লাম, সবই যে ঐ নামের অনুকরণ—সবই যে ঐ রূপের অনুরূপ—সবই যে ঐ কায়ার প্রতিচ্ছায়া। তুমি কে বাপু?

অহিত। আমি ঐ দেশ—মহাদেশ—স্বর্গ—মর্ত্ত্যের রাজা বেণ বাবাজীর মামাবাবু—রাজত্বের সর্ব্বময় কর্ত্তা,—আমায় চেন না ?

অঙ্গিরা। এ বিশাল রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তাকে সহজে চেনা যায় না। এখানে তোমার আগমন কি জন্য ?

অহিত। চেনা দিতে; তোমার তো অনেক জায়গা যাতায়াত আছে দেখ্‌ছি, বহু কারবারী লোক হ'য়েও এই একটা আসল খবর রাখ না ?

অঙ্গিরা। আসল নকল চিনে নেবার চোখ এখনও ফোটে নাই।

অহিত। তা' নইলে আর তোমার সন্ন্যাসীর দল হর্ত্তুকী হাতে পেয়ে আম, আনারস ছুড়ে ফেলে! বলি ঠাকুর! চোখ না হয় ফোটে নাই, কাণেও কি এক বৎসর অন্তর শোন ? রাজার হুকুম জান না ?

অঙ্গিরা। রাজাজ্ঞা কি ?

অহিত। জান না ? এ হাটে তোমাদের ও মান্ধাতার আমলের পচা কলা বিকোবে না। তোমাদিকে ও পাজী দেবতার নাম ছেড়ে আমাদের যুবরাজের নাম জপ কর্‌তে হবে, বুঝ্‌লে ? আর কি জান!—যাগ-যজ্ঞ যখন কর্‌বে, কলাটা মুলোটা তোমাদেরই রইল বা যাকে দিতে হয় দিও—আপত্তি নাই, মোট কথা—পাদ্য-অর্ঘ্য যেন তাঁকেই দেওয়া হয়,—হক্ পাওনাদার,—রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অঙ্গিরা। ব্রাহ্মণের সঙ্গে কি পরিহাস কর্‌ছো রাজমাতুল ?

অহিত। আ—হা—হা, তা' কর্‌ছি বই কি! আর তো পরিহাস কর্‌বার লোক পাই নাই। যেমন হোক্, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম শ্রেণীর কুটুম্বিতে—শুভ-বিবাহের আলাপ—প্রাণ জুড়ান বয়স্য—সকল কাজে ডান হাত,—তোমায় নইলে আর প্রাণের দুটো খোলা কথা কচ্ছি কার কাছে ? বলি বাপু, এখনও কি তোমার রসবোধ হয় নাই ? কথাটা পরিহাসসূচক নয়, প্রকৃতই; ও নাম আর এ রাজ্যে চল্‌বে না।

অঙ্গিরা। তা' হ'লে এ রাজ্যের মুক্তির উপায় ?

অহিত। সে রাজা বুঝ্‌বে। তুমি বেলতলার বেহ্মদত্তি, তোমার রাজ্যের খবরে দরকার ? এখন ও পাজী নাম ছাড়্‌ছো কি না ?

অঙ্গিরা। পার্‌বো না রাজমাতুল! জন্মান্ধকে পথপ্রদর্শক ক'রে গভীর কুণ্ডে পতিত হ'তে পার্‌বো না। সেই নয়ন-মনোরঞ্জন রক্তকমল-সন্নিভ সর্ব্ব-অভাবহারী চরণপূজায় বিরত হ'য়ে এ হস্ত আর অন্যের সেবায় ব্রতী হবে না। সেই জাগরণবশবর্ত্তী ক্রীড়া-কৌতুকপরায়ণ চির-অঙ্কিত চিণ্ময় রূপে বিস্মৃতির গাঢ় কালিমা লেপন ক'রে এ ঘনান্ধকারভরা চিত্রপট আর কার জ্যোতিঃর বিকাশে হাস্যময় কর্‌বো রাজমাতুল ?

অহিত। ওঃ বুঝেছি, রাজা যে শূল তৈরী কর্‌ছেন, বোধ হয় তোমা-দেরই মাপ নিয়ে।

অঙ্গিরা। প্রাণের মমতা ছাড়্‌তে পারি রাজমাতুল, প্রাণারাম হরি-নাম ভুল্‌তে পার্‌বো না।

অহিত। শূলের মন্মোহিনী মূর্ত্তি দেখ্‌লেই সব ভুল্‌তে হবে। বাবা! তোমার মত কত বড় বড় বাবাজী দেখ্‌লাম—ছাগলের তাড়ায় ঝুলি ফেলে পালাও, তা' এ তো আস্তো বাঘ। তবে রাজাকে খপর দিই গে।

অঙ্গিরা। যাও—যাও হে আত্মাভিমানি! প্রত্যাখ্যানের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ল'য়ে, প্রতিহিংসা চরিতার্থে রাজপাশে যাও। বিশেষ ক'রে ব'লো,—পিঞ্জরমুক্ত উড্ডীয়মান পক্ষী স্বাধীনতার অপার সুখ-শান্তি ভুলে, অসার খাদ্যলোভে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'তে যাবে না। আর এক কথা ব'লো,—রাজাই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ; আজ অন্যায়রূপে তাপস-ধর্ম্মের অন্তরায় হ'য়ে যেন পৃথিবীর বুকে একটী দুর্নিবার কলঙ্কের রেখা না রেখে।

অহিত। আরও তোমাদের হ'য়ে বিশেষ করে বল্‌বো,—যেন শূলে

চড়াবার সময় গোটা কতক হত্তুকী দিয়ে একটু জল খাওয়ান হয়। তা হ'লে ঠাকুর ! এখন আসি, আবার ঘুরে এসেই সাক্ষাৎ কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

অঙ্গিরা। [উদাসভাবে] লীলাময়! এ আবার তোমার কোন্ অচিন্ত্যময়ী মহালীলার ঘোর রহস্য? এ আবার তোমার কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের জাগ্রত স্বপ্নের মায়াময়ী কূট প্রহেলিকার বিরাট সমাবেশ! জানি না হরি! এ আবার তোমার কোন্ জটিল ধর্ম্মের মীমাংসাহীন তর্কস্থল! [প্রকৃতিস্থ হইয়া] এ কি পরীক্ষা? অঙ্গিরার ধর্ম্ম পরীক্ষা, না—দুর্ব্বল অসাবধান চিত্তের আয়তন পরীক্ষা? বিশ্বপরীক্ষক! তোমার উদ্দেশ্যের প্রতিকূলতা অসম্ভব। অঙ্গিরা তোমারই তরল তরঙ্গময়ী লীলার বেগমুখে তর তর শব্দে ভেসে চল্‌লো, একমাত্র পৃষ্ঠপোষক তোমারই মধুর নাম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনপ্রান্ত।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসঙ্গীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

ধর্ম্মসঙ্গীগণ।— গাও দেখি রে বনের পাখী মনের টানে বিভুর গান।

সহসা পৃথিবী ও পৃথিবীসঙ্গিনীগণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত গাহিতে লাগিল।

পৃথিবীসঙ্গিনীগণ।—ধরার মাঝে উঠুক বেজে হরিনামের ঐক্যতান।
ধর্ম্মসঙ্গীগণ।— অলস-আবেশ মাখান তোর, আঁখিকোণে কেন ঘুমের ঘোর,
পৃথিবীসঙ্গিনীগণ।—আশার স্বপনে উদাস করেছে, চেয়ে দেখ পাখী জীবন ভোর,—
সকলে।— বিলাস-শয়ন অচেতনামাখা, চির-জাগরিত কর রে প্রাণ।

গীতকণ্ঠে জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

গীত।

জলদ ও বিজলী।—তুলনাবিহীন মাধুরীভরা ঐ নাম বড় ভাল লাগে।
পরাণ ভরিয়া যে ভাবে ও নাম, মোরা ফিরি তার পাছে আগে।
ধর্ম্মসঙ্গীগণ।— জয় জীবাত্মা অজর অজপা, জয়তি জগতবন্দন,
পৃথিবীসঙ্গিনীগণ।—জয় জগদীশ জনমবারী, জয়তি যশোদানন্দন,
জলদ।— কুঞ্জ-কাননচারণ,
বিজলী।— গোপিনী-মানসমোহন,
সকলে।— কিসের দুঃখ কিসের দাহন, নারায়ণ যার প্রাণে জাগে।

নেপথ্যে বেণ ।

বেণ । কে করে রে হরিনাম কানন-কান্তারে ?
পরিণাম অবিদিত তার ?
রাজ-আজ্ঞা অবহেলা !
কই সে নির্ভীক ?

[পৃথিবী ও ধর্ম্ম ব্যতীত সকলের সভয়ে প্রস্থান ।

দ্রুতপদে বেণ ও অহিতকুমারের প্রবেশ ।

অহিত । বাবাজী—বাবাজী, ঐ যে ! বাচ্ছাগুলো স'রে পড়েছে, এখনও ধাড়ী দুটো উড়্‌তে পারে নাই । বাবাজী, এই সময় ডানা কেটে দাও । বেটার নেড়ানেড়ির দল নগরে সুবিধে কর্‌তে না পেরে বনে এসে মোচ্ছব জুড়েছে ।

বেণ । কে তোমরা বিধর্ম্মী দুজন ?

ধর্ম্ম । বনবাসী মোরা মহারাজ !

বেণ । বনবাসী, গৃহবাসী অথবা সন্ন্যাসী
যেই হও—প্রজা তো আমার ?

ধর্ম্ম । এ মহা মরততলে
করুণাভাজন তব কে নয় রাজন ?

বেণ । নিজের কর্ত্তব্য তবে জান না কি যোগি ?

ধর্ম্ম । জগতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান বড় শক্ত কথা ।
তবে এই মাত্র জানি,
প্রজাধর্ম্মে কর্ত্তব্য কেবল—
রাজভক্তি রাজাজ্ঞা-পালন ।

বেণ । মিথ্যা কথা ! তাই যদি হয়,

এই কিহে প্রজা-ধর্ম্ম তব?
নাই কি স্মৃতির তলে আদেশ আমার?

ধর্ম্ম। করিয়া বিচার,
আদেশ প্রচার কর হে করমবীর!
অবশ্যই হবো আজ্ঞাধীন।

বেণ। জ্ঞানহীন তুমি বনবাসি!
বহু বার—বহু দিন—
বহু যুগ—বহু জন্ম ধরি,
কল্পনা-পটেতে আঁকি এ তিন সংসার,
একমনে এক প্রাণে করেছি বিচার—
আমা হ'তে বিধাতার
মহত্ত্বের কিছুই দেখি না।

অহিত। এক কড়া—এক ক্রান্তি না। বাবা, ঘরের কোণে ব'সে প্রধানত্ব চাল চলে না,—সাম্‌না সাম্‌নি লড়া চাই। যদি তার সে শক্তি থাকে—ডাক,—নইলে ঐ পাজী দেবতার নাম ক'রে যে লোক ঠকিয়ে কেবল মালসাভোগের কিনারা ক'রে নেবে, তা' হবে না চাঁদ! শূলে যেতে হবে।

পৃথিবী। ক্ষতি নাই রাজ-পরিষদ!
জীবন অনিত্য, সত্য সত্য-সনাতন,—
হরিনাম নহে ভুলিবার।
ছিঁড়িবে হৃদয়-তন্ত্রী,
ভল্লেতে ভেদিবে বুক,
যথা ইচ্ছা পার সাধিবারে,—
সংসারের দণ্ডধর তোমরা এখন।

মহাজন !
পূরিবে কি মনোরথ তায় ?
বক্ষঃস্থল বিনিঃসৃত
শোণিতের স্রোতস্বিনী
বহিবে কল্লোলে যবে,
দেখিবে ছুটিবে তায় হরিভক্তি-স্রোত ।
শত খণ্ড করিলে রসনা,
হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে
উঠিবে অত্যুচ্চরবে শত হরিধ্বনি ।
সে ধ্বনি কর্ণেতে নয়,
থাকিলে হৃদয় শুনিবে নিশ্চয় ।
অনাথ-আশ্রয় চন্দ্রকুলচূড়া
অঙ্গের আত্মজ তুমি,
পুণ্য-সিংহাসনে ভাবী দণ্ডধর ।
রাখ কথা প্রাণাধার !
ফিরে যাও সুমতি লইয়া,—
ভবিষ্যের আশা-পথ
ক'রো না কণ্টকাকীর্ণ সাধু তাড়নায় ।
পৃথিবী—জননী আমি,
ভাবি তব তরে,—
মাতৃ-উপদেশ ধর রে যতনে ।

অহিত । আরে শিব—শিব—শিব ! বেটী যে একবারেই বুকে থুতু দিয়ে আপনাকে কায়দা ক'রে ফেল্‌লে গা!

বেণ । [সবিস্ময়ে পৃথিবীর মুখের দিকে চাহিয়া] তুমি—পৃথিবী !

পৃথিবী। হাঁ রাজা! আমিই সেই রাজ-মাতা পৃথিবী।

বেণ। তোমার সঙ্গে আমার মাতা-পুত্র সম্বন্ধ, কোন্ শাস্ত্রসম্মত পৃথিবী?

পৃথিবী। বিধাতার সৃষ্টি-শাস্ত্র লিখিত।

বেণ। ভুল দেখেছ পৃথিবি! তুমি মৃণ্ময়ী, বোধ হয় তোমার নয়নতারা এখনও সম্পূর্ণ সুগোল ভাবে অঙ্কিত হয় নাই।

পৃথিবী। না হোক্; জগৎ তো দেখ্‌তে পাচ্ছে, অনন্ত শান্তির কোল বিস্তার ক'রে রাজা! আমি তোমাদের জন্যই সর্ব্বংসহা,—তোমাদেরই উপভোগের জন্য সকল ভুলে আমি যোগিনী। আমার একটী নাম বীরপ্রসবিনী। তবে প্রাণাধিক! রাজা পৃথিবীপুত্র ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

বেণ। পৃথিবীপুত্র নয়, রাজা পৃথিবীপতি।

পৃথিবী। [মুখ নত করিলেন।]

অহিত। ঠিক বলেছ বাবাজি! আমার ভাগ্নে-বউ। [পৃথিবীর প্রতি] বুঝ্‌লে গা বাছা! আমি তোমার মামাশ্বশুর। চিন্‌বে কি ক'রে? ছেলেবেলায় দেখেছ বই তো নয়, তোমার মা আমায় চিন্‌তেন,—আলাপটা যথেষ্ট ছিল।

বেণ। নিরুত্তরে কেন বসুন্ধরে!
বিচার করিয়া সতী দাও সদুত্তর।
আকাশ পাতালভূমি ত্রিদশ নিলয়,
গগন-গবাক্ষে যত গ্রহ উপগ্রহ,
মর্ত্ত্যে যোগ-ব্রতাচারী শাস্ত্রকারগণ,
সমস্বরে ঘোষিছে সবাই,—
রাজাই পৃথিবীপতি একমাত্র ভবে।

কেন তবে কহ বসুন্ধরে !
কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে
ধরম-পতিরে তব ভাব অন্যভাবে ?

ধর্ম্ম। সত্য তুমি ধরণীর পতি।
কিন্তু মতিমান !
আখ্যা যার বিদ্যাপতি,
সে সৌভাগ্যবান কভু কি হইতে পারে
ব্রহ্ম-অঙ্ক-বিলাসিনী সরস্বতী-পতি ?
বাণীর করুণালব্ধ বরপুত্র সেই।
তেমতি তুমিও রাজা অখিলের স্বামী
লৌকিক আচারে,
ধর্ম্মতঃ তনয় তুমি মায়ের আমার।

বেণ। ঘোর ব্যভিচার !
পুত্র একবার, আর বার পতি !
মিথ্যাবাদী যাজ্ঞবল্ক,
মিথ্যা পরাশর,
ছলনা মাথান বুঝি
ত্রিকালজ্ঞ ঋষির কল্পনা !
প্রতারণাভরা তবে সাঙ্খ্য পাতঞ্জল—
পাপময় বেদ !
কহ হে তার্কিক তবে করিয়া বিচার,
লৌকিক আচারে পতি ভাবি এক জনে,
মনে মনে অন্য জনে ভজে যে রমণী,
কিরূপ সতীত্ব তার ?

পৃথিবী। [বেণের প্রতি ক্রোধোদ্দীপ্তচক্ষে
চাহিলেন, পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন]
কুলাঙ্গার! একি ব্যবহার?
জননীর সতীত্ব বিচার!

বেণ। আবার জননীরূপে কেন লো ধরণি!
ঢালিয়া জগৎ-পটে ব্যাভিচার-মসী
ডুবাও রমণী-চিত্র সংশয়-তিমিরে?
পুত্রস্নেহ বিনিময় কর
পতিপ্রেম ভালবাসা সহ,
পতিব্রতা বসুন্ধরা ঘোষুক জগৎ।

অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। "শর্ব্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতি, পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্।" তুমি পৃথিবীর ভূষণ মাত্র, তোমার স্বামিত্বে অধিকার কি রাজা?

বেণ। এস ঋষি, কর তর্ক যথা সাধ্য তব।
পৃথিবী—রমণী, তাহার ভূষণ আমি,
মানিলাম কথা।
তবে এইবার কহ তো ব্রাহ্মণ!
সতীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ সিঁথির সিন্দুর হ'তে
আর কি হইতে পারে ধর্ম্মের বিচারে?

অঙ্গিরা। ফল পুষ্পও তো লতিকার ভূষণ হ'তে পারে! রাজা! যাদের জন্য বসুন্ধরা রত্নময়ী হ'য়ে সুকোমল স্নেহের কোল চির-প্রসারিত ক'রে রেখেছেন, যাদের উচ্চ আশাপূর্ণ মাতৃ-সম্বোধনে মা আমার করুণাব

অভিন্ন মূর্ত্তি প্রকৃতিরূপিণী হ'য়ে স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে রাজসন্তানগণের প্রাণে শান্তির অমৃতময় রসটুকু ঢেলে দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে কি সর্ব্বংসহার স্বামীভাব থাকতে পারে? এ যে স্বর্গীয় আকর্ষণপূর্ণ মাতা-পুত্রের মধুর ভাব! তা' যদি না হ'তো, তা' হ'লে পৃথিবীপতি পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র কখনও ধরণীদুহিতা সীতার পাণিগ্রহণ করতেন না।

বেণ। ভাল কথা;
ধরণী যদি গো ঋষি রামের জননী,
সীতা যদি বসুন্ধরাসুতা,—
হেন পশু পূর্ণব্রহ্ম রাম,
অসম্ভব কথা—
ভগ্নীর প্রণয়াসক্ত হ'লো কি বিচারে?
তাপসপ্রধান! মম অনুমান,
ধরার তনয়া নহে রামপ্রিয়া,—
অযোনিসম্ভবা সীতা—
পৃথিবীর অভিন্ন মূরতি,
তাই সে চরমকালে রাজ-সভাতলে
হ'লো লীন ধরণীর ধূলিকণা সহ।

ধর্ম্ম। তাই যদি হয়, সীতা মহালক্ষ্মী,—লক্ষ্মীপতি গোলকনাথ। রাজা! তোমার বিচারে রামপ্রিয়া যখন পৃথিবীর অভিন্ন মূর্ত্তি, তখন সেই বিশ্বপতি ভিন্ন আর এ সংসারে আমার পিতা কে হ'তে পারে?

অঙ্গিরা। আরও দেখ রাজা! সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা, পালনকর্ত্তা স্বামী। মেদিনীরূপিণী জগৎজননীর পালনকর্ত্তা হরি-নারায়ণ, তাই তিনি এ নিত্য নব সৌন্দর্য্যময় অনন্ত জগতের একমাত্র পিতা।

বেণ। হরি আবার কা'কে বলছো ঋষি?

অহিত। এস তো বাবা এইবার ! মনে করেছিলাম, তোমায় শূলে চড়াতে খুঁজ্‌তে হবে, তা' বাবা "কুণো বেড়ালের ঘরেই শিকার"— নিজেই এসে দেখা দিয়েছ,—কথাটাও পেড়ে, নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছ! বাবাজী আমার ধ'রে বসেছেন, এইবার বাবা ব'লে যাও তো !

অঙ্গিরা। [নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।]

বেণ। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ত্রিকালজ্ঞ মহাঋষি ! তুমি আবার ভাব্‌ছো কি ?

অঙ্গিরা। বড় জটিল তর্ক রাজা ! হরি যে কা'কে বলি, তাই ভাব্‌ছি।

অহিত। বাবা কব্‌রেজি কর্‌ছো, আর মকরধ্বজ চেন না ? স্বর্গের মোহানা হ'তে আরম্ভ ক'রে শুঁড়িখানা পর্য্যন্ত নাম বিলোচ্ছ, আর নামের ব্যাখ্যা কর্‌তে জান না ?—ভণ্ডামিটা দেখ একবার !

অঙ্গিরা। বালক তুমি, বিশেষতঃ বয়স্থ ; সে চিন্তার তুমি কি বুঝ্‌বে রাজমাতুল ? আমি ভাব্‌ছি কি জান—হরি কা'কে বলি ? হরি, চিরবসন্ত-সমীরণের স্নিগ্ধতাভরা সর্ব্বজনলক্ষ্য শান্তিময় স্বর্গকে বলি—না হরি,নিদাঘ মধ্যাহ্নের অন্তর্ভেদী জ্বালাময় অশান্তির ক্লেদভরা কুৎসিত নরককে বলি ?

বেণ। বুঝিয়াছি ঋষি !
হরি যারে বল সে স্বরগধাম,
নিরয় আমি হে বেণ বিচারে তোমার।
তাই হোক্,—
কহ, কোথা রয় তব হরি ?

অঙ্গিরা। সর্ব্ব জীব-ব্রহ্মরন্ধ্র-সমাশ্রয়ী তিনি।

বেণ। তবে আমাতেও আছে সে বিদ্যুৎ ?

অঙ্গিরা। নিশ্চয় ; পরমেশ্বরের পূর্ণ শক্তি ব্যতীত এ বিশাল জগতের একমাত্র সম্রাট হওয়া অসম্ভব।

বেণ। তবে এইবার কহ তো তপস্বি!
কি প্রভেদ মম, তব হরি সনে?
সে যদি তোমার সর্ব্বশক্তিমান,
পূর্ণ শক্তি তার যদি গো আমাতে,—
সাকার দেবতা সম্মুখে থাকিতে,
কেন ঋষি পাগলের প্রায়
নিরাকার সাধনায় যাও দূর পথে?
জগতের উপদেষ্টা বিজ্ঞ মুনি তুমি,
তোমারেও দিই উপদেশ—
যোগ যদি আচরিবে সংসারের বুকে,
অভেদ ভাবিতে শেখ,—
দাঁড়ায়ে নদীর কূলে
মরিতে হবে না হেন ঘোর পিপাসায়।
ভাল মন্দ যবে না রবে বিচার,
আশা কামনার তবে গো নিষ্কৃতি।
নরকে স্বরগ-জ্ঞান আপনি আসিবে,
বুঝিবে এ বেণ ভবে সেই তব হরি।

ধর্ম্ম। রাজা! তুমি মানব।

বেণ। না—না, নহি গো মানব;
মানব হইলে বল এত স্পর্দ্ধা কার—
মায়াবী সে চক্রী হরি হ'তে,
সাহস করিবে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে?

পৃথিবী। অনেক দূরে গিয়ে পড়েছ রাজা!

বেণ। বহু দূরে গিয়াছি পৃথিবি!

যত দূর নাহি যায় ব্যাসের কল্পনা—
সহস্র বরষব্যাপী সাধনা-সুষুপ্ত
যোগীর জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না যথায়,
অনন্ত অসীম তুমি—
তোমাতেও নাই যতটা দূরত্ব,
তত দূরে লো ধরণী গিয়াছি চলিয়া।
তা' না হ'লে ওলো বসুমতি!
তব পতি হব কোন্ বলে?
মৃণ্ময়ী সরলে!
ভুলে আত্ম-অভিমান;
আজি হ'তে বেণে বুঝে চল।

[প্রস্থান।

অহিত। বুঝ্‌বে আর কি বাছা! রাজবাড়ী গিয়েই পাল্কী পাঠাচ্ছি, যেন ফেরৎ না যায়। আর যাবার সময় তোমার অবিবাহিত কালের ঐ বাওয়া ডিমের বাচ্ছাটীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। বলি ও মুনি গোঁসাই! তুমিই বা কেন বাকী থাক? এর মধ্যে একটা মিষ্টি রকম সম্বন্ধ গুছিয়ে নাও না—বেঁচে যাবে, নইলে শূলে চড়্‌বার নিমন্ত্রণ রইলো।

[প্রস্থান।

পৃথিবী। দূর হও কুলাঙ্গারগণ!
ধরার নয়ননীরে ছুটুক তটিনী,
উঠুক বসুধাবুকে উচ্চ আর্ত্তনাদ,
চলুক কল্পান্তব্যাপী ভীম ভূকম্পন—
হাস রে স্বার্থের হাসি,
বাজাও ভুবনময় পাপের বিষাণ।

[অঙ্গিরার প্রতি]
তাপসপ্রধান !
সম্মুখেতে মোর ঘোর কালানল,
থাকে যদি কৃপা-বারি, দাও হে আমায়,—
ধর ভার ধরণীর ঋষি ।
নহ পুত্র,
পিতা তুমি আজি হ'তে মোর,
দুরন্ত বেণের করে রক্ষা কর পিতা !

অঙ্গিরা। তাই তো মা, বড় জটিল রহস্য ; বেণকে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। একবার ভাব্‌ছি, বেণচরিত কুমতি—কদাচার কৃমিদলপুষ্ট মহা নরক,—আবার যেন দেখ্‌ছি, সেই নরকাবরণের অন্তঃস্থলে সুষমাময়ী কি একটী অভিনব স্বর্গীয় ছায়া ! একবার স্বপ্নাবেশে দেখ্‌ছি, বেণ পাপের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি, আবার কে যেন অলক্ষ্যে সে চমকটুকু ভেঙ্গে দিয়ে বল্‌ছে, না—না,—বেণ কোন অসাধারণ উদ্দেশ্যের অভূতপূর্ব্ব ছবি। যাই হোক্ মা ! এখন আমার আশ্রমে চল, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য অনুমান কর্‌বো।

পৃথিবী। তবে তাই চল বাবা !

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।]

সহসা জলদ ও বিজলী প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর হস্তধারণপূর্ব্বক গাহিতে লাগিল।

জলদ ও বিজলী।—

গীত।

আমরা গো তোর সঙ্গে যাবো।
মধুমাখা হরিনামের প্রাণ জুড়ানো গান শুনাবো ॥

(তোর) মাটীর শরীর গ'লে যাবে, চোখে জল আসতে দেবো না,
প্রেমাবেশে করবো বিভোর, প্রাণে আর অভাব রাখ্‌বো না,
সোহাগভরা সোনার হাসি, ধরা তোর অঙ্গে মাখাবো ।

অঙ্গিরা । স্বর্গীয় মোহন ছবি, কে এ যুগল মূর্ত্তি ?

ধর্ম্ম । ঋষিবালক ঋষিবালিকা, নাম জলদ, বিজলী ।

পৃথিবী । আমার বড় প্রিয়, তাই সঙ্গে যেতে চায় ।

অঙ্গিরা । আপত্তি নাই, কিন্তু সকলকেই আমার শিষ্য সাজ্‌তে হবে ।

জলদ ও বিজলী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

মোরা পারি গো সকলই সাজিতে,
কখনও শিষ্য কভু বা গুরু, পারি গো মজাতে মজিতে,—
মোদের নাই গো ভবে পর আপন,
রয় সুখে দুঃখে সমান ভাবে বম,
আজ ধরার দায়ে সারা জীবন তব পাশে কেঁদে কাটাবো ॥

অঙ্গিরা । [স্বগত] উত্তম কথা । এরূপ শিষ্যের গুরু হ'তে পারলে খুব সম্ভব, ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকার প্রত্যক্ষের পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নায় পরিণত হ'তে পারে । [প্রকাশ্যে] এস শিষ্যগণ !

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—মন্ত্রণাকক্ষ।

রত্নাসনে উপবিষ্ট অঙ্গ, পার্শ্বে মন্ত্রী দণ্ডায়মান।

অঙ্গ। আগুন যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জ্ব'লে উঠ্‌লো মন্ত্রি!

মন্ত্রী। নির্ব্বাণ কর রাজা!

অঙ্গ। শক্তি নাই, সাহস নাই; তবে আর কা'কে আশ্রয় ক'রে জগৎব্যাপী জ্বলন্ত শিখার সম্মুখে যাই মন্ত্রি? নিরাশার তমোময় গর্ভ যে চির-অবলম্বনশূন্য।

মন্ত্রী। তুমি তো অবলম্বনশূন্য হয়েছ, কিন্তু তোমায় অবলম্বন ক'রে যে জগৎখানা এখনও বুক বেঁধে আছে, তার উপায় কি কর্‌ছো রাজা?

অঙ্গ। কি কর্‌বো মন্ত্রি! জগত কি জানে না—স্ত্রী-পুত্রের তীক্ষ্ণ চক্রে এইরূপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকা একদিন সকলকেই সাজ্‌তে হয়।

মন্ত্রী। জানে; আরও জানে, জগত হ'তে তুমি অনেক উচ্চে,—আসন অপেক্ষা উপবেষ্টার ঈশ্বরত্ব অধিক। তবে রাজা! ও চক্র যতই তীক্ষ্ণ হোক্, তোমার বজ্রময় বুক একেবারে এতদূর বিদীর্ণ হয়, কেমন কথা?

অঙ্গ। বড় আশ্চর্য্য কথা নয় মন্ত্রি! সামান্য বৃক্ষেও পর্ব্বতগাত্র ভেদ করে,—অগ্নি সমুদ্রগর্ভেও অধিকার বিস্তার করেছে। কালের ক্রিয়া যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

মন্ত্রী। সত্য, কিন্তু রাজা! শত্রু যতই পরাক্রমশালী হোক্ না কেন, বিনা রক্তপাতে বশ্যতা স্বীকার করা, কোন্ রাজনীতি সম্মত?

অঙ্গ। তাই ভাব্‌ছি মন্ত্রি! তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার অসার শক্তি যে কতদূর কার্য্যকারী হবে, তা' তো সামান্য বুদ্ধিতেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

মন্ত্রী। তিনি মহান, তাঁর ইচ্ছাও মহতী। তিনি মঙ্গলময়; তাঁর ইচ্ছা কখনও অমঙ্গলের অবতরণিকা হ'তে পারে না। যদিও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ঘোর অন্ধকারময়ী, হয় তো এর ভবিষ্যৎ কোন নিষ্কলঙ্ক অভিনব চন্দ্রের আলোকমণ্ডিত। রাজা! শিলাবৃষ্টিক্লিষ্ট রজনীগতে নব অরুণোদয়ে প্রকৃতির হাসি কেমন সুষমাময়ী! উভয়ই তাঁর ইচ্ছায়। সুবিস্তৃত সগরবংশ এককালে ধ্বংস, তার পরিণাম কিন্তু কত মধুময় রাজা! দেবদুর্লভা মন্দাকিনী তাঁরই ইচ্ছার ফলে মূঢ় সন্তানগণে অযাচিত চিরশান্তি দান কর্‌বার জন্য মর্ত্ত্যমাঝে অনন্ত কোল বিস্তার ক'রে রেখেছেন। তবে রাজা! আজ যদি শক্তি প্রকাশ কর্‌তে পার, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়,—পরিণাম অনুকূলেই পরিণত হবে।

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গীত।

ভূপতি ধর মিনতি।
প্রলয়-পয়োধি-নীরে ভাসে বুঝি এ বসুমতী॥
পুণ্য-রত্নাসনে ধর্ম্ম-অবতার, মর্ত্ত্যতলে তুমি প্রতিনিধি বিধাতার,
নিমিষে নিখিলব্যাপী ঘোর পাপান্ধকার-বিনাশিনী তব মূরতি।
সহে না সহে না আর এ ঘোর স্বেচ্ছাচার,
গমনাগমনবারী হরিনাম কি ভুলিবার,
ভীষণ ভবার্ণবে কেমনে হবো পার, কিসে হবে পরম গতি॥

মন্ত্রী। দেখ রাজা! তোমায় লক্ষ্য ক'রে, তোমার কত ভক্ত সন্তান হরিনামবিহীন শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আছে। আর ঐ দেখ, বিশ্বপ্রসবিনী বসুন্ধরা—বিধাতার সাধের সৃষ্টি আজ প্রলয়-প্লাবনে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমার পানে অনিমেষ-নয়নে চাচ্ছে। রাজা! তুমি যে সৃষ্টির সার।

অঙ্গ। স্থষ্টির জঞ্জাল আমি !
তা' না হ'লে ওহে মন্ত্রীবর !
ভক্তের চোখের জল অবিরল ঝরে—
পুণ্যের বুকের মাঝে পাপ নৃত্য করে ?
সাধের সংসার মম ভীষণ শ্মশান !
নয়নে নেহারি শুধু,—
বীরবাহু নিথর—নিশ্চল ;
স্থষ্টির জঞ্জাল আমি !
নতুবা সুধীর !
বিধিদত্ত এই কর্ম্মক্ষম দেহ,
বিধিদত্ত এই উত্তপ্ত শোণিত,
তাঁরাই দেওয়া এই ঢালিবার প্রাণ—
তাঁর স্থষ্টি রক্ষা হেতু পারি না ঢালিতে !
স্ত্রীপুত্রের মুখাপেক্ষী কাষ্ঠ-পুত্তলিকা,—
সুনিশ্চয় স্থষ্টির জঞ্জাল আমি।

মন্ত্রী। চন্দ্রকুলস্বামি !
পৃথিবীর একমাত্র শাসয়িতা তুমি,
অন্যের শাসনাধীন তোমার সম্ভবে ?
ভুলে যাও স্ত্রী-পুত্রের সর্ব্বনাশী মায়া,
ভেদ কর সংসারের কুটিল চক্রান্ত,
এক মনে ছুটে চল কর্ত্তব্যের পথে।
এ পথের অন্ত যদি পাও,
দেখিবে আলোকময় নূতন জগৎ,—
এ জগৎ হ'তে কত শান্তিময় !

অঙ্গ।　　জানি মন্ত্রি !
তাই তার নাম শান্তিধাম,
জানি তথা বিরাজিত সর্ব্ব শান্তিদাতা।
কিন্তু হে অমাত্যবর ! চির-খঞ্জ আমি,
ও দূর দিগন্তে যাব কি উপায়ে ?

মন্ত্রী।　　জ্ঞান-যষ্টি করিয়া আশ্রয়,
ধৈরয-বাঁধনে বাঁধিয়া হৃদয়,
বিলাস-শয়ন হ'তে পথে বাহিরিয়া,
দেখ রাজা সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া বিকাশ,
অলক্ষ্য আকাশখানা অতি সন্নিকটে।

অঙ্গ।　　[সিংহাসন হইতে উঠিয়া]
কেন তবে এ ঘোর সঙ্কটে
একটী দিনের তরে দাও নাই দেখা ?
এত যদি মন্ত্রৌষধি জান মন্ত্রী তুমি,
কেন তবে মোহমুগ্ধ অঙ্গের এ ঘুম
একটী মুহূর্ত্ত তরে দাও নি ভাঙ্গিয়া ?
যদি দেখা দিলে—যদি বা জাগালে,
আর কেন তবে,—
জীবন্তে নরক-জ্বালা আর কেন সই ?
এস মন্ত্রি ! কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া দুজনে,
ধরি করে কামনা-কুঠার,
তুলে দিতে সৃষ্টির কণ্টক,—
অত্যাচারী স্ত্রী-পুত্রের তপ্ত রক্ত মাখি,
ছুটে গিয়ে উঠি কর্ত্তব্যের কোলে।

ওই যে কর্ত্তব্য—ওই যে অনিন্দ্য কান্তি,
ওই যে মঙ্গল-করে আশিসের ডালি ল'য়ে
ডাকে আয়—আয় রে সেবক !
এস মন্ত্রি ! হই আজ কর্ত্তব্যের দাস।

[গমনোদ্যত।]

মন্ত্রী। সাবধান রাজা ! ধৈর্য্য ধর। তোমার চতুর্দ্দিকে শত্রু—সৈন্য-সামন্ত পরবশ—বুকের মাঝে কাল সর্প,—একটু চঞ্চল হ'লেই আশা-ভরসার শেষ। স্থিরভাবে কৌশল চিন্তা কর,—সময়ের প্রতীক্ষা কর।

অঙ্গ। থাক তুমি সময়ের আশা-পথ চেয়ে,
চলিলাম আমি অন্বেষণে তার।
থাক তুমি হে কর্ম্মকুশল !
কৌশলের জটিল দূরত্বে।
তুলিয়া বিশাল বাহু,
ধরিয়া বিজয়ী অসি,
কর্ত্তব্য সরল পথে চলিলাম আমি।
কাল-সর্প বক্ষে মোর,
জানি মন্ত্রী সব ;
অমিয় ভাবিয়া যবে
স্বেচ্ছায় করেছি পান ভীম হলাহল,—
সে চিন্তা বিফল।
থাকুক সে কাল-সর্প,
তুলুক ভীষণ ফণা,
ঢালুক অজস্র বিষ এ সঙ্কীর্ণ বুকে,—
দেখিব সংসার কত খলতামাখান।

কি লজ্জার কথা মন্ত্রীবর !
অঙ্গ আজ নামে মাত্র রাজা।
সুনীথা—পাদুকা মোর,
করে স্বেচ্ছাচার !
কি ফল জীবনে আর,
অঙ্গ তবে হোক্ সর্ব্বহারা।
জয় তারা ! জয় তারা ! জয় তারা !

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। পার্‌লাম না ! পাগল হ'য়ে ছুটে গেলে রাজা ! আর বুঝি তোমায় বাঁচাতে পার্‌লাম না। ফেরো রাজা ! নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য ক'রে এখনও পূর্ব্বের সেই ঔদাস্যভরা শান্ত মূর্ত্তিটী ল'য়ে ফিরে এস। এ ব্যাপার শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হ'লে এখনই সর্ব্বনাশ হ'য়ে উঠ্‌বে।

মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। কি সে বিরাট ব্যাপার ভাই শনৈশ্চর ?
কি এমন অভেদ্য কৌশল
শত্রুরূপী ভ্রাতৃপক্ষে হ'লে প্রচারিত,
বক্ষেতে বিঁধিবে তব মর্ম্মঘাতী শেল ?
মৃত্যু আমি—জান না অবোধ !
মোর চক্ষে ধূলি দেয় কার সাধ্য ভবে ?
জানি—জানি রে বিমাতৃ-সুত !
কুটিল কৌশলী তুই, চিরদ্বেষী মোর।
জানি ওরে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক !
পাতি প্রতারণা-ফাঁদ—

বধিবারে মাত্র ওই বৃদ্ধ অঙ্গরাজে,
দাঁড়াবি সংসার-মঞ্চে জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে।
তোর যাদুমাখা কুমন্ত্রণা ফলে,
শান্তির সংসারতলে
জ্বলিবে প্রবল বেগে শোক-যজ্ঞানল,—
হোতা তার এই মহাকাল।
বংশের জঞ্জাল! হও সাবধান।

মন্ত্রী। যে সৌভাগ্যবান ধর্ম্মের আশ্রয়ে,
সে নাই অসাবধানে স্থির জেনো দাদা!
শনৈশ্চর চির-সাবধান।
সতর্ক করগে তব পাপিষ্ঠা কন্যায়,
সতর্ক করগে তব দৌহিত্র চণ্ডালে,
আর সাবধান হও দাদা তুমি!

মৃত্যু। আমি!—বিশাল পর্ব্বত হ'তে
অতি ক্ষুদ্র পরমাণুময়
অনন্ত জগৎখানা
পলকে করিতে পারি ঘোর মরুভূমি,—
সেই আমি—তোর ওই আরক্ত লোচনে,
স্বকার্য্য সাধনে আজ হবো বীততেজ?
মনে হয় এই দণ্ডে ও পাপ রসনা,
উৎপাটিত করি নির্ম্মম হৃদয়ে—
মুছে ফেলি কুলের কলঙ্ক।

মন্ত্রী। আতঙ্কে শিহরি তাই,
পাছে হয় কুলে কালী দাদা তোমা হ'তে!

যেও না ও পথে,
দেবতার দস্যুবৃত্তি, চমকিবে ধরা।
সুন্দর জগৎ এই,
তোমার দৃষ্টান্তে দাদা!
পোষিবে নিরয়কুণ্ড হৃদয়ের তলে।
ভুলো না স্বার্থের ছলে,
সূর্য্যপুত্র হ'য়ে হায় হ'য়ো না চণ্ডাল।

[প্রস্থান।

মৃত্যু। যাও রে চণ্ডালাধম!
বোঝাতে হবে না মোরে।
জানি আমি জগতের পবিত্র কাহিনী,—
স্বার্থে সুচিত্রিত সব কুহেলিকামাখা।
ভ্রাতা তুই, জামাতা সে মোর,
কি ক্ষতি তাহায়?
মৃত্যু আমি,
পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, জামাতা—
যার যবে হবে আসন্ন সময়,—
ভুলিয়া যে পূর্ব্ব আত্মীয়তা,
বিসর্জ্জিয়া স্নেহ, দয়া কঠিন পরাণে,
ধরিতে হইবে মোর করাল মূরতি।
নহে মম দোষ,
বিধাতার বিধি নিরূপিত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গশালা।

মদ, সিদ্ধি, চরস, গাঁজা, আফিং ও গুলি।

মদ। সকলের কুশল তো?

সিদ্ধি। আজ্ঞে হাঁ, তবে কি না হিন্দুস্থানীর ধোপে বুঝি বা সিদ্ধিকে বড়বাজার ছাড়া হ'তে হয়। বেটারা কুস্তি সেরে এসে, খলে ফেলে, নিম কাঠের মুষল নিয়ে আমার ওপর যেরূপ জবরদস্তি আরম্ভ করে, তাতে তো এ কাঁচা পাতার প্রাণখানা নাস্তা-নাবুদ হ'য়ে গেল।

চরস। তার আর কি হচ্ছে ভাই! আমাকেও তো যত বেটা নিষ্ঠুর পাষণ্ড, তামাকের ভেতর ভ'রে, নিশ্বেসটী পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে, দিবারাত্রি অন্তর্ধূমে দগ্ধ কর্‌ছে,—তা' স'য়েও তো আছি।

গাঁজা। ঐ অভদ্র তামাক পাতার সঙ্গে প'ড়ে আমারও অঙ্গটা জ্ব'লে গেল ভাই! শুধু কি তাই! কাটের ওপর কাট—টিপের ওপর টিপ। কাট্‌বার সময় আঁশবঁটী, টেপ্‌বার সময় পাথর চালাই করা চাষার হাত,—কোনও দিকে একটু হাঁপ ছাড়্‌বার যো নাই।

আফিং। তবু অনেকটা সুখে আছ; একটু কায়িক কষ্ট স'য়ে আদরেই আছ। আমায় বোধ হয় ইস্তফা নিতে হয়। আজকালকার বেরোয়া ছুঁড়ীগুলো চাকুরে বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, কর্ত্তার ঘর হ'তে খুঁজে এনে, আমার সঙ্গে একেবারে পূরো ভরি দরুণে পিরীত কর্‌তে আরম্ভ করেছে। আবাগীরা মান ক'রে নিজেও মর্‌বেন, আর আমাকেও

মজাবেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কব্‌রেজ বদ্যির হুড়োহুড়ি, সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালার বাড়ী ঘেরাও! এই না দেখে শুনে ছোক্‌রা বাবুরা চ'টে লাল, আমার বাড়ী প্রবেশ একদম নিষেধ; কর্ত্তা মশায়দের সঙ্গে যা একটু আধটু ভালবাসা ছিল, তাও এই সূত্রে যেতে ব'সেছে। ভাই! গোপনে গোপনে দু-ঘা মার খাওয়া ভাল, তবু দেশ যুড়ে বদনামটা কিছু নয়।

গুলি। আরে দাদারও যে দশা, ভায়ারও তাই। তুমি তো আমারই অর্দ্ধাঙ্গ; তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ খুব নিকট, গোটা কতক পেয়ারা পাতা দিয়ে ভোল ফিরানো মাত্র। তা' ভাই, আমার ভক্তদের চোখের ভঙ্গী, ত্রিভঙ্গ চলন দেখ্‌লেই, যত আঁটকুড়ির বেটারা জুটে-পেটে ধরাধরি ক'রে পুকুরধারে নিয়ে যায়। আমার ছেলেবেলা থেকে একটা কি বদ্‌খেয়াল,—জল দেখ্‌লে প্রাণখানা খাঁচাছাড়া হ'য়ে যায়; কি ক'রে আর দেশে পশার রাখি বল!

মদ। সকলেরই ঐ দশা। তোমরা মনে ক'রো না, তোমাদের রাজা সর্ব্ব সুখে সুখী; ছিলাম বটে, কিন্তু আজকালকার অর্থলোভী শুঁড়ী বাবাজীরা ভুঁড়ি মোটা করবার জন্যে, আমার এ লাল টুক-টুকে গায়ে জল ঢেলে, আমায় বিবর্ণ, নিস্তেজ ক'রে তুলেছে।

চরস। কি করে বলুন! বাজারের মুটে মজুর পর্য্যন্ত গাঁজা মশায়ের আর মহারাজের ভক্ত, কাজেই ওরকম না কর্‌লে আর কুলান হয় না।

গাঁজা। মহারাজ! এক কাজ কর্‌লে হয় না? যখন আমাদের এত-দূর পশার জমেছে, তখন এই সুযোগে আমাদের একটু দর চড়িয়ে নিলে হয় না?

অহিতকুমারের প্রবেশ।

অহিত। মারা যাবো বাবা, মারা যাবো। এর ওপর একটু চাপা-

চাপি হ'লেই এ গরীবের পো প'চে গন্ধ উঠ্‌বে যে। বাবা! তোমাদের সঙ্গে অন্নপ্রাশন হ'তে পিরীত,—তা' চাঁদেরা শ্রাদ্ধের লুচি না খেয়েই একেবারে কুটুম্বিতে ছাড়াছাড়ি কর্‌লে যে তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে মাণিক! মাথা তো খেয়েইছ, আর কেন এ অসময়ে অন্যায় রণে, চোরা বাণে বালি বধ কর? তোমাদের ছেড়ে স্বর্গে গিয়েই বা কি নিয়ে থাক্‌বো! দশরথ নই বাবা, যে বালির পিণ্ডি নিয়েই পেট ভরিয়ে ফেল্‌বো। যা হয় কর; তোমাদের একান্ত প্রেমাধীন শ্রীমান অহিতকুমার।

সিদ্ধি। কুমার বাহাদুর! তোমার প্রতি আমাদের অনুরাগ যথেষ্ট।

অহিত। এস তো বাবা! প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রে দাও তো।

[আলিঙ্গন।]

গীত।

ওমা সিদ্ধেশ্বরী শীঘ্র আয় মা, দেখ্‌বি যদি শিবের বিয়ে।

চরস। কি মধুর স্বর, গানের কি মোলায়েম ভাব!

অহিত। এস বাবা! কোলে এস,—তোমাতেও এক টান দিয়ে দেখি, গানে আবার কি রকম বোল বেরোয়। [আলিঙ্গন]

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যত ঘোর যুবতী জামাই দেখে, জীব কাটে গো ঘোমটা দিয়ে॥
ওমা সিদ্ধেশ্বরী, আঃ—

গাঁজা। তাল জ্ঞানটুকুও দুরন্ত!

অহিত। ব'লে যাও বাবা! এইবার তোমার মাথায় তাল দিয়ে গোটা প্রাণটা লালে লাল ক'রে নিই। [আলিঙ্গন] আঃ, তোফা— তোফা! বাবা, যেই যত হোক্‌,—এমন একদমে ত্রিভুবন দেখাতে, গাঁজা মশায়! তোমার কাছে কেউ লাগে না।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বম্ বম্ ব'লে জামাই নাচে, নেংটো হ'য়ে সভার মাঝে,—

আফিং। বেশী বেয়াদপি কর কেন ?

অহিত। এস তো বাবা আফিংচন্দ্র! মটর ভোর হ'য়ে এসে, এ বেয়াদপিটা আমার নষ্ট ক'রে দাও তো।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বম্ বম্ ব'লে জামাই নাচে, নেংটা হ'য়ে সভার মাঝে,
লাজে গিরিরাজ দেয় গলায় দড়ি, গুড়ুক তামাক সেজে নিয়ে।
ওমা সিদ্ধেশ্বরী—

বাবা, আমার বেয়াদপিটা কিসে দেখ্‌লে? বুঝেছি, তুমি একটু তিত মেজাজের লোক কি না!

গুলি। কুমার বাহাদুর! তবে না হয় চিনির পানায় গোটাকতক শোলা ভিজিয়ে নিয়ে, আমার কাছে আসুন।

অহিত। হাঁ বাবা, গুলিচাঁদ! এস, তোমায় একবার ছিটেকতক পরখ করি। [আলিঙ্গন]

পূর্ব্ব গীতাংশ।

শিবের সাপে শাশুড়ী খায়, রাঁড় হ'লো সাবিত্রী তায়,—

মদ। ধন্য গুলি!—তোমাতে কি অঘটন!

অহিত। এস তো বাবা, রাজাধিরাজ! একবার তোমার সঙ্গে শেষ সংঘটনটা হ'য়ে যাক্। [আলিঙ্গন]

পূর্ব্ব গীতাংশ।

শিবের সাপে শাশুড়ী খায়, রাঁড় হ'লো সাবিত্রী তায়,
শেষে টপ্পা ধরে যত শালী, সাধের বাসর ঘরে গিয়ে॥
ওমা সিদ্ধেশ্বরী—

আরে, সব ফাঁকা—সব ফাঁকা! নাচওয়ালী বেটীদিকে অনেকক্ষণ আস্‌তে বলেছি, তা'—কৈ ?

মদ। তা' চাই বৈ কি! আমার সঙ্গে সখ্যতা রাখ্‌তে গেলে ওটা আগেই চাই।

চরস। ঐ যে মহারাজের ফাঁকা প্রাণ যোড়া করা ষোল কলার চাঁদেরা এই দিকেই আস্‌ছে।

গুলি। কুমার বাহাদুর! তবে না হয়—আমরা একটু আড়াল হই ?

অহিত। আরে, যাবে কোথা? শুক্‌নো প্রাণটাকে একটু রসিয়ে নাও।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

এস বঁধু ভেসে যাই।
পিরীতির একটানা স্রোতে প্রাণ করে আই ঢাই।
সাঁতার দেবে সোহাগ ক'রে, বুক পেতে দেবো,
শুধু হাসিটী নেবো,
মুখ জুড়ানো অধর-সুধা পিব পিয়াবো,—
ওপর ওপর ভেসে যাবো, ডুব দিলে না পাবে থাই,
যে যা বলে বাজে কথা, লাজের মুখে মাথাও ছাই।

[প্রস্থান।

অহিত। আ-হা-হা! সুকণ্ঠ—সুকণ্ঠ! কি এলো-মেলো ভাব—কি বেঙবেঁধা চাউনি—কি হাড়ভাঙ্গা অঙ্গ-ভঙ্গী! বা-বা-বা! তোফা স্ফূর্ত্তির ওপর প্রাণখানা বেচাকেনা চল্‌ছে।

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

মন! এমন ভাবে চল্‌বে ক'দিন বছর কাবার হ'য়ে এল।
সাম্‌নে যে তোর শেষ আখিরী, খাজনা দেবার সময় গেল॥

অহিত। বা-বা-বা, মন্দ নয়!

গাঁজা। কুমার বাহাদুরকে নেহাতই একটা আধ্‌লা খরচ করালে!

মদ। গানটা অন্ততঃ তারা নামেরও হ'লে ভিক্ষেটা মোটা রকমেরই হ'তো।

অহিত। গাও হে গাও, শেষ পর্য্যন্তই দেখা যাক্।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

গোড়া দেখেই বোঝ শেষ, ভয়ঙ্কর যে শেষের বেশ,
সেথা নাইকো আলো হাসির লেশ, দেখ্‌বে যদি চোখটী মেল।

গুলি। [হস্ত দ্বারা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] এই নাও বাবা, এ হ'তে তো আর মেলা যায় না। কৈ, নূতন তো কিছু দেখি না,—সেই তুমি—সেই আমি।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ তুমি আমি ভুল্‌বে যবে, জ্ঞানের চক্ষু খুল্‌বে তবে,
সবই তিনিময় হবে ঘুচ্‌বে আশার শক্তিশেল॥

অহিত। আচ্ছা বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর! ওরূপ চোখের মার হবার কিছু ওষুধ পালা আছে?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ ছয় রিপু ছয় ইহার ছাড়, সদা সাধুসঙ্গ ধর,
কেন রে আর জ্যান্তে মর, মরণবারণ হরি বল।

[দুই জন সৈন্যসহ মৃত্যুর প্রবেশ ও যোগময়কে বন্ধন।]

মৃত্যু। আরে আরে ভণ্ড যোগি!
রাজ-আজ্ঞা অবহেলা এত স্পর্দ্ধা তোর?
পুনঃ সেই হরিনাম মুখে!
বক্ষেতে বসিয়া সর্প তুলিয়াছ ফণা,
দেখ্ রে অজ্ঞান তার ভীম পরিণাম।
মনস্কাম মোর পূর্ণ এত দিনে,
এত দিনে আশার সুসার।
দুরাচার! চেন কি আমায়?
কাহার বন্ধন এই?
নিদান বাঁধন এ জনমে খুলিবার নয়।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যায় তো খোলা জন্মান্তরে, (তবে) এ বাঁধনের শক্তি কি রে,
(ওরে) ভবের বাঁধন যাহার করে, তার কাছে তোর সব বিফল॥

মৃত্যু। এখনও এত অহঙ্কার!
বিতংশে পড়িয়া ব্যাঘ্র
এখনও সদর্প গর্জ্জন!
জান না অজ্ঞান!

একটী ইঙ্গিতে মোর
তব শির লক্ষ্য করি,
পলকে সহস্র অসি উঠিবে গর্জ্জিয়া ?
যাও ওরে রক্ষিদ্বয় !
দুরাত্মায় ল'য়ে যাও বিজন কারায়,
যথাকালে সুবিচার শমনের করে।

[মৃত্যু ও তৎপশ্চাৎ যোগময়কে লইয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

অহিত। এঁ্যা—এঁ্যা,—বাবা বেটা কি আক্কেলের মাথা খেয়েছে ? কর্‌লে কি গা ! যতই দোষী হোক্, আমার অনুমতি না নিয়ে, আমার সভা হ'তে টেনে নিয়ে যায় কেমন কথা ? বেটা বাবা ! তুমি বড় বেড়ে উঠেছ !

সিদ্ধি। আঃ—কমিয়ে দাও না ; তাতে সঙ্গে লাগ্‌তে হয়, আমি আছি।

চরস। তুমি শুধু থেকে কি কর্‌বে ভাই ! তুমি তো সিদ্ধি,—মেয়েমানুষের নেশা।

গাঁজা। তোমাতেই বা কোন্ পুরুষত্বের প্রতিমূর্ত্তি খোদাই করা চরস ভায়া ? তোমার আদর তো কেবল পাঠশালের ছেলের কাছে ! তবে তোমা হ'তেই বা কি হবে ? আমার দ্বারা একদিন হ'লেও হ'তে পারে, যেহেতু বিষয়-কর্ম্মে গাঁজা।

আফিং। ওহে, বিষয়-কর্ম্মে নয়—বিষয়-কর্ম্মে নয়,—যত বেটা বৈরাগীর দলে তোমার আদর। বিষয়-কর্ম্মে—বৃদ্ধ বয়সে—আমি আফিং —আফিং।

গুলি। বাবা, আমি আবার তোমার সারসত্ব চোলাই করা গুলি।

মদ। আমি তোমাদের রাজা, আমার সমক্ষে তোমাদের প্রাধান্যের বিচার চলে না। কি স্ত্রীলোক, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই

সমস্বরে আমার পূজা করছে। আজকাল বিবাহে বল, শ্রাদ্ধে বল, উপ-নয়নেই বল, বাজার-ফর্দ্দের মুখপাত আমি; আমিই সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব।

অহিত। তবে এস তো বাবা, মাধব—যাদব—রাঘব, সবাই মিলে হাতাহাতি ক'রে বাবা বেটার শ্রাদ্ধের কাজটা এগিয়ে রাখি গে।

সকলে। হাঁ—হাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ।

গীত।

বৈষ্ণবগণ।— হরিনাম আর মুখে আনে কোন্ শালা।
বৈষ্ণবীগণ।—তেলোফোঁড়া শূল করেছে, সাম্‌লে চ' সই কি জ্বালা॥
বৈষ্ণবগণ।— ফেলে দে নামের থলি,
বৈষ্ণবীগণ।— ছিঁড়ে দে ভিক্ষার ঝুলি,
বৈষ্ণবগণ।— ভেক নিয়ে কে ভেকো হবে উড়িয়ে দেবে মাথার খুলি,
বৈষ্ণবীগণ।—পেট না চলে মারবো ছুরি, পোড়া মুখে দে তালা।
বৈষ্ণবগণ।— দে ছিঁড়ে দে গলার মালা, মাথার টিকী কাট্,
বৈষ্ণবীগণ।—ও নামাবলী ধুকড়ি কাঁথা উঠিয়ে দে রে পাট,
বৈষ্ণবগণ।— মুছে দে রসকলি,
বৈষ্ণবীগণ।— ভুলে যা ঢলাঢলি,
বৈষ্ণবগণ।— বৈষ্ণবীদের বামে থুয়ে ভাঙ্গ এ প্রেমের আটচালা।
বৈষ্ণবীগণ।—এবার বাবাজীদের দাগা দে লো গুড়িয়ে গৌর-পাঠশালা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

অঙ্গিরা।

অঙ্গিরা। ব'লে দাও—তোমার শত সুধাংশুর সুশান্তিমাখা চির-জাগরিত হৃদয়যোড়া রূপে কেমন ক'রে বিস্মৃতির গাঢ় কালিমা লেপন করি, তার উপায় ব'লে দাও। তাই তোমায় ডাক্‌ছি,—জটিল সংসারের সঙ্গে পূর্ব্বের সে প্রাণখানি বিনিময় ক'রে, আজ তাই তোমায় আর এক নূতন ভাবে ডাক্‌ছি। পূর্ব্বে ডাক্‌তাম—জলদগাম্ভীর্য্যভরা, শান্তির উজ্জ্বল মূর্ত্তি নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনায়,—আর এখন ডাক্‌ছি—চির-উত্তপ্ত বালুকাময়ী, কামনা-মরুভূমির মোহিনী শক্তিসম্ভবা দুরাশারূপিণী মহা-মরিচীকার ছলনায়। আগে ডাক্‌তাম—চিরবসন্ত-সমীরান্দোলিত চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ কল্পতরু দর্শনে, এখন ডাক্‌ছি—অসহ্য উষ্ণতাভরা জ্বালাময় বিষবৃক্ষের ফল ভোজনে। আগে ডাক্‌তাম—তোমার একমেবোদ্বিতীয়ং রূপে অঙ্গিরায় লীন কর্‌তে, আর এখন ডাক্‌ছি—সেই অতি সন্নিকটস্থ আত্মা-রূপী ব্রহ্ম পুরুষ হ'তে আমায় কোন দূর দিগন্ত প্রদেশে পৃথক্ ক'রে দিতে। দাও পরমেশ! তোমায় ভোল্‌বার উপায় ব'লে দাও, আমি বিচারশক্তি-বিহীন হ'য়ে, অনন্যমনে অত্যাচারের পথে চ'লে যাই। [যোগাসনে উপবেশনান্তর ধ্যানমগ্ন হইলেন।]

গীতকণ্ঠে জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

গীত।

জলদ।— নয়ন-কলসভরা প্রেম-বারি, এস গুরু চরণ ধুয়াই।

বিজলী।—আমার কি আছে আর অবলা নারী, গুরুপদ কেশেতে মুছাই।

জলদ ।— রবির কিরণে আহা মলিন বদন,

কল্প-পত্র রচিত শিরে ছত্র ধরি,

বিজলী ।—চির শীতলিতে ঐ সুকুমার অঙ্গ,

বসন-অঞ্চলে আমি ব্যজন করি,—

জলদ ।— আমি সর্ব্বসন্তাপকারণ হরি,

বিজলী ।—আমি শান্তি-স্বরূপিনী প্রাণে বিহরি,

উভয়ে ।— আজ দুটি দেহ এক করি, এস গুরুপদে ধরি,

সাধনার বেদনা শুধাই ।

অঙ্গিরা। [তন্ময় হইয়া] না—না—ভুল্‌তে দিলে না। শূন্যের অবিমুচ্য বর্ণের মত—পুণ্যের অমরতাময়ী কীর্ত্তির মত—পটাঙ্কিত ছবির মত আমার হৃদয়ে গাঁথা গেছ, আর ভুল্‌তে দিলে না। সমুদ্রগর্ভে নদী-পতনের ন্যায় আমার ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার অনন্ত বিরাট মূর্ত্তিতে লয় হ'য়ে গেছে,—আর পৃথক করা আমার অসাধ্য।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

জলদ ।— সফল জীবন মম, সফল সকল খেলা

সার্থক বেশভূষা, এ ভবে এবার,

বিজলী ।—মরি কি শুভক্ষণে সমুদ্রমন্থনে,

সমপ্রাণা সঙ্গিণী হয়েছি তোমার।

জলদ ।— আমি ব্রাহ্মণ-পদরজঃ ভালবাসি,

বিজলী ।—আমি যে আবার প্রভু তোমার পদের চিরদাসী,

উভয়ে ।— আজি দুয়েতে মিশিয়ে যাই দ্বিজপদচিহ্নে,

গুরুপ্রেম জগতে বুঝাই।

[উভয়ে অঙ্গিরার পদসেবায় নিযুক্ত হইল।]

অঙ্গিরা। পার্‌লাম না,—জগদেক অভিন্নমূর্ত্তি! আমি তো তোমা

হ'তে পৃথক্ হ'তে পার্‌লাম না, তবে তুমি যেন আর এ মিশ্রিত বস্তুতে সঙ্কুচিত হ'য়ো না,—ঘুমন্ত অঙ্গিরা যেন আর জাগে না।

দ্রুতপদে পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। বাবা—বাবা!

অঙ্গিরা। [ধ্যানসুপ্ত নয়ন উন্মিলীত করিয়া পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন] শান্তি-জ্যোৎস্নাময়ী সুখ-যামিনীর যৌবন-সময়ে মায়া-স্বপ্নের ঘোর বিভীষিকা দেখিয়ে মা হ'য়ে ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গাতে এলি কেন মা?

পৃথিবী। ঘুমাও—ঘুমাও বাবা! মায়ের কোলে মাথা রেখে প্রাণ ভ'রে সুখের ঘুম ঘুমাও; আর আমি তোমার মুখপানে চেয়ে চোখের জল সম্বল ক'রে চির-জাগরণ-ব্রত আচরণ করি।

অঙ্গিরা। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরে সাগ্রহে বলিলেন] পার্‌বি মা? অনিমেষে শিশুসন্তানের ঘুমন্ত মুখ লক্ষ্য ক'রে মায়ের মতন জীবনভোর জেগে থাক্‌তে পার্‌বি মা? তাই থাক্! তোর এই মহা-জাগরণে বিশ্বের শৃঙ্খলা—বৈরাগ্যের আকর্ষণ—ব্রহ্মের ঘোর সুষুপ্তি এক সঙ্গে ছুটে যাবে,—সৃষ্টিখানা ন'ড়ে উঠবে,—যা' হোক্ একটা কিছু হ'য়ে যাবে। তুই জেগেই থাক্।

পৃথিবী। সে আশা আর নাই বাবা! যার ভক্তিমাখা মুখ দেখে বুক বেঁধেছিলাম,—যার প্রাণভরা মধুময় মা-বুলিতে সংসারের সকল সাধ বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম,—যার মালিন্যমোচনে শত্রুর সম্মুখীন হ'তে ভাঙ্গা হৃদয় যোড়া দিয়েছিলাম, সেই আশার ভাণ্ডার—ভবিষ্যাকাশের ধ্রুব-তারা—পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ধন ধর্ম্ম আজ মৃত্যুকরে বন্দী। বাবা!—

অঙ্গিরা। [নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন, পরে আপন মনে

বলিলেন] ধন্য তুমি চক্রধর ! ধন্য তোমার ধারণাতীত অব্যর্থ ষড়যন্ত্র ! আমি তোমায় ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, তাই বুঝি সম্মুখে এ বিপদজাল বিস্তার ক'রে বিস্মৃতির পথ চিরতরে রোধ কর্‌লে ! বিপদকালে মানব তোমায় আহ্বান না ক'রে থাকৃতে পারে না, তাই আজ অঙ্গিরার সঙ্গেও সেই খেলা ! পরাস্ত হোলাম ।

পৃথিবী । বাবা ! এখনও নিশ্চেষ্ট—নিরুত্তর যে ?

অঙ্গিরা । কি কর্‌বো মা ? আর উপায় নাই ।

পৃথিবী । তা' হ'লে পৃথিবীর উপায় ? বাবা ! তা' হ'লে এ জন্ম-মৃত্যুশীল জগৎখানার পারাপারের উপায় ?

অঙ্গিরা । নারায়ণ ।

পৃথিবী । নারায়ণ ! সে যে ঘোর স্বার্থপর ; বিনা উপঢৌকনে সে কখন কার প্রতি সদয় ? তবে বাবা, আজ পৃথিবীর বুক হ'তে ধর্ম্মধন অপহৃত হ'লে, নিঃসম্বল জগৎ আর কি দিয়ে তার মনোরঞ্জন ক'রে আসা যাওয়ার পথ রোধ কর্‌বে ?

অঙ্গিরা । মুক্তিপ্রয়াসী মানবগণকে সংসারধামে চির-আবদ্ধ রাখা কখন তাঁর উদ্দেশ্য নয় মা ! অবশ্যই এই বিরাট বিশ্বব্যাপী খেলায় ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য কোন মহাপুরুষের অবতারণা কর্‌বেন । মাতঃ সর্ব্বংসহা বসুন্ধরে ! এমন শত সহস্র বিপদ, নিত্যই তোর বুকের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, সহ্যও তো কর্‌ছিস ! তবে আর দিন কতক চোখ মুদে কাটা মা—চোখ মুদে কাটা ।

পৃথিবী । [উত্তেজিত হইয়া]

কাটাও তুমি গো পিতা আশা-পথ চেয়ে,
সংশয়দুলিত প্রাণ সাহসে বাঁধিয়া,—
ধর্ম্মহারা এক দণ্ড রবে না পৃথিবী ।

ধরিয়া মাটীর দেহ, লইয়া মায়ের স্নেহ,
বুকটী পাতিয়া সহি শত অত্যাচার,
সর্ব্বংসহা নাম চাহি না গো আর।
দয়াধার!
ধর্ম্ম বিনা কি আছে আমার?
নাই অন্য অলঙ্কার,
তৃণবিভূষণা আমি—
তাতেই আনন্দময়ী ধর্ম্মে বুকে পেয়ে,—
ধর্ম্মহারা এক দণ্ড রবে না পৃথিবী।
অসংখ্য অশনি ছার,
অনন্ত আকাশখানা পড়ুক খসিয়া,
কি করিবে সপ্ত সিন্ধু,
প্রলয়-পয়োধি আজ উঠুক গর্জ্জিয়া,
হ'য়ে যাক্ মৃণ্ময়ী জলবিন্দুকণা,—
ধর্ম্মহারা একদণ্ড রবে না পৃথিবী।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

অঙ্গিরা। পাগল হ'লি মা! অনিবার্য্যগতি কালচক্রের একটী মাত্র আবর্ত্তনে এতদূর পাগল হ'য়ে পড়্লি মা! যাস্ না জন্মদুঃখিনি! বহুকাল সঞ্চিত বুকের আগুন নেবাতে জলন্ত শ্মশানক্ষেত্রে যাস্ না। জলদ, বিজলি! তোমরা যখন অঙ্গিরার শিষ্যরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছ, তখন আর নিশ্চেষ্ট থাক্‌লে চল্‌বে না। যাও—আমার মায়ের সঙ্গে যাও।

জলদ। গুরু! তবে আসি।

অঙ্গিরা। যাও।

জলদ। ওকি গুরু? এস না ব'লে যাও যে কা'কেও বল্‌তে নাই।

অঙ্গিরা। খুব আছে ; অন্যকে না থাক্‌তে পারে, কিন্তু অঙ্গিরার শিষ্য জলদকে যাও বল্‌তে কোন ক্ষতি নাই, কারণ তার ফিরে আস্‌বার বিষয় নিঃসন্দেহ। আর বিলম্ব সাজে না—যাও, আমিও পশ্চাতে যাচ্ছি।

[জলদ ও বিজলীর প্রস্থান।

অঙ্গিরা। জলদ! তুমি কোন জলদ? শস্যসমুৎপাদিনী বর্ষা প্রারম্ভে কৃষিকুললক্ষ্য আকাশপটে উদীয়মান বিদ্যুন্মালাবিলসিত শান্তি-সলিলবর্ষী সেই জলদ, না—চিরমুক্তিপ্রদায়িনী, ভক্তি-বর্ষা সমাগমে হৃদয়পটে সমুদিত ভক্তকুললক্ষ্য বিজলীরূপিণী, কমলা সঙ্গে ক্রীড়াপরায়ণ করুণা-বারিবর্ষক সেই বালকবেশী বিশ্বম্ভর জলদ! যদিও তুমি ছদ্মবেশী—যদিও তুমি এ জগৎ-চক্ষের অলক্ষ্যে,—তা' হ'লেও অঙ্গিরা তোমায় চিনেছে। এ জন্ম-মোহান্ধ চর্ম্ম-চক্ষু দুটী ব্যতীত, শুধু তোমায় চেন্‌বার জন্য অঙ্গিরার আর একটী যে স্বতন্ত্র জ্ঞান-চক্ষু আছে। ছলনাময়! ছলনার দৃষ্টিহারিণী মায়ার প্রভাবে স্বীয় সজল জলদরুচি সর্ব্ব-শান্তিময় মূর্ত্তিটী লুকিয়েছ সত্য, কিন্তু বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন যে চিরজাজ্জ্বল্যমান। তবে আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে লুকোচুরি সাজে কৈ? যাই হোক, যখন তুমি নিজে ধরা দিচ্ছ না, তখন আমিও তোমায় ধরেছি বল্‌বো না,—সাধ্যও নাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাঞ্চিপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

পর্য্যাঙ্কোপরি উপবিষ্টা অলকা বাতায়নপথে একদৃষ্টে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া ছিলেন; চন্দ্রকিরণ তাঁহার অঙ্গে পড়িয়াছিল, অলকা তাহাতে বিভোর হইয়া আপন মনে বলিতেছিলেন।

অলকা। চাঁদ! তুই এত রূপবান!
রূপের সৌন্দর্য্য ল'য়ে অনন্ত আকাশ
উন্মুক্ত পরাণে প্রকৃতির সনে
কয় কত হাসিমাখা কথা।
ব'য়ে যায় সান্ধ্য-সমীরণ,
ফুটে ওঠে ফুলরাণীকুল,
ভ'রে যায় তোর রূপে হৃদয় সবার,—
এত রূপবান তুই!
[ভাবিতে লাগিলেন।]

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

কিবা সুন্দর মধুযামিনী, সুন্দর শশধর।
কিবা সুন্দর তুমি তরলা তটিনী ভেসে যাও তর তর।

কিবা সুন্দর শাখে মৃদু ঝঙ্কারে পক্ষী কুজন শব্দ,
কিবা সুন্দর তুমি পুষ্পগন্ধ বিশ্ব নিখিল স্তব্ধ,
ধীর সমীর সুন্দর অতি, সুন্দর তুমি যুবক যুবতী,
সুন্দর তব প্রণয় প্রীতি সুপ্তি জয় জয়,
সুন্দর তুমি মন্মথ তব সুন্দর ফুলশর।

[প্রস্থান।

[সখীগণের নৃত্য-গীতে অলকার মন ছিল না।]

অলকা। না—না—চেয়ে দেখ্ রে গগনচাঁদ !
রমণী হৃদয়তলে কি যে হা-হুতাশ,
কি যে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা
অবিরত চলে মৃদু তরঙ্গের মত,
কি যে সেই বিশ্বছাড়া বিরাট আঁধার—
কি করিবে তোর জ্যোতিঃ তার ?
তথায় পশিবে শুধু তাহার আলোক,
যে আমার হৃদয়ের চাঁদ।

ধীরে ধীরে অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। অলকা ! হৃদয়-ঈশ্বরি !

অলকা। [মোহাবিষ্টা হইয়া]
লুকা বীণা তোর অমিয় ঝঙ্কার,
হোক্ চির কণ্ঠরোধ রে বসন্ত-সখা !
হেন সুললিত নহে কুহুতান তোর।
যে স্বর বাজিল ওই,
তা হ'তে অনেক নীচে দেবতা-সঙ্গীত।

অচলেন্দ্র। অলকা! প্রেয়সী আমার!
কার্য্য অনুরোধে
আসিতে বিলম্ব কিছু হয়েছে লো আজ,
করেছ কি অভিমান তাই?
[বক্ষে টানিয়া লইলেন।]

অলকা। [অচলেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া]
অভিমান!
কারে বলে অভিমান নাথ?
উন্মুক্ত পরাণ হ'তে যতনে বাছিয়া,
আমার যা কিছু ছিল বাসনা পিপাসা—
ঢালিয়াছি ঐ রাঙ্গা পায়,—
অভিমান কারে বলে জানিব কেমনে?
ফুটেছিনু নীরবে নির্জ্জনে,
হাসিতাম আপনার মনে,
কে দেখিত—
কে ভালবাসিত সখা,
শুকাতাম আপনা আপনি।
আদরে ধরেছ গলে, একি কম কথা!
কার্য্যবশে হয়েছে বিলম্ব,
কি ক্ষতি তাহাতে নাথ?
থাকি সংসারের জটিল দূরত্বে,
পড়ি ঘোর কর্ত্তব্য-চিন্তায়,
মনে আছে দাসীরে তোমার,—
এই ঢের।

অচলেন্দ্র। অলকা! অলকা!
মন কোথা জানি না আমার।
চাহি যদি আকাশের পানে,
প্রাণে জাগে ও মুখ-চন্দ্রমা,
ফিরে আসি শশাঙ্কের দৃষ্টিপথ হ'তে।
রাজাসনে বসি যবে দোষীর বিধান হেতু,
কি কব লো প্রাণময়ি!
ওই তব ভালবাসামাখা
সারল্যের ঢল ঢল ছবি,
ধীরে ধীরে খুলি রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার,
শুনায় ললিতস্বরে দয়ার কাহিনী,
ভুলে যাই কর্ত্তব্য আমার,—
ভুলে যাই আপনারে প্রিয়ে!
মৃগয়া-উৎসবে যবে
ছুটে যাই শর লক্ষ্য করি,
ঘন চায় কাতরা হরিণী,—
কি কব লো চিত্তবিনোদিনি!
ওই ব্রীড়াসঙ্কুচিত দৃষ্টি,
ওই ধীর উদাস চাহনি,
মনে হয় খেলিতেছে অহরহ তথা,
হস্তচ্যুতঃ ধনুঃশর, কোথায় মৃগয়া!
নিজেই বিঁধিয়া যাই মরমে-মরমে।

অলকা। প্রাণেশ্বর!
এত ভালবাস দাসীরে তোমার?

কই নাথ !
অলকা তো পারে না তেমন !
নাই প্রেম—নাই ভালবাসা,
হৃদয়-কুসুম আর নয়নের জল,
ল'য়ে খেলি এই বালিকা-জীবন।
প্রাণধন ! মনে হয় মোর এ পূজায়,
কি যেন অভাব এক নিত্য থেকে যায়।

অচলেন্দ্র। [স্বগত] বিশ্ব-রচয়িতা প্রভু পরমেশ !
নারী বুঝি তব সৃষ্টির নৈপুণ্য !
এত কোমলতা—এত সরলতা,—
নিঃস্বার্থপরতা হায় এত আত্মদান !
স্বর্গ ! কোথা তুমি ?
এ হ'তে পবিত্র সুখ,
এ হ'তে অনন্ত শান্তি আছে কি হে
ধরার অজ্ঞাত ওই ধূম্র কক্ষে তব ?
হায় রে পুরুষ, স্বার্থের বিকার !
কি অভাব তার,
গৃহে যায় হেন রত্নসার
মূর্ত্তিমতী মহিমা বনিতা,—
তবু ছুটে যাও কার আকর্ষণে ?

অলকা। নাথ ! ভাব্‌ছো কি ?

অচলেন্দ্র। ভাব্‌ছি একটা উদ্দেশ্যহীন আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছাহীন আকর্ষণ—মীমাংসাহীন তর্ক। অলকা ! অলকা ! ঐ মুখ—ঐ অস্ফুট হাসি—ঢল ঢল সরল দৃষ্টি, সব ভুলে আমায় স্থানান্তরে যেতে হবে।

অলকা। সুখে থাক যদি স্থানান্তরে গিয়ে,
তাই ভাল,—
কি দুঃখ তাহে বা নাথ?
দিনান্তে একটীবার স্মরিও দাসীরে,
একটী হাসির বিন্দু ঢালিও উদ্দেশে,
বুঝিব তখনি, পরশিবে হৃদে মম,—
শত অশ্রুবিন্দু মোর যাবে গড়াইয়া।
তাতেও কি কম সুখ সখা!
কোথা যাবে?

অচলেন্দ্র। যুদ্ধে।

অলকা। যুদ্ধে! কার সঙ্গে নাথ?

অচলেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের সঙ্গে। পিতা যাঁর রোষানলে জীবন আহুতি দিয়েছেন, সেই বীরত্বাভিমানী বৃদ্ধ রাজা এ রাজ্য অধিকৃত ভেবে আমায় কর চেয়ে পাঠিয়েছেন। জানেন না যে, জগৎজিতের পুত্র অচলেন্দ্র বর্ত্তমান,—তাই আমার যুদ্ধ-ঘোষণা। অলকা! রাজ্য ব'লে কথা,—তাঁকে অবাধে ছেড়ে দিতে হবে?

অলকা। কাজ কি এ রাজ্যে প্রাণেশ্বর!
চল নাথ! যাই সেই দেশে,
যথায় রাজ্যের কথা জাগে না হৃদয়ে,
বহে না রক্তের স্রোত ঈর্ষার হুঙ্কারে,—
যেথায় কুসুমরাশি সোহাগে ফুটিয়া,
হাসিয়া আপন মনে সারাটি জীবন
অবাধে শুকায়ে যায় আপনা আপনি,—
চল নাথ দোঁহে যাই তথা,—

মরণেও অমরতা যথা,
আর কিছু নাই,
আছে শুধু ভালবাসাবাসি।
প্রকৃতির যত্নে পাতা তৃণশয্যাপরে
আদরে বসায়ে সখা সেবিব চরণ।
কাজ কি এ রাজ্যে নাথ!
হৃদয়ের রাজা তুমি,
কেহ না চাহিবে কর এ রাজ্যের তরে,—
জন্ম জন্মান্তরে,
কভু না হইবে নাথ পর-অধিকৃত।

অচলেন্দ্র। অলকা! বালিকা তুমি!
এখনও প্রতিবর্ণে ধূলিখেলা কথা,
সংসারের কূট ছায়া পশে নি তোমাতে,—
তাই হেন করুণ কাহিনী।
হাসিতে শিখেছ শুধু প্রফুল্ল মল্লিকা,
মনে কর এই ভাবে যাবে চিরদিন?
জান না যে সংসার কঠিন,—
এত অন্যমনা শোভে না তাহাতে।

অলকা। সংসারের বিষে তার কি করিবে নাথ!
তুমি যার মরমে-মরমে?

অচলেন্দ্র। প্রিয়তমে!
তুলিও না আর প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আনিও না আর অমর সঙ্গীত
কোলাহলময় এই স্বার্থের জগতে।

দেবতার কল্পনা চিত্রিত
দেখায়ো না আর ওই মুগ্ধকরা ছবি।
হ'য়ে যাবে সৃষ্টি বিপর্য্যয়,
ভুলে যাবে বিশ্ব আপনারে।
অলকা রে!
চিনিতে পারি না তোরে,
এ হেন পবিত্র শক্তি ও ক্ষুদ্র জীবনে!
কথায় কথায়—
হ'রে নিস্ মোর কর্ত্তব্যের জ্ঞান।

অলকা। না—না—তাই কি পারি? আমি যে স্ত্রী—আমি যে দাসী, আমি কি তোমার কর্ত্তব্যের জ্ঞান কেড়ে নিতে পারি? আমার কর্ত্তব্য—তোমায় কর্ত্তব্যের পথে নিয়ে যাওয়া। যে ভালবাসায় সুরার মত পাগল করে,—যে ভালবাসায় পুরুষকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট – নিশ্চেষ্ট করে,—মানুষকে পশুর অধম করে,—দাসী সে ভালবাসা জানে না। সে তো ভালবাসা নয় নাথ! সে একটা লালসা। ভালবাসা নদীস্রোতের মত স্বচ্ছ—ধীর—মন্থর; জলপ্রপাতের মত ফেনিল—উদ্দাম—উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়; ভালবাসা বিদ্যুতালোকের মত তীব্র জ্বালাময় নয়,—চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ; ভালবাসা নৈরাশ্য নয়,—ভালবাসা উৎসাহ।

অচলেন্দ্র। [উৎফুল্ল হইয়া] এই তো কথার মত কথা, এই তো হৃদয়ের মত হৃদয়। তা হবে না! যে দেশের সতী রমণী স্বামীদর্শন আশায় চোখের জলে পাষাণ গলায়,—যে দেশের সতী রমণী মুহূর্ত্তে আবার সে অশ্রু গোপন ক'রে স্বহস্তে বীরবেশে সাজিয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে সেই স্বামীকে হাসিমুখে সমরক্ষেত্রে বিদায় দেয়,—তা হবে না! আমার অলকাও তো সেই দেশের—সেই বংশের—সেই একই রক্তের!

এতেই বোঝা যায় আর্য্য-রমণি! তোমার স্থান মহিমময়ী মহাশক্তির বুকের উপর কেন? [নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি] ঐ বুঝি সিংহদ্বারে আহ্বান-ভেরী বেজে উঠ্‌লো, আজ রাজসভার মহা সমাবেশ। আসি তবে প্রিয়ে!

[প্রস্থান।

অলকা। এস নাথ! মনে রেখো—
কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিতেছি বিদায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কাঞ্চিপুর—রাজসভা।

চিন্তারাম ও সভাসদ চতুষ্টয়।

চিন্তারাম। বলি বাপুরা! এত সকালে যে রাজবাড়ী আস্‌তে আরম্ভ করেছ, মতলবটা কি বল দেখি? চিন্তারামকে চাকরী কর্‌তে দেবে না ইস্তফা নেওয়াবে?

১ম সভাসদ। কি করি বলুন, রাজার হুকুম।

চিন্তারাম। তা' তো বুঝ্‌লাম হে, চাক্‌রে লোক না হয় ইচ্ছাহীন পুতুলই বটে, কিন্তু পেট্‌টাকেও তো বোঝানো চাই। আচ্ছা বাপুরা! কাক কোকিল ডাক্‌তে না ডাক্‌তে তো রাজসভায় ধরণা দিয়েছ, কে কি খেয়ে এলে বল দেখি?

২য় সভাসদ্। আহারের বিষয়ে কোন ত্রুটীই তো দেখি না।

৩য় সভাসদ্। পূর্ব্বাপর বন্দোবস্ত সব ঠিকই আছে।

৪র্থ সভাসদ্। তবে একটা কি! এত শীঘ্র গোয়ালা দুগ্ধের সরবরাহটা ঠিক ক'রে উঠ্তে পারে না,—যাক্—তাতে ভতো আসে যায় না,—গব্য ঘৃতের পরিমাণটা বৃদ্ধি ক'রে নেওয়া গেছে।

চিন্তারাম। [স্বগত] যা হোক্ বাবা, সংসারটা মজার বটে! আলু ভাতে ভাত মেরে এসে কালিয়া কোপ্তার ঢেকুর। পশারটা ঠিক রাখা চাই!

১ম সভাসদ্। মশায়ের কি খাওয়া হ'লো?

চিন্তারাম। গৃহিণীর নাকনাড়া। বিছানা হ'তে উঠেই আর কোথায় কি পাবো বলুন?

২য় সভাসদ্। যাক্, এখন সভাসমাবেশের কারণ কি জানেন?

চিন্তারাম। শুন্ছি, মহারাজ না কি একটা যজ্ঞ কর্বেন, তাতে তাঁর সভাসদ্‌বৃন্দকে মিষ্টান্ন ভোজন করাবেন, আর সে বিষয়ে দক্ষতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করা হবে।

৩য় সভাসদ্। তা হ'লে তো দেখ্ছি, মহাশয়ের ভাগ্যেই একাদশ বৃহস্পতি।

৪র্থ সভাসদ। না হে না, এ যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার।

চিন্তারাম। আরে, রাজ-রাজরাদের ও যজ্ঞ—যুদ্ধ একই কথা। যজ্ঞে লুচি, মণ্ডা, মালপুয়া, খাজা,—আর এতে না হয়, চড়, থাপ্পোর, তীর, বর্ষা; তবে মহাশয়দের মুখরোচক হোক্ আর নাই হোক্।

১ম সভাসদ্। এমন অসময়ে শীত ঋতুতে এ মন্ত্রণা কেন?

চিন্তারাম। কেন মশায়! এটা আমের সময় নয় ব'লে মন উঠ্ছে না? চিন্তা নাই, এ সময়ে আনাজ-পত্রের রকমারি পাবেন, এতে কি আর সময়-অসময়, কালাকাল আছে মশায়?

২য় সভাসদ্। যাই হোক্, মহারাজকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হ'তে বলুন।

চিত্তারাম। ঐ আস্‌ছেন, যা বল্‌তে হয় বলুন; মাসহারার সময় আগে এসে হাত পাত্‌বেন, আর মাথা দেবার সময় তো চিত্তারাম নয়!

অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

সভাসদ্‌গণ। [অভিবাদন করিলেন।]

অচলেন্দ্র। আপনারা স্বর্গীয় পিতা মহারাজ জগৎজিতের সভাসদ্, সুতরাং আমার প্রণম্য। [প্রণাম ও সিংহাসনে উপবেশন।]

গীতকণ্ঠে গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দদাস।—

গীত।

হরি! তোমারই জয়।
চির-জয়শ্রী-সুশোভিত মঙ্গলময়॥
হরি! নর রূপে মহারাজ বিশ্ব-রাজ্যতলে,
তোমারই বিরাজ-গান প্রলয়-পয়োধি-জলে,
তুমি হে রাখালরাজ ভূভার হরণ ছলে,
রাধিকা-হৃদয়রাজ প্রেমের নিলয়।
তোমার দয়ার দেহ, প্রকৃতি হাসিছে তাই,
তোমার ঘটনা-স্রোত, আমরা ভাসিয়া যাই,
তোমার মধুর ভাব আঁখিতে দেখিতে পাই,
কিছু নাই, তুমি আছ ভাবিবার বিষয়।

অচলেন্দ্র। সভাসদ্‌গণ! যদিও আর সে দিন নাই, যদিও কাঞ্চিপুর চির-অন্ধকার ক'রে বীরকুলসূর্য্য পিতা আমার পরপারে, তবুও অস্তমিত গৌরব-রবির কনক-লালিমায় এখনও কাঞ্চিপুর হাস্‌ছে; এখনও সেই পুরুষসিংহের মহাদর্প প্রতি পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে,—এখনও সেই

ধর্ম্মতেজা জগৎজিতের বিজয়-পতাকা কাঞ্চিপুরের উচ্চচূড়ে পত্ পত্ শব্দে উড়্ছে। সভাসদ্গণ! বন্ধুগণ! এ গৌরব চির-অক্ষুণ্ণ রাখা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

৩য় সভাসদ্। এ জিজ্ঞাস্য কেন আজি বুঝি না রাজন!
সভাসদ্বর্গ তব নহে কি ক্ষত্রিয়?
বহে না কি উষ্ণ রক্ত তাদের শিরায়?
যে মহাগৌরব হায়,
কাঞ্চিপুরপিতা বীরেন্দ্র জগৎজিৎ
বুকের শোণিতদানে করেছে অর্জ্জন,
রাখিতে সে স্বর্গীয় সম্মানে
প্রাণদানে কেবা পরাঙ্মুখ!

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়!

চিত্তারাম। বাবা! মশকের ঐক্যতানের মত, অমন প্রাণকাঁপানো চীৎকার ক'রো না। নিশ্চয়টা একটু তলিয়ে—বুঝে পেড়ে—মিষ্টি ক'রে বল। অমন ধাঁ ক'রে কথার উত্তর দিলে প্রাণের ভেতর যে একটা ধোঁকা থেকে যায় মাণিক!

অচলেন্দ্র। তবে শুনুন, হৃদয় দৃঢ় ক'রে—বংশমর্য্যাদা স্মরণ ক'রে—গৌরবের গরীয়সী ছবি নয়ন-দর্পণে ধ'রে, স্থিরকর্ণে শুনুন,—সেই কাঞ্চি-পুরগৌরব—আপনাদের প্রতিপালক—সেই মহারাজ জগৎজিৎ, আজ পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর আত্মাভিমানের উজ্জ্বল কীর্ত্তি বিশ্ববক্ষে চির-অঙ্কিত ক'রে সমরশায়ী; তাঁর মহা-শয়নের সঙ্গে সঙ্গে, কাঞ্চিপুর অধি-কৃত ভেবে, মহারাজ অঙ্গ, সেই বীরকেশরীর পুত্র—আপনাদের বর্ত্তমান মহারাজ—এই হতভাগ্যের নিকট রাজকর চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ বিষ-য়ের কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য আজ নব সভার বিরাট সমাবেশ।

চিত্তারাম। মহারাজ! মিছে আর অন্ধকারে রাখেন কেন? নিমন্ত্রণের আশায় আপনার সভাসদ্‌বৃন্দ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন; এখন বক্তটার বিষয় একটু খোলসা ক'রে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিন।

অচলেন্দ্র। সভাসদ্‌গণ! স্মরণ রাখ্‌বেন,—সেই কাঞ্চিপুর—যার শ্যামল বুকে ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বর্গের সুখ একটা অলীক স্বপ্নের মত ভেবেছেন,—যার তরুশাখা-সমাশ্রিত বিহঙ্গকুলের সমবেত কণ্ঠে অমর-সঙ্গীত চির-পরাজিত হ'তে দেখেছেন,—যার স্বচ্ছ সুরভিসিক্ত সৈকতবাহিনীর মৃদু কল্লোলে একটা অবাধ অশ্রান্ত শান্তির দীপ্তিমান বিদ্যুৎ প্রাণের মধ্যে খেলে যেতে দিয়েছেন,—সেই বড় আদরের—বড় স্নেহের কাঞ্চিপুর আজ চিরদিনের জন্য ধূ-ধূময় মরুভূমি হ'তে বসেছে! এই আমার বক্তব্য,—এখন আপনাদের কর্ত্তব্য।

সভাসদ্‌গণ। [নীরব]

চিত্তারাম। কি হে বাপুরা, এখন আর কথা নেই কেন? এতক্ষণ যে নিশ্চয়ের ঠেলায় রাজসভাটা কাঁপিয়ে তুল্‌ছিলে। মাছের গর্ত্ত ভেবে হাত দাও চাঁদ! তার ভেতর যে কেউটেও থাক্‌তে পারে, তা তো তলাও না।

১ম সভাসদ্‌। [গম্ভীরভাবে] তাই তো—চিন্তার কথা! মহারাজ অঙ্গ বড়ই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।

২য় সভাসদ্‌। তা না হ'লে কি তাঁর হস্তে এমন বীরশ্রেষ্ঠ জগৎজিতের পরাভব হয়?

৩য় সভাসদ্‌। সে যাই হোক্, তবে মহারাজের মৃত্যুতে উপস্থিত কাঞ্চিপুর শ্রীহীন।

৪র্থ সভাসদ্‌। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অসম্ভব।

অচলেন্দ্র। অসম্ভব! এ কথা আপনাদের মুখে—ক্ষত্রিয়ের মুখে জগৎজিতের সভাসদ্‌বৃন্দের মুখে? হা ধিক্! এই স্বর্ণভূমি কাঞ্চিপুর

আজ মস্তক অবনত ক'রে করভার বহন করবে, আর তাই আপনারা স্থিরচক্ষে দেখ্‌বেন? আজ যদি মহারাজ জগৎজিৎ জীবিত থাক্‌তেন, নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ পাপ প্রসঙ্গে কখনও সভাতল কলুষিত হ'তো না। তাঁর আরক্তিম তীব্র কটাক্ষে সমগ্র কাঞ্চিপুরে উষ্ণ রক্ত ছুটে যেতো,—সহস্র তরবারি বিদ্যুতের মত খেলে উঠ্‌তো,—সদর্প জয়ধ্বনিতে স্বর্গ পর্য্যন্ত ট'লে যেতো। আর আমি অনাথ বালক কি না! [সহসা দৃঢ়স্বরে] কিসের বালক? ব'সে আছি, এ তো সেই স্বাধীন বীরাশ্রয়ী সিংহাসন,—মস্তকে ধরেছি, এ তো সেই জয়শ্রীশোভিত চির-গৌরবময় মুকুট—হস্তে সেই শত্রুনিস্থদন খড়্গ—হৃদয়ের প্রতি কন্দরে সেই কাঞ্চিপুরপুত্রের উষ্ণ রক্ত! আমার পক্ষে অসম্ভব? সভাসদ্‌গণ! ঐ শুনুন, জগৎজিতের সাধের কাঞ্চিপুরের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বহন ক'রে ধীর পবন সন্ সন্ শব্দে চলেছে। আর ঐ দেখুন,—ঐ আকাশের কোলে—ঐ মহাশূন্যের বিরাট গর্ভে কি একটা ভীতিপ্রদ উল্কা,—ও আর কিছুই নয়—আমার স্বর্গীয় পিতার দীপ্তিমান বিদ্রূপ-কটাক্ষ। সভাসদ্‌গণ! বন্ধুগণ! কাঞ্চিপুর-প্রতিষ্ঠাতা-গণ! অকপটে বলুন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

সকলে। যুদ্ধ—যুদ্ধ!

অচলেন্দ্র। এই তো চাই; এ না হ'লে কি ক্ষত্রিয়—এ না হ'লে কি আত্মত্যাগ—এ না হ'লে কি ন্যায়পরতা! ওঃ—কি আনন্দ!

গীতকণ্ঠে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত নগর-বালকগণের প্রবেশ।

নগর-বালকগণ।—

গীত।

ফেলেছে নিয়তি পট, পড়েছে কালের ডাক,
বেজেছে সময়-ভেরী, ছুটে যাই ছুটে যাই।
রব না অলসে আর রণভূমে চল ভাই॥

সিংহ-নিনাদে সদম্ভে অরাতি,
বসিতে বক্ষ'পরে জাগন্ত দিবারাতি,
শিহরে শ্যামাঙ্গিনী সহিত হিমাদ্রি,—
তবু কি বীরের প্রাণ কাঁপে নাই কাঁপে নাই।
হয় এ কাঞ্চিপুর হ'য়ে যাক্ মরুময়,
উড়ুক রকত ধ্বজা জীবন যাবত রয়,
এ প্রাণ বিসর্জ্জনে বক্ষ প্রসার সবে,—
গৌরবভরা প্রাণ যদি পাই যদি পাই॥

অচলেন্দ্র। বা-বা-বা! ভাইয়ের মত বিপদে বুক পেতে দিতে এখনও কাঞ্চিপুরে লোক আছে। তবে আর কি! যাও বালকগণ! যথা সময়ে সংবাদ পাবে।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে নগর-বালকগণের প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। অঙ্গরাজের নিকট দূত প্রেরণ করা যাক্। আগামী বসন্তাগমে যুদ্ধের মর্ম্মে আমি ইতিপূর্ব্বেই পত্রিকা রচনা ক'রে রেখেছি। দেখুন, সকলের অভিমত হ'লে এই পত্রিকাই পাঠান যায়।

সভাসদ্‌গণ। [পত্র দর্শনান্তে] উত্তম,—উত্তম রচনা হয়েছে।

অচলেন্দ্র। দূত!

জনৈক দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন।

অচলেন্দ্র। এই পত্রিকা অঙ্গরাজের হস্তে দেবে। [পত্র প্রদান] আর সদর্পে বল্‌বে—

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন।

প্রহরী। মহারাজ! দ্বারদেশে অঙ্গরাজ মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

সভাসদ্‌গণ। [সভয়ে] এ্যাঁ—এ্যাঁ—অঙ্গরাজ—একি—একি!

চিত্তারাম। আরে—আরে—দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছো কি প্রহরীমশায়!

দরোজা বন্ধ কর। বাইরের হাওয়া লাগ্‌লে আমার কর্পূরের শিশি খালি হ'য়ে যাবে যে!

অচলেন্দ্র। [সবিস্ময়ে] অঙ্গরাজ!

প্রহরী। হাঁ মহারাজ! তিনি একা।

১ম সভাসদ্‌। মহারাজ! এ ক্রুর অভিসন্ধি।

২য় সভাসদ্‌। নিশ্চয়।

৩য় সভাসদ্‌। বিশ্বাস কি!

৪র্থ সভাসদ্‌। আরে—শত্রুকে আবার বিশ্বাস!

চিন্তারাম। তবে এক কাজ করুন না মশায়রা! এইখান হ'তেই হেঁকে বলুন, মহারাজ বাড়ীতে নাই,—বাস্‌, সব দিক বজায় থাক্‌বে। দুয়ারে ভিখিরী দাঁড়ালে, ভিক্ষে দেবো না বলায় চেয়ে, আজকালকার চলিত ভাষায় হাতজোড়া গো বল্‌লেই সেও ফিরে দেখ্‌বে।

অচলেন্দ্র। না সভাসদ্‌গণ! বন্ধুর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করতে না পারা যায়—ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রু সাক্ষাৎপ্রার্থী। যাও প্রহরি! তাঁকে সসম্মানে সভায় ল'য়ে এস।

[অভিবাদনপূর্ব্বক প্রহরীর প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। দূত! উপস্থিত তুমি তাঁর সম্বর্দ্ধনায় যাও।

[অভিবাদনপূর্ব্বক দূতের প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। কে আছ?

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। একখানি রত্নাসন; দেখো, যেন পৃথিবীপতি অঙ্গের উপযুক্ত হয়। [অভিবাদন পূর্ব্বক অনুচরের প্রস্থান।] সভাসদ্‌গণ! দেখ্‌বেন, যেন তাঁর সম্মানের ত্রুটি না হয়।

[রত্নাসন লইয়া অনুচরের পুনঃ প্রবেশ, যথাস্থানে রক্ষা ও প্রস্থান।]

প্রহরীসহ অঙ্গের প্রবেশ।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সকলে। আসুন—আসুন, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি।

অঙ্গ। কাঞ্চিপুরের মঙ্গল হোক্।

অচলেন্দ্র। পৃথ্বিনাথ! এই আসন গ্রহণ করুন।

অঙ্গ। না কাঞ্চিপুররাজ! ও সম্মান এখন আর আমার যোগ্য নয়, আমি এখন দীন হীন পথের ভিখারী মাত্র।

অচলেন্দ্র। হ'তে পারে, কিন্তু সে অন্য স্থলে,—কাঞ্চিপুরে নয়।

অঙ্গ। কাঞ্চিপুর বোধ হয় জানে না, অঙ্গ আজ অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রীর চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট—নিঃসহায়—মুষ্টিমেয় অন্নের কাঙ্গাল!

অচলেন্দ্র। বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল না যে!

অঙ্গ। বোঝাতে লজ্জা করে! বোধ হয় জানেন, পাপ পার্ষদ মৃত্যু আমার শ্বশুর; সেই কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় তাঁর কন্যা,—আমারই পরিণীতা ভার্য্যা নিজের নির্ব্বিকার স্বাধীনতার জন্য, সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, এমন কি পিশাচরূপী পুত্রকে পর্য্যন্ত বশীভূত ক'রে আমার সংসার-শয্যায় মোহ-নিদ্রার একটা মহাস্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে।

চিত্তারাম। [স্বগত] আরে বাহোবা রে মাগ—ঘুম ভাঙ্গান ঘড়ি—বুক ভরা ধন,—আরে বাহোবা রে গাঁটকাটা ছুরি—কাণমলা সেপাই—বাপ-খুড়ো ইষ্টিগুরু সব ভুলে তোমাদের কাছে মন্ত্র নিয়ে দিব্যি এক নধর ভেড়া বনে গেছি; লোম ছেঁটে নেড়া ক'রেও মজা হ'লো না,—গলায় ছুরী দিয়ে মাংসটী পর্য্যন্ত খেতে হবে। ভগবান্! তুমি না কি ভূভার হরণ করতে নৃসিংহ, বরাহ, নানা মূর্ত্তি ধর্‌তে পার, তবে এখনও কর্‌ছো কি?

নাগবংশ ধ্বংস কর্‌তে শীগ্‌গির একটা কিম্ভূত-কিমাকার অবতার হও, নইলে সৃষ্টি যে আর টেকে না প্রভু!

অঙ্গ। সভামণ্ডপ স্তম্ভিত যে?

অচলেন্দ্র। এককালে সহস্র বজ্রপাতের পরমুহূর্ত্তও এত নিস্তব্ধতাময় নয় মহারাজ! এখন আপনার আগমন কি জন্য?

অঙ্গ। একটু আশ্রয়ের জন্য।

সভাসদ্‌গণ। [নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।]

অচলেন্দ্র। সভাসদগণ! ভাব্‌ছেন? তবে আর একটু ভাবুন—শত্রু হ'লেও আশ্রয়প্রার্থী।

সভাসদ্‌গণ। [পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন।]

অচলেন্দ্র। একি! এখনও চিন্তা! বুঝে দেখুন, অস্ত্রধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা আর আর্ত্তরক্ষা; সেই অস্ত্রব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়, সেই ক্ষত্রিয় আমরা। তবু নিরুত্তর! মহারাজ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনার শত শত করদ, মিত্র রাজ্য থাক্‌তে চিরশত্রু কাঞ্চিপুরে আশ্রয় নেবার কারণ কি?

অঙ্গ। সত্য, আমার করদ, মিত্র রাজ্য অনেক; কিন্তু বলুন দেখি, যারা এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অঙ্গের অস্ত্রঝনৎকারে ত্রস্ত হ'য়ে, কেউ কর, কেউ মিত্রতা দ্বারা মনতুষ্টি কর্‌ছে, তাদের সম্মুখে কোন্ মুখে করপুটে দাঁড়াই? আর তাই বা যদি হয়, তাদের কি ক্ষমতা, আর্ত্তকে আশ্রয় দেয়? যারা অস্ত্রধারী হ'য়েও অলস—যারা ক্ষত্রিয়ের মান, সম্ভ্রম, বীরত্ব, গর্ব্ব চির-কলঙ্কিত ক'রে সম্মুখ সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অন্তঃপুরে রমণীর অঞ্চল ধ'রে হাস্‌ছে,—যারা তুচ্ছ জীবনের মমতায় উদ্যমহীন—জড়—স্থির, তারা কোন্ সাহসে, কোন্ হৃদয়ে, কার উত্তেজনায় আশ্রিতরক্ষায় জীবন পণ কর্‌বে মহারাজ? তাই অঙ্গ কাঞ্চিপুরে। সমস্ত পৃথিবীটার মধ্যে

অঙ্গের লোলুপ দৃষ্টি হ'তে একমাত্র কাঞ্চিপুর সেই সমানভাবে মাথা উঁচু ক'রে আছে। তার বীরত্ব আছে—প্রতিজ্ঞা আছে—মানের কান্না আছে। সেই কাঞ্চিপুরপ্রিয় জগৎজিৎ যুদ্ধে প্রাণ দিলে, তবু কাঞ্চিপুর দিলে না,—একি কম কথা! একি সোজা সঙ্কল্প! তাঁর সেই মহাকীর্ত্তি—সেই সদর্প আত্মত্যাগ—সেই দৈবশক্তি এখনও আমার হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ বাজ্‌ছে—চিরদিন বাজ্‌বে। আপনি সেই জগৎজিতের পুত্র, যখন কর চেয়ে পাঠানয় পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন কাণে গেল, তখনই বুঝ্‌লাম, আপনি প্রকৃতই সেই জগৎজিতের পুত্র। আরও বুঝ্‌লাম, আশ্রয় নিতে হয় তো সেইখানেই,—মান যাবে না।

অচলেন্দ্র। সভাসদ্‌গণ!

চিন্তারাম। [স্বগত] বাবা, এ নাগ-ভাতারের বিবাদের জন্য যদি মধ্যস্থ মান্‌তে হয়, তা হ'লে আমাকে তো একটা গোটা মধ্যস্থ মাইনে ক'রে অন্দরে পুষ্‌তে হয় দেখছি! ও রাবণের চুলো তো দিন-রাতই জ্বল্‌ছে! [প্রকাশ্যে] মহারাজ! আপনাদের ও স্ত্রী-পুরুষের কলহটা পাঁচ জনকে না শুনিয়ে আঁধারে আঁধারে, "মুঞ্চময়ি মানমনিদানং" গানটা গেয়ে এক রকম ক'রে মিটিয়ে নিলে হ'তো না?

অঙ্গ। যৌবনের বিচ্ছেদ বার্দ্ধক্যে যায়, কিন্তু জেনো, বার্দ্ধক্যের মালিন্য শেষ শয্যার সঙ্গী।

অচলেন্দ্র। সভাসদ্‌বৃন্দ! এত চিন্তার কারণ তো কিছুই দেখি না! সোজা কথা—আশ্রিতরক্ষা রাজার কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য? শত্রু মিত্র বিবেচনা পরে।

১ম সভাসদ্। তা' ব'লে বিষধরকে পরে শিক্ষা দেবো ব'লে কে কবে ঘরে পুষে রাখে মহারাজ?

২য় সভাসদ্। তাকে বিশ্বাস কি?

৩য় সভাসদ্। না, আশ্রয় দেওয়াই হোক্।

৪র্থ সভাসদ্। কি বল্‌ছেন? তা' ব'লে শত্রুকে—পিতৃহন্তাকে আশ্রয় দেওয়া হ'তে পারে?

অচলেন্দ্র। [দৃঢ়স্বরে] তাই হ'তে পারে। তাকেই বলে আশ্রয় দেওয়া, তাকেই বলে আশ্রয়দাতা, তাকেই বলে বীরত্ব। সভাসদ্‌গণ! অচলেন্দ্র আপনাকে ক্ষত্রিয় ব'লে গর্ব্ব করে, আজ শরণাগতে বিমুখ হ'য়ে হৃদয়ের সে বাঁধন শিথিল করবে না। মহারাজ! আপনি নির্ভয়; কাঞ্চিপুর আপনাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত, কিন্তু আমি একা সম্মত। সমগ্র কাঞ্চিপুরের বিপক্ষে দাঁড়াবো—ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি কর্‌বো—প্রাণ দেবো,—তবু আপনি আশ্রিত।

অঙ্গ। শুধু আশ্রয় দিলে হবে না মহারাজ! দশ হাজার কাঞ্চিপুর-সৈন্য আমার সঙ্গে দিতে হবে, আমি এই দণ্ডেই স্বরাজ্য যাত্রা কর্‌বো।

অচলেন্দ্র। উত্তম; আরও সৈন্য ল'য়ে আমি আপনার সহগামী হচ্ছি। সভাসদ্‌বৃন্দ! কেউ রাজার জন্য প্রাণ দিতে পার?

সভাসদ্‌গণ। এই দণ্ডে।

অচলেন্দ্র। বাস্, তবে কথা শোন—হৃদয়কে বাঁধ—ধর্ম্ম পানে তাকাও—কাঞ্চিপুরকে জাগাও—নিজে জাগো।

পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। জাগো—ডমরু-ধ্বনিতে যথা
জেগে ওঠে অজগর ফণা বিস্তারিয়া,
জাগো—ভেরীর নিনাদে যথা
জেগে ওঠে সুপ্ত সিংহ ভীষণ গর্জ্জনে,
জাগো—যথা ঝঞ্ঝা নিষ্পেষণে

উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গ
পলকে প্রলয় হেতু সংহারী মূরতি।
এই তব গর্ব্বিত আহ্বানে,
এই তব মহা-জাগরণে,
জাগুক্ শক্তির স্মৃতি,
জাগুক স্থবির,
অন্ধ, খঞ্জ উঠুক জাগিয়া,
স্বদেশে—বিদেশে
জাগুক্ তোমার যত রাজভক্ত প্রজা;
জাগো—জাগো রাজা!
রক্ষা করি রাজার গৌরব,
ধন্য হোক্ প্রজাগণ তব,
ধন্য হোক্ বসুন্ধরা।
জাগো—জাগো তুমি জগতের আশা,
কাঁপুক অরাতিবক্ষ একতা গর্জ্জনে,
পড়ুক শত্রুর শির ও রাজচরণে,
ভ'রে যাক্ পাপ সৃষ্টি ঘোর হাহাকারে,—
পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে,
থাকুক্ কেবল তার উচ্চ প্রতিধ্বনি।
নরমণি!—

অচলেন্দ্র। কে তুমি মা,
দেবীপ্রতিমা দলিতা ফণিনি?

পৃথিবী। আমি ভিখারিণী রাজা!
কিন্তু তাতেও অশান্তি হায়!

ভাগ্যদোষে, অঙ্গের মহিষী
একচ্ছত্রা অধিশ্বরী আজ।
মহারাজ! সহিতে না পারি ভার,
বুকের জ্বালায় তাই এসেছি ছুটিয়া,—
সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা আমি।

সকলে। মা! মা!

[সকলে করযোড়ে জানু পাতিয়া বসিলেন।]

পৃথিবী। স্থির হও সবে, অভাগিনী আমি।
মা ব'লে ডাকিলি মোরে,—
হেন অবসর নাই রে আমার,
হৃদয়ের গুপ্তদ্বার খুলে
মায়ের আদরটুকু দেখাই তোদের।
ঘুরিছে অলক্ষ্যে ঐ উন্মাদ-অশনি,
কখন পড়িবে শিরে আছি প্রতীক্ষায়।
যদি পাই দিন,
যদি এ ললাটলেখা মুছে যায় কভু,
যদি তোরা রাজা-প্রজা, ভাই-ভাই
বদ্ধ হোস্ দৃঢ় আলিঙ্গনে,
মা বলিয়ে দেবো পরিচয়,—
দেখাবো সৃষ্টির সার
মার বুকে কত ভালবাসা।
এখন পাবি না কিছু,
উত্তপ্ত বালুকা শুধু
মা তোদের ধূ-ধূময়ী মহা মরুভূমি।

ওরে, পৃথিবীর সার পুত্র
ধর্ম্মধন বন্দী আজ রাণীর বিচারে।

অঙ্গ। [স্বগত] ওঃ! আরও কত শুন্‌তে হবে।

অচলেন্দ্র। মা! মা! জ্ঞানময়ী জগৎ-জননি! এখন সন্তানদিগকে কি কর্‌তে হবে মা?

পৃথিবী। বল্‌বো। আগে বল, তোমরা কে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত?

সকলে। আমরা সকলেই প্রস্তুত। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

পৃথিবী। নহে এ মুখের কথা,—
যদি থাকে সম্মানের জ্ঞান,
ধর্ম্ম তরে যদি কেউ কেঁদে থাক কভু,
ফেলে থাক যদি কেউ এক বিন্দু অশ্রুজল
রাজার কল্যাণ হেতু,
একটী মুহূর্ত্ত তরে
যদি কেউ পেয়ে থাক
মা-বুলির মধুর আস্বাদ
সেই এস,—
একাই সহস্র সে, অন্যে নাহি চাই।

সকলে। আমরা সবাই রাজভক্ত, সবাই ঐ এক মায়ের ছেলে।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নগর-বালকগণের প্রবেশ।

নগর-বালকগণ।—

গীত।

আমরা এক মায়ের ছেলে, আমরা এক মায়ের ছেলে।
মিছে খেলা খেল্‌বো না আর, অমন মায়ের কোল ফেলে॥

মা ব'লে আজ ডাক্‌বো কেঁদে, মায়ের গলা ধর্‌বো ছেঁদে,
যমের মুখে যাবো ছুটে, মাথায় মায়ের আশীষ বেঁধে,
মনের সুখে মায়ের বুকে ঘুমিয়ে যাবো ঘুম পেলে।

পৃথিবী। এখনও বুঝে দেখ কাঞ্চিপুর!
নহে এ সামান্য পণ।
দুই পথ আছে তোমাদের,—
বিলাস—আনন্দভোগ সম্মুখে পড়িয়া,
শ্রম—দুঃখ—অনাহার দেখহ পশ্চাতে;
এদিকে সংসার—শান্তি,
ওদিকে সমর—মৃত্যু,
এক দিকে ক্ষণিক আনন্দ,
অন্য দিকে নিত্য আশীর্ব্বাদ।
বেছে লও, এক দিকে প্রাণ—
অন্যত্রে কর্ত্তব্য।

সকলে। আমরা কর্ত্তব্যই চাই।

নগর-বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চাই না মোদের দেঁতো হাসি, সেই হাসি মা ভালবাসি,
নাই কো যাতে কান্না কভু, সদাই মধুর হয় না বাসি,
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, স্বর্গ পাবো প্রাণ ঢেলে॥

পৃথিবী। এই তো ছেলের মত কথা—এই তো প্রজার যোগ্য প্রাণ—একেই তো বলে রাজভক্ত—একেই তো বলে মায়ের ওপর টান; তা হবে না! তা না হ'লে এ পৃথিবী এত গরবিনী কিসে? যাক্, আমি

এখন সেই পাপিষ্ঠার রাজসভায় চল্‌লাম; তারই তর্জ্জনী-চালিত হ'য়ে বেণ সেই সিংহাসনে দণ্ডধর। শুন্‌লাম, আজ না কি আমার পুত্রের বিচারের দিন। আগে দেখি, রমণীর চোখের জলে পাষাণ গলে কি না, তারপর—তারপর—তারপর তাই।

[দ্রুতপদে পৃথিবী ও অন্যদিক দিয়া বালকগণের প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। কে আছ, দূত! [জনৈক দূতের প্রবেশ।] যাও, সেনাপতিকে বল, যত শীঘ্র সম্ভব, সমগ্র কাঞ্চিপুর-বাহিনী সুসজ্জিত করুক্। [দূতের অভিবাদন ও প্রস্থান] মহারাজ! পরিশ্রান্ত হয়েছেন, তবু বিশ্রাম কর্‌বার অনুরোধ কর্‌তে পার্‌লাম না; সম্মুখে আমাদের চির-বিশ্রামের মহামুক্তি,—চলুন, সমাদরে আলিঙ্গন করি।

[অচলেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। কাঞ্চিপুর! মরণের পথে চলেছি, কে সঙ্গে যাবে এস।

অলকার প্রবেশ।

অলকা। দাসী যাবে নাথ! তুমি মরণের পথে চলেছ, সে স্বর্গের পথ ছেড়ে সঙ্গিনী কি কখনও জ্বালাময় বাঁচ্‌বার পথে থাক্‌তে পারে?

অচলেন্দ্র। কে—অলকা! তুমি কোথা যাবে?

অলকা। প্রাণ যেথা যাবে।

অচলেন্দ্র। অলকা! বালিকা নও; যুদ্ধে যাচ্ছি।

অলকা। আমিও তো তাই যাবো মনে কর্‌ছি।

অচলেন্দ্র। তুমি গিয়ে কি কর্‌বে?

অলকা। যুদ্ধে গিয়ে আবার কি করে,—আমি যুদ্ধই কর্‌বো নাথ! তবে এ যুদ্ধ একটু স্বতন্ত্র। তুমি যুদ্ধ কর্‌বে অস্ত্র নিয়ে, আমি যুদ্ধ কর্‌বো হৃদয় নিয়ে। তোমার সাথী ক্রোধ, আমার সহায় ভালবাসা; তুমি যার

বুকে বর্শা বিঁধে দেবে, আমি অমনি ছুটে গিয়ে বুক দিয়ে তার বুকের কাঁটা তুলে দেবো। তুমি যার চোখে জল ফেলাবে, আমি তার মুখে জল দেবো। তুমি রক্তস্রোতে অসংখ্য মানবজীবন ভাসিয়ে দিয়ে সংসারটা একটা শ্মশান করবে, আর আমি নিজের রক্ত দিয়ে, আবার তাদের নূতন জীবন তৈরী ক'রে, সেই শ্মশানটায় একটা দেবালয় প্রতিষ্ঠা করবো। দাসীর মিনতি রাখ রাজা!

অচলেন্দ্র। অলকা! এইটেই কি তোমার কর্ত্তব্য বিবেচনা কর?

অলকা। রাজা! এ যুদ্ধে যে যত বেশী হত্যা করতে পারবে, তার ততো উচ্চরবে কর্ত্তব্যের বিজয়-বিষাণ বেজে উঠবে; আর আমি যত বেশী ভালবাসবো, আমার কি ততো অকর্ত্তব্যের ভীম বন্যা রাজসংসার ছাপিয়ে উঠবে? এটা কি কারও চক্ষে কর্ত্তব্য ব'লে ঠেকবে না?

অচল। ভালবাস অলকা! তোমার সুবিস্তৃত হৃদয়খানা বিশ্ব-জগৎকে আলিঙ্গন করুক; আর আমি তোমায় বাধা দিতে চাই না। তুমি স্বর্গের রশ্মি মর্ত্ত্যে নেমে এসেছ; এতদিন বুঝতে পারি নাই, তাই তোমার ঐ আকাশের মত অনন্ত উদার প্রাণখানা আমার এই সঙ্কীর্ণতায় বদ্ধ ক'রে রাখতে প্রয়াস পেয়েছিলাম। আসি তবে রাণি!

[প্রস্থান।

অলকা। যাও স্বামী, নির্ভয়। আমার ঐকান্তিক ভক্তি অলক্ষ্যে তোমায় বর্ম্মের মত নিরাপদে রাখবে। যাও, কিন্তু স্মরণ রেখো, যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ; যদিও না করলে নয়, তবুও তারই মধ্যে যতটুকু সম্ভব, আপনাকে পবিত্র রেখো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজসভা।

সুনীথা, বেণ ও রাজমুকুটহস্তে মৃত্যুর প্রবেশ।

সুনীথা। ব'সো পুত্র। আজ তোমার রাজ্যাভিষেক,—এই সিংহাসনে ব'সো।

[বেণকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সুনীথা স্বহস্তে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন, বেণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।]

বেণ। তা হ'লে আমিই এখন সম্রাট?

সুনীথা। হাঁ, তুমিই এখন প্রতিষ্ঠানের সম্রাট।

বেণ। বেশ। যাও মা! অন্তঃপুরে যাও।

সুনীথা। যাই—ব'লে যাই, যেন তোমার ইষ্টাকাঙ্ক্ষী মাতামহের উপদেশ অমান্য ক'রো না।

[প্রস্থান।

বেণ। উপদেশ সাধু হ'লে, তার সম্মান সর্ব্বত্র। কে আছে?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

বেণ। সেনাপতি শঙ্করজিৎ। [ইঙ্গিত করিলেন।]

[প্রহরীর অভিবাদন ও প্রস্থান।

বেণ। দাদা মহাশয়! আজ আপনার সেই বন্দীর বিচার হোক্।

মৃত্যু। আমি ইতিপূর্ব্বেই তাকে রাজসভায় আন্‌বার জন্য রাজ-আজ্ঞা জ্ঞাপন করেছি। [স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন।]

গীতকণ্ঠে বন্দীগণের প্রবেশ।

বন্দীগণ।—

গীত।

জয় চন্দ্রকুল ধুরন্ধর।
জয় মঙ্গলমতি, শুদ্ধ আত্মা, পুণ্য বিভায় উজ্জ্বলকর॥
সুরশঙ্কিত অতুল প্রতাপ, দেবদুর্ল্লভ সাধু সদালাপ,
অবিনাশী সদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ, কৃপা-ঈক্ষণে সন্তাপহর।
পুষ্প তোমারই প্রাণের উপমা, গগনের সনে জ্ঞানের সীমা,
বিধাতৃকণ্ঠে ও গুণ-গরিমা ধ্বনিত সতত অজর অমর॥

[প্রস্থান।

শঙ্করজিতের প্রবেশ।

শঙ্করজিৎ। [অভিবাদনপূর্ব্বক] মহারাজ!

বেণ। সেনাপতি! আমি এই দণ্ডেই আমার সমস্ত বাহিনী সুসজ্জিত দেখ্‌তে পাই।

শঙ্করজিৎ। সহসা অধীনের প্রতি এ আদেশ কেন মহারাজ?

বেণ। তুমি—সেনাপতি।

শঙ্করজিৎ। যথা আজ্ঞা।

[অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

যোগময়কে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

মৃত্যু। মহারাজ! এই সেই বন্দী।

বেণ। বন্দীর অপরাধ?

মৃত্যু। বন্দীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

বেণ। বন্দীর পক্ষে স্বকৃত অপরাধ অস্বীকার করাই সম্ভব।

মৃত্যু। তবে আমিই যদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তবে বিচারের প্রয়োজন ?

বেণ। পাছে একজন নির্দ্দোষী অন্যায়রূপে দণ্ডিত হয়। আপনি মাতামহ, সত্যাসত্যের বিচার না ক'রে আপনার বাক্যে নির্ভর করা— সুপথ কুপথ বিবেচনা না ক'রে আপনার প্রদর্শিত পথে চলা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য ; কিন্তু এখন আমি ধর্ম্মসিংহাসনে ন্যায়দণ্ডকরে, অনন্ত মর্ত্ত্যভূমির বিচারস্থল রাজসভাতলে আসীন। এখন আমায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীয় জন্মদাতাকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস কর্‌তে হবে। দাদা মহাশয় ! আত্মীয়তা অন্যস্থলে, ধর্ম্মমঞ্চে বিচার। আচ্ছা বন্দি ! তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী ?

যোগময়। যদি অমৃতপানে অধীনগণের অধিকার না থাকে, তা হ'লে আমি দোষী।

বেণ। অমৃতে একমাত্র দেবতার অধিকার, তা কি তুমি জান না মানব ?

যোগময়। মানবের মধ্যেও তো দেবতা দানব আছে !

বেণ। তুমি কি দেবতা হ'তে পেরেছ সন্ন্যাসি ?
দেবতা বলিতে ভবে বুঝায় যতেক গুণ,
একটী কি আছে তার
খলতা মাখান এই মানব-জগতে ?
কেন তবে হেন বাতুলতা ?
না করিয়া নিরূপণ উৎপত্তির স্থল,
ফললাভে বাসনা বিফল।
বিবেকের রজ্জু দিয়ে কর্ত্তব্য-দণ্ডেতে
অন্তর-সমুদ্র আগে করগে মন্থন,—
হও যদি দেবতাপ্রধান,

দানবের চক্ষে দিয়ে ধূলি,
আপনি সে সুধা-পাত্র পড়িবে সম্মুখে।
কেন তবে বৃথা পণ্ডশ্রম,
কেন মিছে মর হরি ব'লে ?

যোগময়। হরিনাম ত্যাগ ক'রে, এ অসার জগতে আর কি নিয়ে থাক্‌বো রাজা ?

বেণ। কেন, রাজগুণগান কি রসনার বিরক্তিকর ? জান না কি যোগি ! প্রজার ঈশ্বর একমাত্র রাজা ?

যোগময়। সে যে আবার ঈশ্বরের ঈশ্বর—রাজার রাজা।

বেণ। হোক্ সে রাজার রাজা,
হোক্ সে ত্রিপুরপতি আমার ঈশ্বর,
তোমার কি তায় ?
তুমি মোর প্রজা,—
ভক্তি কিম্বা অর্থ,
ব্যক্তি অনুসারে যাতে যা সম্ভবে,
অবশ্যই মোর প্রাপ্য রাজকররূপে।
সে যদি আমার রাজা,
মর্ত্ত্যাধিপ আমি যদি অধীন তাহার,
সমগ্র মর্ত্ত্যের কর
আমার নিকট হ'তে লইবে বুঝিয়া।
তুমি কে সন্ন্যাসি ?
কি সম্বন্ধ তব সনে তাঁর ?
উদ্দেশে তাঁহার রাজস্ব স্বরূপ
শত অশ্রুবিন্দু ঢাল অনিবার,

কি লাভ তাঁহার ?
আমি যদি তমোবশে স্বাধীনতা-আশে,
গর্ব্বিত আপন মনে যথেচ্ছাচরণে
বঞ্চিত করি গো তারে
ভক্তিরূপ রাজকর হ'তে,
দেখিবে জগৎ জুড়ে জ্বলিবে আগুন।
বিনা মোর প্রেম বিনিময়
শত প্রাণ ঢাল তোমরা তপস্বী,
সে আগুন নিবিবার নয়।
কেন বল তবে অনর্থ সংশয় ?
ছাড়িয়া জটিল পথ এস মোর সনে।

যোগময়। অযথা কারণে
আশ্রিতের প্রতি হেন অত্যাচার,
হে রাজন্ ! শোভে না তোমাতে।

বেণ। স্থিরচিত্তে বুঝে দেখ এখনো সন্ন্যাসি !
তব জীবনের শুভাশুভ ভার
জান তো আমার করে !
যে জন অন্যায় তর্কে লঙ্ঘিবে আদেশ,
কঠিন প্রতিজ্ঞা মম—
সেই দণ্ডে ছিন্ন শির তার।

যোগময়। যথা ইচ্ছা কর মহারাজ !
মৃত্যু অনিবার্য্য যবে কি ভয় তাহাতে !

বেণ। আরে—আরে বিশ্বাসঘাতক !
আরে—আরে অকৃতজ্ঞ প্রজা !

বৃথা ধরি রাজদণ্ড তবে।
অমৃতে উপেক্ষা যদি,
দেখ্ রে গরলভরা শণিত কৃপাণ।
[অসি নিষ্কাশণ।]

বেগে পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। ঐ কৃপাণ—ঐ গরলভরা শাণিত কৃপাণ, আগে আমার বুকে—অশেষ দুঃখের আশ্রয়স্থল এই পাষাণ বুকে হান। কর কি রাজা! বুকে এমন প্রাণভরা রক্ত থাক্‌তে চোখের জল পান কর্‌তে যাচ্ছ কেন? চির-দুঃখিনীর পোড়া দেহে প্রাণখানা থাক্‌তে, নয়নতারা উৎপাটিত ক'রে কি শান্তি পাবে রাজা? হান,—হান রাজা! তোমার ঐ বীর-বক্ষবিদারক বিশ্ববিজয়ী খড়্গ, আজ এক অসহায়া অনাথিনী রমণীর বুকে হান, তোমার বীরত্ব-গৌরব ধরণীর বক্ষে চির-অঙ্কিত হ'য়ে যাক্।

মৃত্যু। অলঙ্ঘ্য রাজদণ্ডের ব্যাঘাত দানে অগ্রসর, কে তুমি রমণী—নির্ভীকতার জ্বলন্ত নিদর্শন?

পৃথিবী। আমি! চিন্‌তে পার নাই? আমি—আমার শিশু পুত্রের জননী। তোমার রাজদণ্ডের ব্যাঘাত দিতে আসি নাই রাজপারিষদ্, রাজদণ্ড বুক পেতে গ্রহণ কর্‌তে এসেছি। অগ্নিকুণ্ডে অবতারণ ক'রে শরীর শীতল কর্‌তে আসি নাই, জ্বালাময় সংসার হ'তে চির-অবসর নেবার জন্য ভস্ম হ'তে এসেছি। দণ্ড দাও—বিচার ক'রে দণ্ড দাও। বিষের ক্রিয়ায় যদি বিশ্ব ছারখার হয়, সে দোষ বিষের নয়—বিষ-উদ্গারী-রণকারিণী সর্পীর। রাজা!—

বেণ। চিনেছি রমণী, তুমি চির-পরিচিতা—সেই বিজনবাসিনী। সরলা! পূর্ব্বের কথা স্মরণ আছে তো?

পৃথিবী। খুব আছে রাজা! তার এক একটী অক্ষর, প্রতপ্ত লৌহ-শলাকায় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে জ্বলন্তভাবে অঙ্কিত আছে।

বেণ। তবে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে এ বেশে এখানে কেন?

পৃথিবী। তোমারই মঙ্গল কামনায়।

বেণ। আমি কি নিজের মঙ্গলামঙ্গল চিনি না?

পৃথিবী। কৈ চেনো রাজা? তা যদি চিন্‌বে—তবে রাক্ষসমূর্ত্তিতে অনাথিনীর বুকের অস্থি ভূতলে বিক্ষিপ্ত কর্‌তে এত ষড়যন্ত্র কেন? বোধ হয় জান না, সতীর শিশু পুত্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগৎ যুড়ে ঘোর পাপানল জ্ব'লে উঠ্‌বে!

বেণ। [দৃঢ়স্বরে] খুব জানি, আমি যে তাই চাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একাকার হ'য়ে যাক্। তাই মনে করেছি, একমাত্র পাপের পূর্ণাধিকার দানে সংসারটায় একটা সুগভীর নরককুণ্ড ক'রে তুল্‌বো।

পৃথিবী। ঐ পাপরূপী প্রত্যক্ষ রাক্ষসের মূলোৎপাটিত ক'রে এক-মাত্র ধর্ম্মের পূর্ণাধিকার দানে যদি সংসারটাকে একটা সুন্দর স্বর্গ ক'রে তুল্‌বো বল্‌তে, তা হ'লে কত সুখের বিষয় হ'তো! এ যে তোমার বিপরীত কল্পনা!

বেণ। তুমি রমণী; তবুও বোধ হয় জান, মার্ত্তণ্ডতেজে ধরণী উত্তপ্তা না হ'লে নভোমণ্ডল বারি বর্ষণ করে না। নিশার অন্ধকারেই চন্দ্রের লালিত্য, দুঃখই অনন্ত সুখের ভিত্তিস্থল। তাই বড় আশায় এই বিচার-বিহীন অসি উত্তোলন করেছি। [অসি উত্তোলন]

পৃথিবী। রাখ—রাখ রাজা! একবার করুণার মূর্ত্তিমান দেবতা হ'য়ে তোমার ঐ বিচারবিহীন অসি উত্তোলন কর্‌তে রাখ। আমি চোখের জল গোপন ক'রে—প্রাণের আবেগ চেপে রেখে—অনাথ শিশুর হাত

ধ'রে জগতের কোন জুড়ানো স্থলে চ'লে যাই। আর কোলাহলময় লোকসমাজে ফির্‌বো না,—আর জ্বালার অনন্ত প্রস্রবণ ল'য়ে জগৎ-চক্ষে পর্‌বো না,—আর তোমার এ মানবরাজ্যে হরিনাম ক'রে কর্ণকুহর কলুষিত কর্‌বো না। আয় বাপ, কাঙ্গালিনী মায়ের অনুসরণ ক'রে বনবাসী হবি আয়।

যোগময়। [অভিমান ভরে] দূর হও মায়াবিনি! যে সঙ্কীর্ণহৃদয়া তুচ্ছ প্রাণরক্ষার্থে, স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে এমন সাধুচিন্তার শীর্ষস্থানীয় হরিপাদপদ্ম হ'তে বিরত হবার আদেশ দেয়, তার অনুসরণ তো দূরের কথা, সে পাপিষ্ঠায় মা ব'লে সম্বোধন ক'রে রসনা কলুষিত কর্‌তে চাই না। [মুখ ফিরাইলেন।]

পৃথিবী। [সস্নেহে] বাপ রে! ও কাল হরিনামে আর কাজ নাই; চোখের জলে মাটীর দেহ যে গ'লে গেল বাপ! [চক্ষু মুছিলেন।]

গীতকণ্ঠে জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

জলদ ও বিজলী।—

গীত।

সখী, তোর চোখের জল মুছিয়ে দিতে পাঠিয়েছে গুরু।
মাটীর দেহ পাষাণ কর, এই তো সবে দুঃখের সুরু॥
তুমি যার, তারে ভুলো না,
কারো কাছে প্রাণ খুলো না,
মরমের কথা শূন্যে কহিও, জগতের কাণে তুলো না,—
এই অচেনা প্রদেশে, প্রথম প্রবেশে, বুকটী কাঁপিবে দুরু দুরু।

পৃথিবী। আমার চোখের জল মুছাতে এসেছ? পার্‌বে না,—আমার প্রাণে যে সপ্তসিন্ধুর প্রলয়-কল্লোল।

জলদ ও বিজলী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

রাজা ! এ পথ হ'তে ফিরে চল না,
এতে জটিল মোহের ছলনা,
তুমি সুধার আশায় বিষের দেশেতে কেন ছুটে যাও বল না,—
শুধু রহিবে পিপাসা, দেখিবে ওপারে বারিহীন ধূধূময় মরু ॥

বেণ । বুঝেছি বালক, বালিকা ! যদিও তোমরা অসামান্য,—তা হ'লেও আর বৃথা চেষ্টা,—এ পথে বহুদূর এসে পড়েছি, আর ফেরবার উপায় নাই । অনন্ত পিপাসা ল'য়ে মরুভূমিতেই যাবো, দেখ্‌বো—তার ছলনাময়ী মরিচীকার মধ্যস্থলে করুণাময়ী শান্তি আছে কি না । সর্পের মস্তকে মাণিক থাকে,—যদি সুধা থাক্‌তে হয়, বিপদ্‌জাল-জড়িত বিষের দেশেই আছে ।

অঙ্গিরার প্রবেশ ।

অঙ্গিরা । তাই যাও রাজা ! নিম্নগামিনী নদীর মত—বর্ষার ভূপৃষ্ঠ চুম্বিত মেঘের মত, যাও রাজা ! মানব-জগতে কোন কল্পনাতীত উপমার স্থল হ'য়ে, বিপদ্‌জাল-জড়িত বিষের দেশেই চ'লে যাও । হাস্যময়ী বসুন্ধরা কালপুরুষের পটপরিবর্ত্তনে, ভয়াকুলা ভীষণা ভৈরবী মূর্ত্তিতে কোন চির-শ্মশানক্ষেত্রে সমাধিসুপ্তা হ'য়ে যাক্ ।

বেণ । আবার ঋষি তুমি ?

অঙ্গিরা । আবার সেই ঋষি আমি । একদিন ঐ অচলা প্রতিমার পুত্রস্নেহ-পরিপূরিত চির-ঔদাস্যময়ী মূর্ত্তিটী দেখে প্রাণের মাঝে আশ্রয় দিয়ে প্রকারান্তরে আশ্রিত হয়েছিলাম, আজ তারই বিজয়া-উৎসবের বিষাদময়ী ছবিখানি সংসারের কূট কুহেলিকার জলময় গর্ভে

চির-নিরঞ্জন ক'রে মহাপ্রলয়ের সাক্ষ্য হবার জন্য আবার সেই ঋষি আমি।

বেণ। সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী ঋষি! তুমিও কি আমার উদ্দেশ্য জান না?

অঙ্গিরা। তুমি মহান্, তোমার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রাজা! পরিণাম যাই হোক্, উপস্থিত ঘটনা বড় বিভীষিকাময়ী—বড়ই মর্ম্মভেদী। রাজা! এ পথ ত্যাগ কর। যদি তোমার চির-মুক্তির ইচ্ছা থাকে, আমরা জগতের যাবতীয় ঋষি আজন্ম সাধনায় যে সুকৃতি সঞ্চয় করেছি, তার ফলে তোমায় স্বর্গগামী করতে প্রস্তুত।

বেণ। কি বলিলে তপস্বী ব্রাহ্মণ!
সাধনা সঞ্চিত তব সুকৃতি প্রদানে,
স্বর্গগামী করিবে আমায়?
কি এমন মহাশক্তি করেছ সঞ্চয়?
এই তো প্রথম তুমি সাধনায় ব্রতী।
তোমার মতন ওরূপ সাধনা,
কত লক্ষ কোটি জন্ম করিয়াছে বেণ।
সলিলে আসন করি শীত ঋতু যোগে,
উর্দ্ধপদ অধোমুণ্ডে জপেছি অজপা,—
দুরন্ত নিদাঘে ঋষি আতপের তলে,
চতুর্দ্দিকে অগ্নিরাশি করি প্রজ্বলিত,
স্বকরে ছেদন করি কত শতবার
স্বীয় মুণ্ড সে অনলে দিয়েছি আহুতি,
তবু হায় যোগভ্রষ্ট আমি—
লক্ষ্যস্থলে পারি নি পৌঁছিতে,—
তাই আজ পৃথিবীর রাজদণ্ড করে।

কি সাধনা দেখাও আমায় ?
স'রে যাও ঋষি !
তব ও জটিল পথে যাবো না হে আর,
আবিষ্কার করি সরল পথের।

পৃথিবী। রাজা! রাজা! পায়ে ধরি, অনাথিনীর পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দাও, তোমার ক্রীতদাসী হ'য়ে থাকবো।

বেণ। দাসী ভাবে চাহি না তোমায়,
পারি যদি, ধরিব সে ভাবে।
যাও এবে, বৃথা আশা।
ভীষণ কর্ত্তব্য সম্মুখে আমার,
কে রোধিবে মোরে ?

[যোগময়কে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।]

সহসা উন্মুক্ত অসিহস্তে অঙ্গের প্রবেশ।

অঙ্গ। [স্বীয় তরবারি দ্বারা বেণের অস্ত্রবেগ ব্যর্থ করিয়া সগৌরবে বলিলেন] আমি।

[বেণ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে
তরবারি খসিয়া পড়িল ; তিনি অন্যমনস্কভাবে সিংহাসনে
বসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার মুখে কি একটা
গভীর চিন্তার ছায়া ছিল।]

অঙ্গ। [সক্রোধে] আরে আরে অজ্ঞ মতিহীন !
ভেবেছ কি মনে,
নাই ভবে ধর্ম্মের রক্ষক ?
নাই হেথা অনাথা-সহায় ?

তোমার পাশববৃত্তি রোধে চিরতরে,
নাই হেন পরাক্রান্ত বীর ?
বৃদ্ধভুজ এতই নিশ্চল ?
পুত্র ! পুত্র ! অর্দ্ধাংশ রে তুই,
ইহজন্মে শান্তি তুই,
পরলোকে স্বর্গ তুই,
তবু—তবু—
যাক্ মোর সে আশা ভরসা,—
জ্বলুক কর্ম্মের চিতা,
হোক্ মোর জলপিণ্ড লোপ,
যাও পুত্র এ জনম বাহি,
পরজন্মে লব পুনঃ কোলে।

[বেণের প্রতি অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন ।]

সহসা উলঙ্গ তরবারিহস্তে অসংযতকুন্তলা সুনীথার প্রবেশ ।

সুনীথা। [স্বীয় অস্ত্র অঙ্গের অস্ত্রমুখে ধরিয়া রুঢ়স্বরে বলিলেন] সাবধান স্বামি !

[অঙ্গ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল ; তিনি একবার সুনীথার আপাদমস্তক ও একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ।]

সুনীথা। দেখ্‌তে পাচ্ছ আমি কে ? পুত্রপ্রাণ রক্ষার্থে খড়্গধারিণী

সুনীথা। [স্বীয় অস্ত্র অঙ্গের অস্ত্র সম্মুখে ধরিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন]
সাবধান স্বামী ! [পৃথিবী—২য় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ৯৪ পৃষ্ঠা।

অসংবদ্ধ-কুন্তলা,—চেন কি মোহান্ধ! কে আমি জ্বলন্ত নাগিনী? আমি পুত্রহন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী—আমি সেই কালকন্যা সুনীথা—তোমার কাল-স্বরূপিনী। সাবধান বৃদ্ধ! এখনও তোমার অনেক সাধ অতৃপ্ত, এ কুমতি ত্যাগ কর। [তরবারি নামাইলেন]

অঙ্গ। রে জগৎ সংসার-মায়ান্ধ,
যদি থাকে ও হৃদয়ে কোন শুভ্র দেশ,
এঁকে লও এই দণ্ডে সংসারের ছবি।
যারে ল'য়ে পাতিনু সংসার,
যেই জন আমা বই জনিত না কিছু,
সেই ওই রমণী-মূর্ত্তিটী
পুত্রপ্রাণ রক্ষিবার ছলে,—
যার কৃপাবলে পেয়েছে তনয়—
তারই সম্মুখে নাচে দন্ত বিকাশিয়া।
চিনে রাখ—চিনে রাখ—
সংসারের প্রেম, সুধা কি গরল!
থাক মায়াবিনী তুই স্বার্থের উল্লাসে,
ভাঙ্গাবো না এ মোহের ঘুম।
থাক্ রে পাষণ্ড পুত্র পাপের প্রদেশে,
বৃদ্ধরূপী বিঘ্ন তোর নিজেই চলিল।
আয় ওরে হরিভক্ত শিশু!
এ পাপ জগত হ'তে
ল'য়ে যাই তোরে কোন দূর-দূরান্তরে।

[যোগময়কে লইয়া অঙ্গ ও তৎপশ্চাৎ পৃথিবী, জলদ, বিজলী ও অঙ্গিরার প্রস্থান।

বেণ। সত্য পিতা এ জগৎ মহাপাপময়,
সত্য এ সংসারখানা স্বার্থের বিকার,
তুমিই স্বয়ং তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত !
পিতা ! বুঝিলে না তনয়-বেদন ?
অংশজাত আত্মজের
শুভাশুভ না করি বিচার,
আপন প্রভুত্বটুকু রাখিলে বজায় !
স্বার্থের তুমিই পিতা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত !
ভেবে দেখ এই এ জগতে,
আসা যাওয়া হ'য়ে গেছে কত শতবার,—
পিতা ! তুমিও তো যোগভ্রষ্ট যোগী,
কেন গো আবার তবে মায়ার বিকার ?
যেও না ও পথে পিতা বড়ই জটিল,
রহিবে আত্মার স্যাথী চির-যাতায়াত।
এ জগৎ ভ্রমের পাথার,
তুমিই—তুমিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জনৈক দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন।

বেণ। কি সংবাদ ?

দূত। দশ হাজার সৈন্য ল'য়ে কাঞ্চিপুররাজ রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, আর লক্ষাধিক সৈন্য ল'য়ে তাঁর সেনাপতি নদী পার হবার উপক্রম করছেন।

বেণ। যাও।

[দূতের প্রস্থান।

বেণ। সেনাপতি!

শঙ্করজিতের প্রবেশ।

বেণ। প্রস্তুত?

শঙ্করজিৎ। হাঁ মহারাজ!

বেণ। উত্তম। এইবার সমগ্র সেনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করগে। কাঞ্চিপুররাজ দশ হাজার সৈন্য ল'য়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, তুমি বিশ হাজার সৈন্য ল'য়ে তাঁকে আক্রমণ করগে। তাঁর সেনানী নদী পার হবার উপক্রম করছেন, সহকারী সেনাপতির অধীনে দুই লক্ষ সৈন্য দিয়ে তাঁর গতিরোধে পাঠাও, যেন কোন মতে নদী পার হ'য়ে রাজার সাহায্য করতে না পারেন। আর একভাগ সৈন্য আমার অধীনে থাক্, প্রয়োজন মত কাজ করা যাবে। যাও, জয় পরাজয় একটী মুহূর্ত্ত সাপেক্ষ।

[বেণ ও তৎপশ্চাৎ শঙ্করজিতের প্রস্থান।

সুনীথা। মেঘে যে ক্রমেই চারিদিক ছেয়ে ফেল্লে পিতা!

মৃত্যু। জল হ'য়ে নেমে যাবে, কোন ভয় নাই। যাও মা—যাও।

[প্রস্থান।

সুনীথা। [উদাসভাবে] মেঘে জল আছে সত্য, কিন্তু আবার বজ্রও তো আছে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

কাঞ্চিপুর-সৈন্যগণ গাহিতেছিল।

গীত।

আজি, কেশরীদর্পে ক্ষত্রবীর উল্লাসে নাচ সমরে।
লেখ, বুকের রক্তে বিজয়-বার্ত্তা কীর্ত্তি থাকুক অমরে॥
আজি, উড়ুক সদাপে রক্ত পতাকা পাহাড়ের প্রতি শিখরে,
আজি, যোবুক বীর্য্য গুরু গর্জ্জনে গভীর সপ্ত সাগরে,—
আজি, জাগুক গুপ্ত ধমনী,
আজি, কাঁপুক সুপ্ত অবনী,
আজি, খেলুক সরোষে উল্কাদীপ্তি ঘূর্ণিত আঁখিগহ্বরে।
আজি, হউক প্রাণের পুষ্পবৃষ্টি পৃথিবীর উচ্চ শিয়রে॥

পৃথিবী ও অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

পৃথিবী। অচল!

অচলেন্দ্র। কিছু বল্‌তে হবে না মা! আমরা ক্ষত্রিয়।

পৃথিবী। তা জানি; তবু বলি—জীবন একদিন যাবেই যাবে।

অচলেন্দ্র। রণস্থলটা যে একটা সৃষ্টিছাড়া বিরাট শ্মশান—তার সঙ্গে যে মৃত্যুর সম্বন্ধ খুব নিকট, তা কি না জেনে এসেছি মা!

পৃথিবী। তাও জানি। তুমি যে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত, তাও জানি। তবু তুমি বালক কি না; মৃত্যুকে তো কখনও কাছাকাছি দেখ নাই, তার বড় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!

অচলেন্দ্র। ধর্ম্মের কাছে সকল মূর্ত্তিই নতশির। আমি সেই ধর্ম্মকে ল'য়ে চলেছি।

পৃথিবী। সত্য, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী,—ইহলোকে না হ'লেও পরলোকে হয়।

অচলেন্দ্র। [গম্ভীরস্বরে] তাই হবে,—শেষ জয়ই জয়।

পৃথিবী। আর বল্‌বার কিছুই নাই। অচল! তুমি সাধু, তোমার জয় হোক্। [নেপথ্যে সৈন্যগণের অস্ত্রঝঞ্চনা] ও কি? কিসের শব্দ? অস্ত্র-ঝনৎকার! হাঁ—ঠিক তাই! তাই বলি, উন্মাদের দল এখনও নিশ্চিন্ত কেন! অচল! প্রস্তুত হও, আমার মূর্ত্তিটা একবার ভাল ক'রে দেখ, আর তোমার শেষ কথাটা একবার স্মরণ ক'রে নাও।

অচলেন্দ্র। যাও মা, অন্তরালে যাও,—শত্রু নিকটবর্ত্তী।

পৃথিবী। যাই—ব'লে যাই, প্রয়োজন হ'লে ঐ উন্মুক্ত নীল আকাশের পানে তাকিও—আমায় দেখ্‌তে পাবে,—মায়ের বিষাদময়ী ছবি দেখে পুত্রবাহু দ্বিগুণ দৃঢ় হবে। অচল! তোমার শেষ কথাটা একবার স্মরণ ক'রে নাও। [প্রস্থানোদ্যতা।]

অচলেন্দ্র। মাতৃপদে প্রণাম।

পৃথিবী। [প্রস্থানপথ হইতে] অচল! তোমার শেষ কথাটা একবার স্মরণ ক'রে নাও।

[প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। শেষ কথা স্মরিতে সন্তানে,
বারম্বার কহিলা জননী।

নিশ্চয় দেখেছে দেবী—
নিয়তির শান্তির মন্দিরে,
অচলের শেষ কথা বাজিতে গম্ভীরে।
তাই হোক্!
সৈন্যগণ! নিকটস্থ বিপক্ষ-সেনানী।

সসৈন্য শঙ্করজিতের প্রবেশ।

শঙ্করজিৎ। অভিবাদন করি কাঞ্চিপুররাজ!

অচলেন্দ্র। কে? সেনাপতি! রাজা কোথায়?

শঙ্করজিৎ। সে সংবাদ রাখার অধিকার তো আমার নাই মহারাজ! আমি—সেনাপতি।

অচলেন্দ্র। তবে এখানে এলে কেন? আমি কে, জান তো?

শঙ্করজিৎ। জানি, আপনি একজন রাজা। মহারাজও জান্‌বেন—কাঞ্চিপুররাজের তুলনায়, বেণসেনাপতি শঙ্করজিৎ কোন অংশেই ন্যূন নয়।

অচলেন্দ্র। এতটা স্পর্দ্ধা সকল ক্ষেত্রে রাখ সেনাপতি।

শঙ্করজিৎ। অন্য ক্ষেত্রে রাখি বা না রাখি, সমরক্ষেত্রে রাখি।

অচলেন্দ্র। সেনাপতি! তুমি বীর; তোমার এই বীরোচিত সাহসের সঙ্গে অস্ত্র ধরায় আমার হস্ত কলুষিত হয়, হোক্। [অসি নিষ্কাষণ]

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

শঙ্করজিৎ। সাবধান বীর! আত্মরক্ষা ক'রে অস্ত্র চালাও; যুদ্ধ কর্‌তে জানি,—আমি সেনাপতি।

অচলেন্দ্র। এ অসাবধানতা—এ অনুগ্রহ, আমার কাছে এইরূপই পাবে সেনাপতি! আমি রাজা।

শঙ্করজিৎ। ও রাজ-অনুগ্রহ অন্যত্রে দেখাবেন কাঞ্চিপুররাজ!

অচলেন্দ্র। কেন? তাতেও কি আমায় পরাস্ত কর্‌তে পেরেছ? আত্মরক্ষা কর্‌বারই অবসর পাচ্ছ না, আমার অসাবধানতায় অস্ত্রাঘাত কর্‌বে কখন?

শঙ্করজিৎ। না—আর সম্মান রাখাটা ঠিক নয়। দেখ্‌ছেন কাঞ্চিপুররাজ! আমার হাতে কি?

অচলেন্দ্র। অনেকক্ষণ দেখ্‌ছি, একখণ্ড জীর্ণ তরবারি।

শঙ্করজিৎ। এ আর শুধু তরবারি নয়, কাঞ্চিপুররাজের মৃত্যু-বাণ।

সহসা অঙ্গের প্রবেশ।

অঙ্গ। কৈ দেখি শঙ্কর! তোমার মৃত্যু-বাণখানা।

শঙ্করজিৎ। [নতজানু হইয়া অঙ্গের পদতলে তরবারি রাখিলেন।]

অঙ্গ। একি—মাটীতে ফেল্‌লে কেন? এমন অস্ত্রের এত অমর্য্যাদা করে? আমায় দাও—যত্নে রাখি। [তরবারি তুলিয়া লইলেন।] বা—বা! একখানা অস্ত্র বটে! এর শত্রুসংহারী আকৃতিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ অস্ত্রধারী পুরুষও একজন বীর বটে; কিন্তু এ অস্ত্র যে হস্তে দিয়েছে, সে তো বড় একটা অদূরদর্শী মূর্খ বটে!

শঙ্করজিৎ। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন] তা বল্‌বেন না প্রভু! এ অস্ত্র জীর্ণ হ'তে পারে—এ অস্ত্রধারী পুরুষের পুরুষত্ব না থাকৃতে পারে, কিন্তু এ অস্ত্রদাতাকে অদূরদর্শী—মূর্খ বল্‌বেন না,—তা সইবে না। তিনি আকাশের মত উদার—জ্যোৎস্নার মত দয়াল—সূর্য্যের মত সূক্ষ্মদর্শী—দেবতার ন্যায় জ্ঞানী। তিনি কে জানেন? যাঁর জন্য মৃদুবাহিনী কল্লোলিনী আজ কুলুতান ভুলে গেছে,—যাঁর জন্য সোণার রাজ্যে মাত্র একটা স্বপ্নের দুয়ার খুলে গেছে,—যাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে

গোটা পৃথিবীটা কাণা হ'তে বসেছে,—তিনি সেই—তিনি সেই স্বর্গের রশ্মি—মর্ত্ত্যের সাক্ষাৎ মমতা মহাপ্রাণ অঙ্গ, যিনি আমার সম্মুখে।
[মস্তক অবনত করিলেন।]

অঙ্গ। উত্তম ; তাই যদি হয়, তবে এটা কি সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, বল্‌তে চাও? তার কি পূর্ব্বে একটু ভাবা উচিত ছিল না যে, মানুষের প্রাণের বল না দেখে শুধু বাহুবলে ভুলে তার হস্তে অস্ত্র দিলে, সে অস্ত্র পরিণামে এই রকম নিজের বুকে এসে পড়্‌বে?

শঙ্করজিৎ। [আপন মনে] ওঃ! কথা কটা একেবারে মজ্জায় বিঁধে গেল। [প্রকাশ্যে] কিন্তু কি কর্‌বো প্রভু? তা নইলে যে কৃতঘ্ন হ'তে হয়, আমি রাজ-আদেশ পালন কর্‌তে এসেছি।

অঙ্গ। কে রাজা? আমি কি বেণের করে স্বেচ্ছায় রাজ্যভার অর্পণ ক'রে বাণপ্রস্থে এসেছি? বুঝে দেখ সেনাপতি! তুমি রাজ-আদেশ পালন কর্‌তে এসেছ, না রাজদ্রোহী হ'তে এসেছ!

শঙ্করজিৎ। মহারাজ!

অঙ্গ। মহারাজ ব'লে সম্বোধন করেছ, আদেশ অমান্য ক'রো না,

শঙ্করজিৎ। এই আমার কর্ত্তব্য?

অঙ্গ। আমি রাজা, আমার আদেশপালনই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার আমার।

শঙ্করজিৎ। নিশ্চিন্ত হোলাম। তবে একটা অনুমতি দিন, আমি যুবরাজের নিকট কর্ম্মত্যাগের প্রার্থনা জানাতে চাই। তিনি আমার মাথায় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, সংবাদ পেলে দ্বিতীয় সেনাপতি নিযুক্ত কর্‌তে পারেন। বলেই হোক্, ছলেই হোক্, তিনি এখন এ রাজ্যের রাজা।

অঙ্গ। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আপন মনে বলিলেন] না—সে বীর, অনুরোধ কর্‌বে না। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, তাই হোক্ সেনাপতি!

শঙ্করজিৎ। কে আছ?

জনৈক দূতের প্রবেশ।

শঙ্করজিৎ। [পত্রিকা রচনা করিয়া] যাও, মহারাজকে দাও গে।

[পত্র লইয়া দূতের প্রস্থান।

শঙ্করজিৎ। ভগবান! মুখে বল্‌বো না; তুমি যদি সর্ব্বদর্শী হও, লিখে দিয়েছি—আমার প্রাণের ভিতর খুঁজে দেখ—কথা পাবে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

শঙ্করজিৎ। কি সংবাদ দূত?

দূত। [অভিবাদন করিয়া] মহারাজের নিকট হ'তে আস্‌ছি—আপনার পত্র।

[পত্র প্রদান ও প্রস্থান।

শঙ্করজিৎ। [পত্র পাঠ করিতে করিতে] বা—বা—বা! তা নইলে কি তোমাতে বিশ্বাস আসে প্রভু! তুমি কর্ত্তব্যের—তুমি পরীক্ষার—তুমি বীরের। আহো—কি আনন্দ! ঈশ্বর আছে—কি আনন্দ! ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী—কি আনন্দ! ঈশ্বর অন্তর্য্যামী। প্রভু! দেখুন। [অঙ্গের হস্তে পত্র প্রদান।]

অঙ্গ। [পত্র পাঠ করিয়া স্বগত] বেণ! তুমি এত কূটনীতি-বিশারদ! এর মধ্যেই এ ষড়যন্ত্র টের পেয়েছ! এত কষ্ট স'য়েও তাই তোমার প্রতি স্নেহ আসে।

শঙ্করজিৎ। কি ভাব্‌ছেন প্রভু! আনন্দের কথা নয়? কেমন সুচারু অক্ষর—কেমন ভাবভরা ভাষা—কেমন গালভরা কথা—"রাজদণ্ডে

সেনাপতির চির-নির্ব্বাসন।" বা! বা! আবার বলি, ঈশ্বর আছে, তার এই হাতে হাতে প্রমাণ—"রাজদণ্ডে সেনাপতির চির-নির্ব্বাসন।" মন্দ কি! আমায় এই পিতা-পুত্রের পাপ সমরের মধ্যস্থ হ'তে হ'লো না। রাজদণ্ডে সেনাপতির চির-নির্ব্বাসন!

[বেগে প্রস্থান।

অঙ্গ। সেনাপতি! সেনাপতি! কর্‌লাম কি কাঞ্চিপুররাজ!

অচলেন্দ্র। তাই তো, আপনার রাজ্যের একটা স্তম্ভ ছুটে গেল। [নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল ও অস্ত্রঝঞ্ঝনা] একি! কিসের শব্দ? [ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিয়া] সৈন্য-কোলাহল! এ যে বিপক্ষ-সৈন্য! এ কি—চতুর্দ্দিকে ঘেরেছে যে! আমাদের সৈন্য কোথায় গেল?

কতিপয় সৈন্যসহ বেণের প্রবেশ।

বেণ। সপ্ত সিন্ধুর ওপারে।

অচলেন্দ্র। কে—মহারাজ! তাতেই বা ক্ষতি কি! আরও সহায় আছে।

বেণ।। ভুলে যান। সে সহায় আপনার অর্দ্ধপথেই বিধ্বস্ত। আপনার সেনাপতি একদল সৈন্য ল'য়ে নদী পার হচ্ছিল, আমি ইতিপূর্ব্বেই তার সব পথ আট্‌কে দিয়েছি। সে এখনও ওপারে,—আর এপারে আসছে না কাঞ্চিপুররাজ! আর তার আশা কর্‌বেন না, আপনার সে সহায় এখন নিজে সহায় খুঁজ্‌ছে।

অচলেন্দ্র। সে সহায় নয় উন্মাদ, ক্ষত্রিয়ের সহায় অসি।

বেণ। তা না হোক্, মৃত্যু বল্‌তে পারেন। দেখ্‌তে পাচ্ছেন—আপনার চতুর্দ্দিকে অভেদ্য দুর্গপ্রাকারের মত শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য; এ ষড়যন্ত্র আপনাদের চক্রান্তের বহু পূর্ব্বে ক'রে রেখেছি। কাঞ্চিপুররাজ! রাজ্য

কর্‌তে জানি। এত বড় একটা কাজ, শুধু কর্ম্মচারীর মাথায় ভার দিতে নিশ্চিন্ত আছি, মনে করেন? বুঝ্‌তে পাচ্ছেন তো, আপনি সিংহ হ'লেও এখন বিতংশাবদ্ধ। সাবধান! গর্জ্জন কর্‌বেন না,—অস্ত্র ব্যবহারের আশা ভুলে যান—ব্যর্থ হবে।

অচলেন্দ্র। জীবন থাক্‌তে নয়।

অঙ্গ। [স্বগত] দূরদর্শী বটে—কৌশলী বটে—পুত্র বটে! বুক পেতে দিতে ইচ্ছা করে। না—না—সে সময় নয়,—আশ্রয়দাতা বিপন্ন! [ক্ষণেক চিন্তিয়া] কাঞ্চিপুররাজ। এ যুদ্ধ কর্‌তে আপনার থাক্।

অচলেন্দ্র। কি বলিলে বৃদ্ধ! যুদ্ধ যাক্?
একি বাতুলতা তব?
জান না কি হে প্রবীণ!
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য বীর্য্য,
ক্ষত্রিয়ের যা কিছু গৌরব,
এই সঙ্গে সব থেকে যাবে।
যাও—এসে থাকে যদি তনয়-মমতা,
যোগ দাও পুত্রসনে।
সাধি না তোমায়,—
একাই ক্ষত্রিয়বীর
যুঝিবে জগৎ সনে প্রাণের সাহসে।

অঙ্গ। তা বলি নাই কাঞ্চিপুররাজ, বল্‌ছিলাম কি, আগে আমি মরি—তারপর যা কর্‌তে হয় ক'রো।

অচলেন্দ্র। না—না—তাও কি হয়? তুমি আশ্রিত—আমি আশ্রয়দাতা; আমার বুকে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌তে তোমার রক্তপাত হ'তে দেবো না। দুঃখ ক'রো না রাজা! ভেবো না। দেখ—ঐ সেই উন্মুক্ত

নীল আকাশ—ঐ সেই আকাশের কোলে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী বরাভয়-দায়িনী আমার মা—ঐ সেই মার মুখে অমৃতসিক্ত মধুর আশীর্ব্বাদ! বেশ! যুদ্ধ কর্‌বো। তোমার সৈন্যগণকে আদেশ দাও,—এক মুহূর্ত্তে এক যোগে এক জনের উপর অস্ত্রবর্ষণ করুক্‌। আমি যুদ্ধ কর্‌বো—যুদ্ধ কর্‌বো—যুদ্ধ কর্‌বো।

পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। অচল!

অচলেন্দ্র। কে—মা! মা!—এলি মা? নৈরাশ্য-গর্জ্জন-শঙ্কিত শিশু-সন্তানের জীবন-মরণের মহা-পরীক্ষায় প্রাণের সে অস্ফুট আলোক-রেখা পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে দিতে, উন্মুক্ত আশীর্ব্বাদের পশরা ল'য়ে, বরাভয়-দায়িনী উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী মহামহিমময়ী মা আমার এলি মা? মা! মা! [পৃথিবীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন।]

পৃথিবী। [অচলেন্দ্রকে সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন] বাবা! বাবা! একটা কথা রাখ্‌বে?

অচল। যার কথায় মর্‌তে চলেছি, তার কথা—

পৃথিবী। তবে আজ আর তোমার মরা হবে না। তুমি বালক, তোমার জীবনে এখনও অনেক কাজ বাকী। অচল! তোমার শেষ কথাটা স্মরণ ক'রে নাও।

অচল। মা!—

পৃথিবী। দ্বিরুক্তি ক'রো না,—আমি যা ভাল বুঝি, তুমি ছেলে—তোমাকেও তাই বুঝ্‌তে হবে। দাও, তোমার অস্ত্র দাও। [অচলেন্দ্রের কটিদেশ বিলম্বিত কোষ হইতে তরবারি লইয়া বলিলেন] এ যুদ্ধ আমি কর্‌বো।

বেণ। এ যুদ্ধ করবে, পৃথিবী—তুমি?

পৃথিবী। হাঁ রাজা, এ যুদ্ধ করবো আমি।

বেণ। হাসি পায় পৃথিবি!

পৃথিবী। ও হাসিটায় একটু আশ্চর্য্য মাখানো নয়? এতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি একজন পরাক্রমশালী রাজা, তোমার তেজঃ বিশ্ব সহ্য করতে পারে না, কিন্তু সেই তুমি—তোমার সমস্ত ভারটা আমি পৃথিবী—বুকে ক'রে ধ'রে আছি,—বুঝে দেখ।

বেণ। তুমিও দেখ—পুরুষের বিশ্রামস্থলই যে রমণীবক্ষ, তা ব'লে কি সে তার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী?

পৃথিবী। সাবধানে কথা কও রাজা!

বেণ। বুঝে দেখ এখনও পৃথিবি!

অঙ্গ। বেণ!

বেণ। পিতা!

অঙ্গ। এখনও—পিতা!
ভুলে যাও ও কালী দেওয়া কথা,
মুছে নাও জ্বালাময়ী স্মৃতি।
অন্ধ কুসন্তান! এই পথে পিতা?

বেণ। এই পথে পিতা।
দেখিলাম বিস্ময় নয়নে—
কাঞ্চিপুর সনে করি সখ্যতা স্থাপন,
দয়া, মায়া, প্রীতি দিয়ে জলাঞ্জলি,
দলিয়া বিশ্বের যত নিয়ম-শৃঙ্খলা,
ধরিয়া রাক্ষস-মূর্ত্তি নাচিয়া সদম্ভে—
পরম উল্লাসে হায় পুত্ররক্ত পানে,

এই পথে অগ্রসর পিতা!
নহি আমি অন্ধ কুসন্তান—
ধরিয়াছি পিতা বীরত্বের পথ,
ছুটিয়াছ যবে নির্ম্মমতা ল'য়ে,
আমি কেন যাবো অন্য পথে?
যোগ্য পুত্র আমি—বীর আমি—
পিতার আদর্শ ল'য়ে,
আসি তাই বীরভাবে পিতৃ-দরশনে,—
তাই আজ পিতা ব'লে ডাকি এই পথে—
এই সেই মহাজন-পথে—
এই সেই নরকের পথে।

অঙ্গ। যাক্, এখন আমি তোমার বন্দী?

বেণ। পুত্রের নিকট পিতা সর্ব্বক্ষণই বন্দী।

অঙ্গ। তবে আমাদের আগে স্থানান্তরিত কর।

বেণ। সৈন্যগণ!

সৈন্যগণের প্রবেশ।

বেণ। এদের স্থানান্তরিত কর। [সৈন্যগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল] আদেশ পালন কর।

অচলেন্দ্র। মা!

পৃথিবী। যাও—অনাবিল স্রোতের মত একটানে নীচের দিকে চ'লে যাও। আমার দিকে তাকিও না—উপর দিকে তাকাও,—আর সেই সঙ্গে তোমার শেষ কথাটা স্মরণ ক'রে নাও,—শেষ জয়ই জয়!

[অঙ্গ ও অচলেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

পৃথিবী। রাজা! বুঝে দেখ্‌ছি, তোমার মতিচ্ছন্ন!

বেণ। আমিও বুঝে দেখ্‌ছি পৃথিবি! বোঝ্‌বার শক্তি তোমার মোটেই নাই।

পৃথিবী। তবে বোঝাবার শক্তি আছে কি না দেখ; অস্ত্র ধর।

বেণ। আক্রমণ কর। [উভয়ের যুদ্ধ]

পৃথিবী। ভগবান! পৃথিবী ডুব্‌তে চলেছে, তুলো না।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

জল ও পাত্রহস্তে শুশ্রূষারতা অলকার প্রবেশ।

অলকা। চলেছি—তবু চলেছি। জগতের ঘনায়মান অন্ধকারে নিজেকে লক্ষ্য হ'চ্ছে না, তবু একটা পথ ধ'রে চলেছি। আকাশের বজ্রসম্পাত—পৃথিবীর ভূকম্পন—সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, সবাই আজ এক যোগে বিভীষিকার পট ফেল্‌ছে, তবু আমি ভয় মাখানো চোখ দুটোতে কি যেন একটা অলক্ষ্য আশার পরদা দিচ্ছি! ইহলোকের ইষ্টদেব—পরলোকের পরমেশ্বর—তেমন স্বামীকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তবু হৃদয়খানাকে গোপন ক'রে, আহত আর্ত্ত সৈনিকদের মুখে জল দিচ্ছি,—প্রাণ বাঁচাতে দেহপাত করছি,—সিঁথির সিন্দূর তুলে দিয়ে সাবিত্রী-ব্রত নিচ্ছি। [ক্ষণেক চিন্তিয়া] রক্ষা করতে পারি, এখনও বেশী দূর যায় নাই। [কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া] না—চলেছি, ফির্‌বো না। দেখাই যাক্—আশ্রিত পালন ক'রে তো স্বামী বন্দী, আহত শুশ্রূষা ক'রে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার কি হয়! ঐ বুঝি আহত সৈন্যগণের যন্ত্রণামিশ্রিত আর্ত্তনাদ! যাই—যাই,—চলেছি—ফির্‌বো না। ঐ আবার—আবার সেই বিকৃত স্বর! উঃ কি তীব্র! কি পরিণাম! কি অনুতাপ! এ যন্ত্রণা মানুষের! মানুষ কাটাকাটি করে কেন! [প্রস্থান।

পৃথিবীর কেশাকর্ষণ করিয়া বেণের প্রবেশ।

বেণ। ডাক বসুন্ধরা তব রক্ষাকর্ত্তাগণে,—
উদাসনয়নে জানাইয়া কাতরতা,
চাহ ঐ আকাশের পানে,
যদি কেহ থাকে তথা রক্ষক তোমার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা শঙ্কর,
থাকে যদি তাঁদের সে তেজঃ
রোধিতে বেণের অনিবার্য্য গতি,
বিপদের বন্ধু হোক্,—
অবসর দিলাম তোমায়—
ডাক—ডাক—ডাক বসুন্ধরা!

পৃথিবী। আকাশ! অচল কেন? ভেঙ্গে পড়। মহাসমুদ্র! স্থির কেন? প্রলয় কর। অষ্ট বজ্র! নীরব কেন? বুক পেতেছি—ছুটে এস।

অষ্ট বজ্রের আবির্ভাব ও বেণকে আক্রমণ।

অষ্ট বজ্র। সংহর—সংহর ঐ দুষ্ট দুরাচারে।

বেণ। অহো! প্রলয়ের মহামূর্ত্তি একি!
পিশাচের বিকট তাণ্ডব,
মরণের ভীষণ মুহূর্ত্ত,
শ্মশানের নীরব ভ্রুকুটি,
সব যেন একস্থলে আজ,
দেখায় জগৎছাড়া ঘোর বিভীষিকা!
ওই সেই বিষমাখা রোষের কটাক্ষ,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কত ঝর ঝর ঝরে,

ওই সেই শূন্যস্পর্শী তীব্র হুহুঙ্কার—
কত হাহাকার তায় উঠে মুহুর্মুহুঃ!
ওই সেই বিশ্বধ্বংসী অষ্ট বজ্র বুঝি,
বেণের অস্তিত্বলোপে উগারে অনল!
যোগবলে করিব দুর্ব্বল,
কোথা অষ্ট যোগ? [ধ্যানস্থ হইলেন।]

গীতকণ্ঠে ত্রিশূলহস্তে অষ্ট যোগের আবির্ভাব ও অষ্ট বজ্রে বাধা প্রদান।

অষ্ট যোগ।—

গীত।

তার কি মরণ আছে বজ্র বাড়বানলে,
তথা নাই কাল-অধিকার,
অষ্ট যোগ মোর সহায় যাহার।
একটী গণ্ডুষে সাগর শুকায়ে যায়,
একটী কটাক্ষে অনল তুষার প্রায়,
যোগির অমর স্মৃতি বজ্রধর গায়,
অষ্ট বজ্র ছি ছি তোমরা কি ছার॥

অষ্ট বজ্র। অহো—অসহ্য প্রতাপ,
অষ্ট যোগ শ্রেষ্ঠ ধরা মাঝে।

[অষ্ট বজ্র ও অষ্ট যোগের অন্তর্ধান।

পৃথিবী। [স্বগত] একি হ'লো! যেন একটা স্বপ্ন অলক্ষ্যে এসে অনন্তে মিশে গেল! অষ্ট বজ্রও পরাজিত; জানি না বেণ, কে তুমি!

বেণ। [ধ্যানসুপ্ত নয়ন উন্মীলন করিয়া] কি দেখ্‌ছো পৃথিবি?

ভাব্‌ছো কি? এখনও চিন্‌তে পার নাই? এখন তোমার উপায় কি?
[পৃথিবীকে ধরিতে উদ্যত হইলেন।]

ভল্লকরে অহিতকুমারের অন্তরালে প্রবেশ।

অহিত। বেটা ভাগ্নে! চোরের উপর বাটপাড়ি,—গোপনে গোপনে মামার টাকার হাঁড়ী ফাঁক কর্‌ছো! দেখ্‌লে তো সে দিন, ও মেয়ে মানুষটীর আমার ওপর বেজায় টান ব'লে, তোমাকে মোটেই দখল দিলে না; তবু বাবা ডুবে ডুবে আমার চার ঘোলাচ্ছ! হুঁ—বুঝেছি, তুমি জেগে থাক্‌তে আমার মঙ্গল নাই। দুষ্ট ছেলে কি না—এই দেখ তো ঘুম পাড়াই। [ভল্লাঘাত] বাস্! [প্রস্থান।

বেণ। ওহো—হো! কে—কে—কৈ—কেউ তো নাই! গুপ্তাঘাত! একি ষড়যন্ত্র—একি অত্যাচার! ওঃ ভীষণ আঘাত—বক্ষের যন্ত্রণা কি মর্ম্মান্তিক! না—হ'লো না; হৃদয়ের সমস্ত বল হরণ ক'রে প্রবলবেগে শোণিতপ্রবাহ ছুট্‌ছে! আশা নিষ্ফল—বাহু নিশ্চল—প্রাণ চঞ্চল! বড় পিপাসা—জল—[পতন]।

জলপাত্রহস্তে অলকার প্রবেশ।

অলকা। কে গা—কে গা, জল জল ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে? [বেণকে দেখিয়া] এঁ্যা—তুমি! [চমকিয়া উঠিলেন] পরমেশ্বর! প্রাণে বল দাও।

বেণ। 'কে তুমি মা মঙ্গলময়ী, সর্ব্ব-মধুরতার মাতৃমূর্ত্তি অনুপমা বালিকা? শ্বেত সরোজ-শোভামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী বীণাধারিণীর মত তর্জ্জনী সঞ্চালন সমুত্থিত একটী মাত্র মূর্চ্ছনায়, মোহমূর্চ্ছিত জগতের মহাস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে, কে তুমি মা শান্তিময়ী স্বর্গের ছবি?

অলকা। সে পরের কথা,—এখন জল এনেছি, জল খাও। [বক্ষে

অস্ত্র বিদ্ধ দেখিয়া] একি—তোমার বুকে বর্শা যে ! এস, আগে বর্শা তুলে দিই । [বর্শা উত্তোলন] যাক্, রক্তস্রাবও বন্ধ হয়েছে—আর ভয় নাই । নাও—তুমি স্থির হ'য়ে থাকো, আমি তোমার মুখে জল দিই । [জল দান] প্রাণ ভ'রে খাও ।

পৃথিবী । অলকা !

অলকা । মা !

পৃথিবী । কর্‌ছিস্ কি ?

অলকা । [সগৌরবে] ব্রত কর্‌ছি মা !

পৃথিবী । এ আবার তোর কোন্ ব্রত ?

অলকা । একেই বলে ফলদান-ব্রত মা !

পৃথিবী । এ দানের গ্রাহক কে জানিস্ ?

অলকা । জানি—একজন শত্রু, জানি সে একটা রমণীলোলুপ পাষণ্ড, জানি সে আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীরত্নের বন্দীকর্ত্তা । কিন্তু মা ! শত্রু মিত্র বিবেচনা রাখ্‌লে যে এত ব্রত উদ্‌যাপনের উপায় নাই । যে আমায় ভালবাস্‌বে—যে আমার মাকে ভালবাস্‌বে—যে আমার স্বামীকে ভালবাস্‌বে, শুধু সেই আমার এ দানের গ্রাহক হ'তে পারে, এটা কি নিষ্কামের কথা, না কামনার পূর্ণ উৎসাহ ? এটা কি ত্যাগ, না সংসারের জটিল জড়তা ? তাকে কি বলে ফলদান-ব্রত ? সে যে ফল-গ্রহণ-ব্রত মা !

বেণ । বড় কঠিন ব্রত বালিকা !

অলকা । যতই কঠিন হোক্, বনের গাছে পেরেছে—সে কাঠুরেকেও ফল দিচ্ছে, আর মানুষে পার্‌বে না ? কেন, মানুষ কি এত নীচে ?

পৃথিবী । পার্‌লে হয় ! [প্রস্থান ।

অলকা । সে শক্তি না নিয়ে তোমার মেয়ে এমন একটা কাজে

হাত দেয় নাই মা ! দয়া মিত্রের জন্য নয়, শত্রুর প্রতি দয়াই দয়া ।
[বেণের প্রতি] আর জল খাবে ?

বেণ। না—আর জল খাবো না ।

অলকা। এইবার বুঝি আমার জল কটু লাগ্‌ছে ?

বেণ। জলের এত মিষ্টতা বুঝি কখনও পাই নাই মা ! [উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।]

অলকা। একি, উঠ্‌লে যে,—বল পেয়েছ ?

বেণ। যে বল পেয়েছি, এ বল পূর্ব্বে তো কৈ ছিল না মা ! এ যে অদ্ভুত বল—এ যে অলক্ষ্যের বল—এ যে স্বর্গীয় বল। মা ! করুণার অভিন্নমূর্ত্তি ! জগৎ-চক্ষের অলক্ষিত বাৎসল্যের প্রত্যক্ষ প্রতিমা, বল দেখি মা ! কে তুই জ্যোতির্ম্ময়ী চিরহাস্য-প্রফুল্লিতা, একটীমাত্র মধুর বিকাশে সংসারের এমন সূচিভেদ্য অন্ধকার কেটে দিলি ? মা ! মা ! দয়াময়ি ! কিন্তু বড় ব্যথা পেয়েছি মা ! তোর এ অনুগ্রহ অপেক্ষা আমি বুক পেতেছি, তোর বুকের আগুন নেবা—প্রতিহিংসা সাধন কর্—পতি-নিগ্রহের প্রতিশোধ নে। [নতজানু হইয়া বুক পাতিলেন ।]

অলকা। আবার কি প্রতিশোধ চাই রাজা ? তুমি যে মুখে আমার জীবনধনের বন্দী-আজ্ঞা দিয়েছ, তোমার সেই মুখে জল দিলাম,—এই আমার আগুন নির্ব্বাণ—এই আমার প্রতিহিংসা সাধন—এই-ই ক্ষত্রিয়-বালার জলন্ত প্রতিশোধ ।

[প্রস্থান ।

বেণ। যেন একটা প্রকৃতির বিচার—যেন একটা তর্কের মীমাংসা—যেন একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্বের গায়ে বিদ্যুতালোকের মত পড়্‌লো,—একটা জিনিষ দেখা গেল ।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

সভাসদ্ চতুষ্টয়।

১ম সভাসদ্। এই ধর কিস্তি।

২য় সভাসদ্। বাস্, একদম মাৎ।

৩য় সভাসদ্। তোমরা ঘরে ব'সেই কিস্তি মাৎ কর্‌ছো হে! ব্যাপারটা ছোট খাট নয়,—যুদ্ধের খবরটা নাও।

৪র্থ সভাসদ্। নেবার দরকার হয়, আপনি একটু এগিয়ে যান না মশায়!

১ম সভাসদ্। আমরা কি খেলা কর্‌ছি হে? দেখ্‌ছো না, ঐ যুদ্ধ-চিন্তাতেই মাথা দিয়ে রেখেছি; নইলে কিস্তি ফেল্‌ছি কোথায়?

২য় সভাসদ্। বাবা, একেবারে যেন রাজার ঘাড়ে।

৩য় সভাসদ্। পাছে ও কিস্তি চেপে, নিজের ঘাড়ে ঘোড়ার কিস্তি পড়ে, তাই ভাব্‌ছি মশায়!

৪র্থ সভাসদ্। মশায়েয় দেখ্‌ছি, ভাবনার একটানা স্রোত চলেছে। আচ্ছা, ভয় নাই—ক'মে যাবে—বৈদ্য ডাক্‌তে পাঠিয়েছি,—এখনি হাসির ফোয়ারা উঠ্‌বে। ওই যে চাঁদেরা চরকসংহিতার অনুশীলনী খুলে আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

দীর্ঘ বিরহ অবসান, আজি স্বর্গীয় দান প্রতিদান,
আজি তপ্ত হৃদয়ে উৎসপ্লাবিত, সোহাগের স্মৃতি বলবান।

বুঝি হেসেছিল আজ প্রকৃতি,
বুঝি ভেসেছিল ভালে সুকৃতি,
আজি বয়েছিল বুঝি প্রভাত-সমীর, মদনের অঙ্গ দোলায়ে,
আজি সেজেছিল বুঝি সুসময়ে ঊষা, বিধাতার মন ভুলায়ে,—
তাই অধরের হাসি নয়নের জলে চলেছে ভাবের জলযান,
তাই অবনীর সব মেশামিশি বঁধু গাহিতে প্রেমের জয়গান।

[প্রস্থান।

সকলে। সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর!

চিন্তারামের প্রবেশ।

চিন্তারাম। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়! বাবা, ও বিদ্যের দল যখন যাদুবিদ্যের থলি ঝেড়েছে, তখন সুন্দরের কথা আর বল্‌তে! এখন কথা হ'চ্ছে, মশায়রা যখন যুদ্ধেই এসেছেন, তখন সব সরঞ্জাম কটা ঠিক ক'রে আন্‌তে ভুল্‌লেন কেন?

সকলে। কি বাকী দেখ্‌লেন মশায়?

চিন্তারাম। তাকিয়ে আর আলবোলা। যুদ্ধ কর্‌তে গেলেই প্রধানতঃ তিন্‌টে জিনিসের দরকার,—মেয়ে মানুষ—বিছানা—তামাক। বাস্, তা হ'লেই কেল্লা জয়। মশায়দের প্রথমটার বেশ আঞ্জাম দেখ্‌লাম, এখন যুদ্ধ বাধ্‌লেই মুণ্ডু ঘুরে যাবে। কত আড়নয়নের চোখা চোখা বাণ পলে-পলে বুকের ওপর ধাঁ-ধাঁ ক'রে এসে পড়্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ধাক্কায় পতন ও মূর্চ্ছা যেতে হবে। তখন মশায়, পিছনে তাকিয়ে না থাক্‌লে শরশয্যাটা হ'চ্ছে কোথায়? আর সেই সঙ্গে যদি তামাকের ধোঁয়ায় মনের মশা না উড়িয়ে দিতে পারেন, তবে সম্মুখ-রণে চৌদ্দ পোয়া হ'য়ে স্বর্গলাভটা হ'চ্ছে কি ক'রে?

৩য় সভাসদ্। নরক—নরক এটা গর্ভীর নরক!
হে ব্রাহ্মণ!
কেন এলে এ ঘোর নিরয়ে?
সুরাস্রোত চলে অবিরাম,
ভেসে যায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম এ জগৎ হ'তে।
নর্ত্তকীর তীব্রকণ্ঠে উঠে হলাহল,
অমিয় ভাবিয়া তায়
প্রাণ ভ'রে করিতেছি পান,—
খেলিছে বিদ্যুদ্দাম কুলটা-কটাক্ষে,
ভাবি তায় স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক।
ওই দেখ—ওই দেখ দ্বিজ!
বিশ্বখানা চেয়ে আছে বিমুগ্ধ-নয়নে।
চাহ যদি কর্ত্তব্য পালন,
দেখে থাক যদি অপাঙ্গ-ঈক্ষণে
ধরমের মনোরম রূপ,
থাকে যদি ঈশ্বরে আশঙ্কা,
স'রে যাও—স'রে যাও,—
করযোড়ি হে দ্বিজসত্তম!
এ পাপ শিবির হ'তে
বহু দূরে যাও।
নরক—নরক এটা গভীর নরক!

১ম সভাসদ্। এখন মশায় যুদ্ধের খবর কিছু জানেন?

চিন্তারাম। খুব জানি, তবে এ কোন্ দেশী যুদ্ধ বাবা—তা জানি না। না পেলাম দুটো বোল্ শুন্‌তে, না গেল কাণে দুটো আওয়াজ,—

একেবারে এসে বল্লে, "তুমি বন্দী।" বাস্—বন্দী তো বন্দী! মহারাজ ক্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখ্লেন, চারিদিক ঘেরাও। এ কোন্ জঙ্গলী যুদ্ধ বাবা! কি করবেন—মহারাজ তো সেই মাগে-খেদান বুড়োটার দমে প'ড়ে বন্দী হ'য়েই চল্লেন; শুনছি, মহারাণীও না কি সেই দিকেই ছুটেছেন। দেখে শুনে আমি বাবা, তোমাদের দলে এসে পড়েছি।

২য় সভাসদ্। এঁ্যা—বলেন কি মশায়! তা' হ'লে আমাদের উপায়?

চিন্তারাম। উপায় আর কি? এ সময় ভদ্রলোকে যা ক'রে থাকেন —চোক বুজে শ্রীহরি-দুর্গা।

৩য় সভাসদ্। পলায়ন! চির-গৌরবময় কাঞ্চিপুরের পারিষদ্‌বর্গের পলাতে একটু লজ্জা হবে না?

৪র্থ সভাসদ্। লজ্জা আবার কিসের মশায়?

চিন্তারাম। তা বৈ কি মশায়! ওঁরা তো আর আপনার মত নেহাৎ মেয়েমানুষ নন্ যে, চল্‌তে—বস্‌তে—খেতে—শুতে সব কাজে একটু ক'রে লজ্জা মাখিয়ে রমণীত্ব বজায় রাখ্‌বেন! ওঁর হচ্ছেন তাজা পুরুষ মানুষ, ওঁদের আবার লজ্জা কিসের? মশায় গো! য পলায়তে, স জীবতি। এখনই এদিকে এসে পড়্বে।

১ম সভাসদ্। তবে তো আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়।

২য় সভাসদ্। শিব—শিব, ও শুভস্য-শীঘ্রম্। [গমনোদ্যত]

৩য় সভাসদ্। আরে আরে ধূর্ত্ত ফেরুদল!
আরে আরে বিশ্বাসঘাতক!
পলায়ন? পৃষ্ঠ-প্রদর্শন?
যে রাজা প্রজার তরে
বিসর্জ্জিয়া ঐহিক কামনা,
ছুটিয়াছে কৃতান্তের মুখে,

সুনীথা। কে—বাবা! পশ্চাতে ও কে?

অহিত। চিন্‌তে পার্‌বে না দিদি! আর তো সে চোখ নাই; এখন রাজরাণী হয়েছ,—এত বড় একটা রাজ্য নিজের হাতে শাসন কর্‌ছো!

সুনীথা। রাজ্যশাসন আর কোন্‌খানটায় রইলো ভাই?

অহিত। হুঁ,—তা বটে! বেণের এতদূর করাটা ভাল হয় নাই। যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি। দিদি! সংসারটাই এই রকম।

সুনীথা। তাই বটে অহিত! নইলে নিজের স্বামী—যার জন্য মর্‌তে প্রস্তুত ছিলাম, সে আজ ছুড়ে ফেলে দেয়! ওঃ—কি করি!

অহিত। তা দেখ—তোমার স্বামী,—মার্‌তেও তুমি আর রাখ্‌তেও তুমি।

মৃত্যু।
সুনীথা! আকাশের পানে
কি দেখিছ উদাসদৃষ্টিতে?
কি ভাবিছ হতাশহৃদয়ে?
উন্মত্ত শৃগাল করে ভীম পদাঘাত,
স্তম্ভিতহৃদয়া তুমি বৃকোদরবালা?
এখনও সুপ্তা তুমি দলিতা ফণিনী?
দেখাবার হ'লে হায় রে সুনীথা!
বুকটী চিরিয়া আমি দেখাতাম তোরে,
কি ছার সে দাবানল-শিখা—
ভীম অপমান-বহ্নি জ্বলিছে যা হৃদে।
কালকন্যা তোর একি ব্যবহার,
কার ভ্রূকুটীতে হেন আত্মহারা?

সুনীথা। [স্বগত] তাই হোক্; দেখা যাক্, পতনের নিম্ন স্তর কোথায়। উঠেছি—পড়্‌বো; যারা ওঠে না, তারা পড়েও না; তবে

তাতে আর লজ্জা কি? [প্রকাশ্যে] বাবা! তা হ'লে এবার রাজা হবে কে? বেণকে তো আর বিশ্বাস নাই।

মৃত্যু। কেন, তোমার সহোদর?

সুনীথা। অহিত?

অহিত। হ্যাঁ দিদি! আমি আজকাল ভদ্রলোক হয়েছি। দেখ্‌ছো না—চুল ছাঁটায় মালুম পাচ্ছ না? কেয়া টেরী—কেয়া ছড়ি—কেয়া মনমজানো ঢং,—এ সব ভদ্রলোক না হ'লে হবার যো আছে? আর দেখ দিদি! ভেবো না,—নেশা-টেশাগুলো একদম ছেড়েছি—তাদের ছাওয়ায় আর চলি না। তবে সিদ্ধিটা—হজমী কি না, ওটা বৈদ্যেরা ওষুধেও ব্যবহার করেন, তাই ভেবে ওটায় তাচ্ছিল্য করি না। চরস—ও তো চোখের নেশা,—দু পাঁচশো দফা চল্‌লেও ভদ্রলোকের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারে না, তাই আজকাল আর শুধু তামাকটা খাই না। আর গাঁজাটা—জান দিদি! ওটার একটা গুণ কি—বেশ মাথা খোলসা রাখে,—তাই সাধু সন্ন্যাসীরা খায়। তাই বলি কি না—সাধুদের পথ তো ছাড়্‌তে নাই,—তবে ভদ্রলোকের ছেলে—নেহাৎ সাধু হ'য়ে ব'য়ে যাবো, তাই সকাল-সন্ধ্যে দু-চারবার রেখেছি। আফিং—ও তো জানই দিদি! ছেলেবেলা হ'তে আমার পেটের অসুখ—ও না খেলে বাঁচবোই না। তবে গুলিটা—হুঁ—ওটা বদ নেশা বটে, ওটার সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে আমার মোটেই ইচ্ছা নাই, কিন্তু কি কর্‌বো দিদি! সেই আড্ডার পাশ দিয়ে গেলেই, সেখানকার সেই ছেঁড়া চেটা, ভাঙ্গা কল্‌কে সবাই ছুটে এসে আমার প্রাণখানা নিয়ে টানাটানি করে; কি করি, ভদ্রলোক হয়েছি, কাজেই ভদ্রলোকদের মুখ এড়াতে পারি না। আর মদ—ও তো ছাড়্‌লে চল্‌বেই না, কারণ ওটা আমীরী—রাজা-রাজড়াই নেশা; বরং ওটার মাত্রা না বাড়াতে পার্‌লে আজকাল বিশিষ্ট ভদ্রলোক হবার উপায়ই নাই।

আর একটা হ'চ্ছে কি—নাচ-গান—মেয়ে মানুষের নেশা ; তা যদি বল—ওটা ছাড়্তে প্রস্তুত আছি, তবে কি না—বহুদিনের অভ্যাস—বন্ধ থাকৃতে গেলে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনেও ও নেশাটা এসে পড়ে। দিদি! আর তোমার সে ভাই নাই—আর এ চরিত্রে এক ফোঁটা গলদ পাবে না। রাজা কর্‌তে কিছুমাত্র ভেবো না।

স্থনীথা। [স্বগত] এ রাজ্যের রাজা আজকাল এই রকমই দরকার, শাসন তো কর্‌বো আমি। [প্রকাশ্যে] এখন কি কর্‌তে হবে বাবা?

মৃত্যু। হত্যা—হত্যা—জ্বলন্ত অপমানের ভীষণ প্রতিশোধ একমাত্র হত্যা।

স্থনীথা। স্বামীহত্যা!

মৃত্যু। কার স্বামী—কিসের সম্বন্ধ?
মায়ার বিরাট খেলা সংসারের বুকে,—
মোহান্ধ মানব
বুঝিয়া বোঝে না শুধু ভ্রমে ভেসে যায়।
পথের পথিক সবে পান্থশালে আসি
দু-দিনের তরে সম্বন্ধ পাতায়,
চ'লে যায় যথাকালে যথাস্থানে তার।
কেউ কারো নয় রে স্থনীথা!
স্বামী মাত্র যৌবনের প্রিয় সহচর।
খুলিয়া পরাণ হ'তে মায়া-আচ্ছাদন,
ভুলিয়া জগৎ সনে অসার সম্বন্ধ,
ধর্ দেখি দৃঢ়করে শাণিত ছুরিকা,
কিছুতেই রহিবে না কোন দ্বিধাবোধ।

স্থনীথা। কার দ্বিধাবোধ পিতা?

স্বনীথার দ্বিধাবোধ গেছে বহুদিন।
যে দিন তোমার অংশে লভিয়া জনম,
কালকন্যা ভয়ঙ্করী বেশে
দাঁড়ায়েছি সংসার-মঞ্চেতে,
সেই দিন হ'তে এ হৃদয়
বিনিময় হ'য়ে গেছে নরকের সনে।
ছার স্বামীহত্যা!
তোমার তনয়া আমি—
মুহূর্ত্তেকে মরুভূমি করিতে জগৎ,
সদাই প্রস্তুত পিতা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে।
চল পিতা করিগে মন্ত্রণা,
কি উপায়ে করিব এ অসাধ্য সাধন।

[মৃত্যুসহ প্রস্থান।

অহিত। না—বাবা বেটাকে যতদূর পাষণ্ড মনে করা গিয়েছিল, ততটা নয়। এর ভিতর খেলা আছে, আমায় রাজা কর্‌বার জন্যেই ঘুর্‌ছিল। সাবাস্‌ বেটা বাবা, তোমায় নিয়ে দু-গেলাস মদ খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। তা যাক্‌, সময় আছে; একবার সিংহাসনটায় বসি তো, তারপর দেখ্‌বে বাবা, তোমার খাতির রাখ্‌তে পারি কি না। এ তোমার কৃতজ্ঞ ছেলে—মদের জালায় বসাবো—ফূর্ত্তির ফোয়ারায় ভাসাবো—সোণার হাসি হাসাবো—আর মনমোহিনী চাঁদবদনীদের প্রেমের ঘেরায় ফেলে একেবারে স্বর্গে তুলে দেবো। তখন বুঝ্‌বে, এ ছেলের বেটা ছেলে কি না? অহো কি ফূর্ত্তি! রাজা হবো—হুঁ—হুঁ বাবা—রাজা হবো! যাই—আজ বড় মজার দিন, নেশাটা একটু চড়্‌কাল্‌ রকম কর্‌তে হবে। হাঁ, তারপর সেই মাগীটা—সেটা চাই-ই। বেশ বাবাজি! দানা পেয়ে

এসেছ বটে! সে দিন বড় এড়িয়ে গেছ, আর হ'চ্ছে না ; স'রে পড় বাবাজী—স'রে পড়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর সংলগ্ন পথ।

অঙ্গ।

অঙ্গ। সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে! সংসার যেন একটা জটিল রহস্য—মানুষ যেন একটা বিরাট আশ্চর্য্য—প্রণয় যেন একটা স্বপ্নময় সমস্যা! সেই পুত্র—সে আজ আমায় অবাধে সিংহাসন ছেড়ে দিলে,—সেই স্ত্রী—সে আজ আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নিলে,—আর সেই আমি—আজ আবার গ'লে গেলাম। তাই বলি, সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে। [অন্তঃপুর অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন।]

বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। এখন কোথা যাবে রাজা?

অঙ্গ। এই—একটু বিশ্রাম করতে।

মন্ত্রী। ওদিকে কোথায়?

অঙ্গ। শয়নকক্ষে।

মন্ত্রী। যেও না রাজা! আর এক পা যেও না। আজ শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে গেলে কর্ম্মক্ষেত্রে অঙ্গরাজের চির-বিশ্রাম হ'য়ে যাবে।

অঙ্গ। বুঝতে পারলাম না যে মন্ত্রি!

মন্ত্রী। বুঝ্তে পার্‌লে না রাজা! এত দেখে শুনেও চোখ ফুট্‌লো না? রাজা! তুমি তো জান, তোমার দেবমন্দির পিশাচের লীলা-নিকেতন। আজ তোমার শয়নকক্ষেও শমনের পূর্ণাধিকার রাজা! স্বকর্ণে শুন্‌লাম—আজ তোমার বক্ষস্থিতা সর্পিনী তোমায় অলক্ষ্যে দংশন কর্‌বে। আজ তোমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী—যাকে এই মাত্র ক্ষমা ক'রে এলে, সেই পাপিষ্ঠা ঐ কাল-শয়নকক্ষে নিদ্রিতাবস্থায় সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে, ঐ উদ্যম-ভরা বুক বিদীর্ণ ক'রে তাদের পাপ পথের কণ্টক দূর কর্‌বে। গুপ্ত মন্ত্রণার খুব নিকটেই ছিলাম; মনে কর্‌লাম—দুটো কথা বলি, কিন্তু রাজা! পার্‌লাম না,—চোখ ফেটে জল এলো—বুকখানা কেঁপে উঠ্‌লো—মুখে আর কথা এলো না। তবু আশাখানা একেবারে যায় নাই ব'লেই মনে মনে সংসারটাকে শত ধন্যবাদ দিয়ে, তোমার কাছ পর্য্যন্ত ছুটে আস্‌তে পেরেছি।

অঙ্গ। কি জন্য এলে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। যদি তোমায় কোন প্রকারে বাঁচাতে পারি।

অঙ্গ। আমায় বাঁচাবার চেষ্টা! পাগল! জান না—মৃত্যুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ খুব নিকট? আরও যে জন স্বরাজ্য তো দূরের কথা, স্বীয় পত্নী, পুত্রকে স্ববশে রাখ্‌তে পারে না, তার হাস্যাস্পদ জীবনরক্ষায় ফল?

মন্ত্রী। জানি না। তবে আশা, ঐ একটী জীবন রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে, ভবিষ্যতে কত জীবের জীবন রক্ষা হ'তে পারে।

অঙ্গ। মন্ত্রি! জগৎ কেন তোমার মত হয় না! মানব কেন ঐ হৃদয়ের অনুকরণ করে না! সংসার কেন সকল ছেড়ে, তোমার কাছে গোটাকতক উপদেশ শোনে না! তা হ'লে এ খেলাঘরটা কত আমোদের হ'তো বল দেখি? যাক্, ভাঙ্গা প্রাণ যোড়া দিয়ে তো ছুটে এসেছ, এখন কি কর্‌তে বল?

মন্ত্রী। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] কি করতে বলি! রাজা! বলি বলি বল্‌তে পার্‌ছি না।

অঙ্গ। বুঝেছি মন্ত্রি! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, সাহস, আশা, কর্ম্ম, সব ছেড়ে, নামটী পর্য্যন্ত গোপন ক'রে বনে যেতে হবে—নয়? যেতে পারি, —যাবার সময়ও বটে, কিন্তু মন্ত্রি! কি জন্য বনে যাই বল দেখি? লোকে যায়—স্ত্রী, পুত্রের করে রাজ্য দিয়ে তপস্বীর বেশে বানপ্রস্থে—কামনার জীবন লয় কর্‌তে,—আমায় যেতে হবে—স্ত্রী, পুত্রের জটিল চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে, চোরের ন্যায় নির্জ্জনে ঘৃণিত জীবন রক্ষা কর্‌তে; অনেক প্রভেদ। স'রে যাও মন্ত্রি! তোমার কথা রাখ্‌বো না। মর্‌তে হয়, জন্ম-ভূমির বুকে শুয়ে মর্‌বো; সে মরণে শান্তি—সে মরণে স্বর্গ—সে মহা-মরণে যাতায়াতের চির-বিরাম।

[গমনোদ্যত।]

মন্ত্রী। [বাধা দিয়া] যেও না—যেও না রাজা! তোমার দুটি হাতে ধর্‌ছি, আজ আমার একটা কথা রাখ। ও যাদুঘরে যেও না,—অমন তাজা রক্তটা রাক্ষসীর মুখে ধ'রো না,—আমার আশাভরা প্রাণখানাকে মহা-শ্মশান ক'রো না। রাজা! তুমি গেলে আর তেমন ক'রে বিপন্নকে কে কোলে তুলে নেবে? তুমি গেলে আর কে নিজের চোখ দুটো দিয়ে পৃথিবীর চোখের জল বন্ধ কর্‌বে? আমি এমনিধারা ছুটে এসে কার কাছে দুটো প্রাণের কথা জানাবো রাজা? যেও না—যেও না রাজা! মান, অপমান মেখে নিয়ে আর দিনকতক প্রাণটাকে রাখ, কৃপানাথ মুখ তুলে চাইবে না কি? না চায়,—নাই—নাই; তখন তার খোলাঘর সাধের পৃথিবীখানা দু-জনে ধ'রে কোন অতল মহাসমুদ্রে ফেলে দিয়ে—বাস্, সবাই মিলে ভেসে পড়্‌বো। এখন বনেই যাও। আর তাতেই বা দুঃখ কি? একদিন রাজভবন, একদিন বন,—এ তো তোমাদের রাজ-

লক্ষ্মীর ছলনা প্রতি মুহূর্ত্তে। আর তাও বড় মন্দ নয়—এ পাপ সংসার হ'তে বনে খুব শান্তি।

অঙ্গ। এখনও শান্তির আশা রাখ মন্ত্রি? বনে গিয়ে শান্তি পাবো? আমায় দেখে যে সেখানকার তরু-লতা পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করবে! যেতে বলছো—যাই, শান্তির কথা তুলো না। এখন তুমি কি করবে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আমি! আমায় আরও দিনকতক এই পোড়া ঘরেই থাকতে হবে। যদি এই পাষণ্ডদলের মধ্যে একটাকেও কমিয়ে যেতে পারি, তা হ'লেও পৃথিবীটা অনেকটা হালকা হবে। তারপর যেখানে প্রাণ, সেইখানেই দেহ। তবে রাজা! আর বিলম্ব কেন?

অঙ্গ। না—বিলম্ব অনুচিত। ঘোর রাত্রি—চোরের এ একটা মাহেন্দ্রক্ষণ বটে! তাই ভাবছি মন্ত্রি! বনের পথ কখনও জানি না,—সঙ্গে কে যায়!

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

নরক হইতে তুলেছ যারে সেই যাবে আজ সঙ্গে।
সে বিনা এ পারে কেউ নাই সাথী ল'য়ে যেতে রাজা অঙ্গে।
না ডাকিতে আমি এসেছি গো তাই,
এস রাজা এস সেথা চ'লে যাই,
যেথা সুখ দুঃখে কোন ভেদ নাই ভাসিছে ভাবতরঙ্গে।

অঙ্গ। তুমিই সঙ্গে যাবে? বেশ—বেশ! রাজার বন্ধু সন্ন্যাসী,—মিলবে ভাল। আচ্ছা সন্ন্যাসি! এখন যেথা নিয়ে যাচ্ছ, সে দেশ এ রাজ্য হ'তে স্বতন্ত্র বটে তো?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মাঝে মায়ার বেড়া যাওয়া কি তামাসা,
এ দেশে স্বার্থ, সেথা ভালবাসা,
এ তো কালের বশ, তথা কালো রাজা সেই ললিত ত্রিভঙ্গে॥

অঙ্গ। আর না—তবে আর বিলম্ব করবো না। সন্ন্যাসি! শীঘ্র ল'য়ে চল—যথা কালো রাজা সেই ললিত ত্রিভঙ্গে। বিদায় মাতঃ রাজ-লক্ষ্মী! বিদায় মাতঃ জন্মভূমি! মন্ত্রি! তবে আসি।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আসার আশা আর রেখো না হৃদয়ে,
হেথা যত জ্বালা যাওয়া আসা ল'য়ে,
(এস) যদি যেতে পার, যাওয়ার মত হ'য়ে ছাড় এ ভুজঙ্গে।

[অঙ্গের হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান।

মন্ত্রী। চ'লে গেলে—চ'লে গেলে সন্ন্যাসি! দেহ হ'তে প্রাণখানাকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেল? যাও—যাও—যত্নে রেখো, স্বেচ্ছায় তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। ভবিষ্যতের কোন অলক্ষ্য আশায় প'ড়ে, রাজ্য-খানাকে আজ প্রকৃতই শ্মশান ক'রে ফেল্‌লাম। যাও রাজা! ভেবো না, আর পাছুদিকে তাকিও না। যে মহাপুরুষের সঙ্গ নিয়েছ, এ পাপ রাজ্যে আসা দূরে থাক্, বোধ হয় তোমায় আর এ সংসারে ফিরতে হবে না। যাই—আমিও যাই, এই অবসরে পাষণ্ডদের চোখ ফোটাতে পারি কি না দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী-অন্তঃপুর—অঙ্গের শয়নকক্ষ।

বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্যদেহ স্কন্ধে লইয়া দুইজন অনুচরের প্রবেশ ও শয্যায় স্থাপন।

১ম অনুচর। ওঃ! শালা কি ভারী রে!

২য় অনুচর। টাকাগুলি কেমন চক্‌চকে মিঠে বল্ দেখি?

১ম অনুচর। তা না হ'লে আর কোন্ শালা তোর এ কাজে হাত দিতো? ঐ টাকার মধুর আওয়াজেই তো প্রাণখানার ভোল ফিরিয়ে, এক বেটা রাস্তার মাতালকে অন্দরে—একেবারে খোদ মহারাণীর খাস বিছানায় তুলে দিলাম। বাবা—টাকা বড় জিনিষ রে!

২য় অনুচর। আরে মুখ্যু! কাণ্ডটা কিছু বুঝ্‌লি? ঘর হ'তে টাকা খাইয়ে এ কাজ করাতে, মন্ত্রীমশায়ের এত মাথাব্যাথা কেন বল্ দেখি?

১ম অনুচর। মহারাণীর হুকুম। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, তোর মহারাজকে তো এক রকম সব বিষয়েই বে দখল ক'রে তুলেছে। প্রেম—প্রেম,—বুঝ্‌লি, এ সব রাজা-রাজড়ার ঘরের বাস্ত-প্রেম। এ কথা যদি মিথ্যে হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়।

২য় অনুচর। দূর মুখ্যু! এত বড় মহারাণী কখনও একটা মাতাল ধ'রে আন্‌তে পারে?

১ম অনুচর। খুব পারে চাঁদ, পিরীতের পেরেত-পেত্নী বিচার নাই।

২য় অনুচর। আচ্ছা ভাই! লোকটা কে দেখি আয়। [বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত।]

সহসা মন্ত্রীর প্রবেশ ও সভয়ে অনুচরদ্বয়ের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হওন।

মন্ত্রী। অবিলম্বে যাও অন্তরালে,
কেন হেথা আর?
যথাযোগ্য পাবে পুরস্কার।

[অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

তমোময়ী যামিনী গো!
আছে কি তোমার গর্ভে একটু আলোক?
যদি থাকে—দাও নিবাইয়া,
হ'য়ে যাক্ বিশ্বখানা ঘোর ভয়ঙ্কর।
তব ও কালিমা-বক্ষে কর্ম্ম-তূলিকায়,
আজি মা আঁকিয়া দিই একটী ঘটনা—
নূতন—কল্পনাতীত—বিভীষিকাময়ী।
আরে আরে মদ্যপায়ী অচৈতন্য যুবা!
পিতা তোর কালরূপী বুভুক্ষু রাক্ষস,
ভক্ষ্য তার লক্ষ্যের অতীত,
তাই আজ তোর রক্ত দিব তার মুখে।
ঘুমাও গভীর ঘুমে অঙ্গরাজবেশে,
ঐ বুঝি আসে পাপীয়সী!

[প্রস্থান।

ছুরিকাহস্তে ধীরে ধীরে সুনীথার প্রবেশ।

সুনীথা। বলেছেন পিতা—
"কেউ কারো নয় রে সুনীথা!
স্বামী মাত্র যৌবনের প্রিয় সহচর।"
আশায় বাঁধিয়া বুক,
আঁধারে ঢাকিয়া আঁখি,
ধরিয়া স্বার্থের করে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা,
তাই আজ স্বামীহত্যা!
না—না—কার স্বামী?
কেউ কারো নয় রে সুনীথা!
স্বামী মাত্র যৌবনের প্রিয় সহচর।

[শয্যায় উপবেশন]

রাজা! ঘুমালে স্থবির!
দেখিছ না—এ ঘুমের মহাশক্তি দানে,
অলক্ষ্য প্রদেশ হ'তে ধীর-পাদক্ষেপে
একটী অনন্ত ঘুম আসিছে নামিয়া?
জাগো—জাগো রাজা!
না—না নিতান্তই কালপূর্ণ তব।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

একি—একি—স্খলিত হস্তের অস্ত্র,
কম্পিত রাক্ষসী তনু,
ভাসিল হৃদয় এক অপূর্ব্ব স্মৃতিতে!
কোথাকার স্মৃতি?

প্রথম জীবনে মোর ওই বৃদ্ধরূপী,
ভাবিয়া রমণীমূর্ত্তি মহাশান্তিময়ী,
কতই স্নেহের—কতই প্রেমের—
কত ভালবাসামাখা চিত্রপট
পলে পলে ধরিয়া নয়নে,
দিয়েছিল বুকে স্থান অবাধে সোহাগে,—
ওর কৃপাবলে আজ রাজ্যেশ্বরী আমি।
দূর হও পূর্ব্বস্মৃতি !
জান না কি স্বার্থপর সমগ্র সংসার ?
সে দিন ফুরায়ে গেছে ভাবিয়াছি এবে,
স্বামী মাত্র যৌবনের প্রিয় সহচর।

[ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

আবার—আবার ঐ কে রে অলক্ষ্যে
কাড়িয়া সজোরে যত হৃদয়ের বল,
নয়নে ঢালিয়া দেয় তপ্ত অশ্রুরাশি !
মায়া ! মোহন মুরলীকরে
অদূরে দাঁড়ায়ে গাও মাতানো সঙ্গীত,
মিলাইতে চাও সেই সুরে
ভগ্ন মম মরম-বীণায় ?
এ হেন পাষাণ ভেদে আশা তব মায়া ?
নাই গো সে কাল আর, ছার মায়া তুমি,
তোমার সৃজনকারী আসে যদি আজ
ল'য়ে তার যাবতীয় সৃষ্টির বৈচিত্র্য,
সুনীথার দীপ্ত চোখে প'ড়ে

বহুদূরে যাইবে সরিয়া।
বলেছেন পিতা—
"কেউ কারো নয় রে সুনীথা,
স্বামী মাত্র যৌবনের প্রিয় সহচর।"

[ছুরিকাঘাত]

মনুষ্য। অহো—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! অহো—হো! [সুনীথার পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত।]

সুনীথা। [রক্তাক্তকলেবরে শয্যা হইতে উঠিয়া] বাস্! সংসার! দেখে নাও—যদি নরক থাকৃতে হয়, অন্ত আর কোথায়,—তোমারই তমোময় গর্ভে। মানব! যদি রাক্ষসমূর্ত্তি দেখ্‌তে চাও, কোথাও যেতে হবে না,—চোখ মিলে দেখ—সে ভীষণ মূর্ত্তি তোমাদেরই মধ্যে। রমণি! যদি স্বাধীনতার দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে অন্তর্দ্দাহ-জ্বালার উপশম করৃতে চাও, তবে স্বামীর এই উত্তপ্ত রক্তে। [প্রস্থানোদ্যত]

বেণের প্রবেশ।

বেণ। [সম্মুখে ছুরিকাহস্তে রক্তাক্তকলেবরা সুনীথাকে দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ের সহিত বলিলেন] ওকি মা! ওকি মা! ওকি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মা! করীন্দ্রদলনা কেশরিণীর মত—নরবক্ষবিদারিকা রাক্ষসীর মত—অসুর-বিমর্দ্দিনী চামুণ্ডার মত মহাশ্মশানক্ষেত্রে মহোল্লাসে তাথৈ তাথৈ নাচ্‌ছিস্! বিকট গর্জ্জনে প্রকৃতির নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, চিত্তহারা মানবপ্রাণে ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার ক'রে দিচ্ছিস্! ওকি মা! তোর সর্ব্বাঙ্গে ও শোণিতধারা কিসের?

সুনীথা। কিসের? চিন্‌তে পার নাই বেণ? এ যে তোমার আত্মার চির-পরিচিত—তোমারই পিতৃরক্ত প্রাণাধিক!

বেণ। [চমকিয়া] কি কহিলে মা !
ওই রক্ত আমারি পিতার ?
পিতৃরক্ত মাতৃকরে মোর ?
অহো—স্বেচ্ছাচারময় এ সংসার !
কে বলে রে কর্ম্মাধীন ভবে ?
কর্ম্ম যদি থাকিত হেথায়,
কর্ম্মফল যদি ফলিত মানবে,
এই দণ্ডে তবে—
রমণীরূপিণী ওই রাক্ষসী মূর্ত্তিটী
করিয়া জগৎছাড়া হরিতে ভূভার,
আসিত রে তার তুলাদণ্ড ল'য়ে।
কে করে প্রভেদ জ্ঞান স্বরগে নরকে ?
নরক বলিতে যদি থাকিত রে কিছু,
তা হ'লে সে আজ
ঘোর হুহুঙ্কারে স্তম্ভিয়া জগৎ,
বিস্তারিয়া ক্লেদভরা বিশাল গরভ,
নিশ্চয় আসিত ওই পাপিষ্ঠার তরে।
নাই ভবে রাজা ভিন্ন অন্য বিচারক।
তা যদি থাকিত,
পতিহন্ত্রী ও মহা পাপিষ্ঠা
এখনও দাঁড়ায়ে রয় নিশ্চল চরণে !
নিশ্চয় আসিত তার ভীমবেশী চমূ,
লৌহময় সুতপ্ত মুদ্গরে
পলকে পাপিষ্ঠা-শির বিচূর্ণ করিতে।

কিছু নাই—কেহ নাই ভবে.
আমি তবে করিব বিচার।

[অসি নিষ্কাশন]

গীতকণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রবেশ ও অস্ত্রধারণ।

জ্যোতির্ম্ময়—

গীত।

বিচারের নাই অধিকার, ভবের ব্যাপার এমনি ধারা।
এ খাঁচাকল বিধির পাতা, আপনি হবে ইন্দুরমারা।
তার বিচারের আচ্ছা বাঁধুনি,
সেথা চোখ চলে না, ছুঁচ গলে না, মানে না মায়া-কাঁদুনি,—
কান্নার হেতু বেশী হাসি,
সেই গরবে গেল শশী,
তার সোণা মুখে ঢেলে মসী, ঘুরিয়ে দিলে রূপের নাড়া।

[প্রস্থান।

বেণ। তাই হোক্—
দেখা যাক্ খেলাটার শেষ।

[অসি কোষবদ্ধ করিলেন]

যাও পিতা যোগভ্রষ্ট যোগী,
হ'লো না এ জনমেও যোগের সমাধা।
যাও—ক্ষতি নাই,
আবার আসিতে হবে এই দুঃখ প্রাণে।

[বিমর্ষভাবে প্রস্থান।

সুনীথা। পাগল হ'য়ে গেলে বেণ! পৈশাচিক দৃশ্যের একটী মাত্র অবতারণায় এতদূর অস্থির হ'য়ে পড়্‌লে বালক! চেয়ে দেখ—তোমারই গর্ভধারিণী, এমন অসংখ্য নিষ্ঠুরতার আধার হ'য়ে, অগণ্য নরশোণিতে রঞ্জিত হবার জন্য সংসারবক্ষে অচলভাবে দণ্ডায়মান। কোথা তুমি উপদেষ্টা পিতা! দেখে যাও—তোমার পৈশাচিক যাদুমন্ত্রমুগ্ধা রাক্ষসী কন্যা কেমন কর্ত্তব্যপালন করেছে!

মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। [উৎফুল্ল অন্তরে] সুন্দর—সুন্দর!
দেখ্ গো সুনীথা তোরে সেজেছে কেমন।
তপ্ত শোণিতের সনে অলক্ষ্যে লুকায়ে
কত শান্তি—কত স্বাধীনতা—
কতই হৃদয়ভরা আশার উচ্ছ্বাস,
আনন্দলহরী তুলি দেখ্ গো সুনীথা,
খেলিছে কেমন তোর ও বীরা মূর্ত্তিতে।
[শয্যা প্রতি লক্ষ্য করিয়া]
হা—হা—হা—রে মূর্খ স্থবির!
অপরের জীবন রক্ষিতে
প্রমত্ত পরাণে কর মোর অপমান!
আরে রে অজ্ঞান!
রাখিতে তোমার প্রাণ,
কোথায় কে আজ?

সুনীথা। বাবা! এখন এ মৃত দেহের সদ্গতির উপায়?

মৃত্যু। নিতান্ত বালিকা তুই রে সুনীথা!

জীবন্তে বসালি ছুরি,
মৃতের সদ্গতি তরে এত মায়া কেন ?
শৃগাল কুক্কুরে
অজ্ঞাতে করিবে ওর অস্তিত্ব বিলোপ।

[বস্ত্র উন্মোচন করিয়া মৃত অহিতকুমারকে দেখিয়া]

ও—কি—রে—সুনীথা !

[নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল।]

সুনীথা। কেন বাবা ! এমন স্তম্ভিত হ'লে ? [দর্শনান্তে] তাই তো বাবা ! এ যে অহিতকুমার—সর্ব্বনাশ ! [বসিয়া পড়িলেন]

মৃত্যু। হায় অন্ধা—স্বকুলনাশিনি !
এ আবার কি ছলনা তোর ?
ভ্রাতৃহত্যা—ভ্রাতৃহত্যা !
হায়—হায় কি পাপ সংসার !
অহিতকুমার ! প্রাণের কুমার !
অহো ! নাই আর জীবনের জ্যোতিঃ।
সুনীথা ! পিতার প্রতি
এই কি গো প্রতিদান তোর ?

সুনীথা। পদস্পর্শে করিগো শপথ,
কিছুই জানি না পিতা কার গো এ খেলা।

মৃত্যু। ওঃ—বুঝিয়াছি এবে,
নিশ্চয় সে পাষণ্ড অনুজ
অলক্ষ্যেতে শুনিয়া মন্ত্রণা,
স্থানান্তরে রাখিয়া অঙ্গেরে,
প্রতিহিংসা চরিতার্থ-আশে

আমার মর্ম্মের অস্থি করিল স্খলিত।
সাবধান ছন্নমতি ভ্রাতঃ!
প্রজ্বলিত হুতাশনে দিলি রে আহুতি,
প্রলয়-মূরতি মোর দেখ্ তার ফলে।
ছড়া রে ধরার গায় অনন্ত কুহক,
ঢাল্ রে বিশ্বের বুকে ছলনার মসী,
মিশে যাক্ অঙ্গ সেই ঘোর কালিমায়,—
তবু পারিবে না লুকাইতে
শমনের দৃষ্টি অগোচরে।
মহানিদ্রাঘোরে থাক্ রে জীবনধন,
ওই তোর ঘুমের সঙ্গেতে
জগৎ ঘুমায়ে যাবে চিরকাল তরে।

[বেগে প্রস্থান।

সুনীথা। ধন্য পরমেশ তুমি চক্রধর!
ধন্য পরমেশ তুমি বিচারক!
ধন্য পরমেশ তুমি দয়াময়!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। বা—বা—বা! ওষুধ ধ'রে গেছে দেখ্‌ছি! কি ব'লে গেল নয়—

"ধন্য পরমেশ তুমি চক্রধর!
ধন্য পরমেশ তুমি বিচারক!
ধন্য পরমেশ তুমি দয়াময়!"

বেশ—বেশ, বড়ই প্রাণজুড়ানো কথা কটা শুনিয়ে গেলি সুনীথা! বড়ই দেবোচিত ভাব নিয়ে হৃদয়খানাকে বেঁধে ফেল্‌লি বালিকা! বড়ই বিশুদ্ধ আলোকে গন্তব্য পথটা এক মুহূর্ত্তে চিনে নিলি। চির-অন্ধা! তবে দেখিস্, আর যেন বেপথে যাস্ না,—ঐ সোজা চ'লে যা। পরমেশ! জ্যোতির্ম্ময়! আর একটু—তোমার আকর্ষণভরা পথ চেনানো আলোকের মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দাও, সুনীথার সঙ্গে সঙ্গে জগৎখানার চোখ ফুটে যাক্। [প্রস্থান।

দুইজন অনুচরের প্রবেশ।

১ম অনুচর। নে রে—শালা ধর্,—মহারাণীর পূজো সাঙ্গ হয়েছে, এইবার ঠাকুর বিসর্জ্জন ক'রে আসি।

২য় অনুচর। ধর্—ধর্, সোণার কার্ত্তিকের পাটাশুদ্ধ ধর্।

[শবদেহ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন—পুষ্পোদ্যান।

অঙ্গিরা উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছিলেন; গীতকণ্ঠে ঋষিবালক ও ঋষিবালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

লকগণ।— ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্, ফুর্ ফুর্ ফুর্, বহিছে প্রভাত বায় রে—
বহিছে প্রভাত বায়।

বালিকাগণ।—দুল্ দুল্ দুল্, দুলছে ফুল, গড়িয়ে এ ওর গায় রে—
গড়িয়ে এ ওর গায়॥

বালকগণ।— তরুণ রবির মোহন ছবি, আড়াল হ'তে মার্‌ছে উঁকি,

বালিকাগণ।—ধরে না উষার হাসি, সর্ব্বনাশী, আবদারেতে কচি খুকি,

বালকগণ।— ঘোমটা খুলে কমলমণি চায় মিটি মিটি,

বালিকাগণ।—বুঝি বা দু-সতীনে হয় খিটি খিটি,—

সকলে।— তাই বুঝি ভোম্‌রা দূতী কাণে কাণে মান করা শেখায় রে—
মান করা শেখায়।

বালিকাগণ।—ঝোপের ভিতর থেকে থেকে মারছে পাখী তান,

বালকগণ।— অলসে জর-জর, প্রকৃতির শিশির ধোয়া প্রাণ,

বালিকাগণ।—এই সুযোগে ফুল তুলে নি ওর খোঁপা হ'তে,

বালকগণ।— আমরা নেবো দূর্ব্বা সমিধ্‌ কুশ, নাই মানা ওর বুক ছুঁতে,

সকলে।— চল তবে যাই সব আয়োজন, কাজ কি পাঁচ কথায়,
যার দয়ায় এ নবীন জগৎ, ঢালিগে তার পায় রে—
ঢালিগে তার পায়॥

[প্রস্থান।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। বাবা! ইষ্টচিন্তা ভুলে, আহার নিদ্রা ছেড়ে এমনধারা দিনরাত ভাব্‌ছো কি?

অঙ্গিরা। তোরই ভাগ্যফল গণনা কর্‌ছি মা!

পৃথিবী। আমার ভাগ্যফল গণনা কর্‌ছো? [নীরব] আচ্ছা বাবা! গণনায় কিছু স্থির হ'লো কি?

অঙ্গিরা। এখনও শেষ সীমায় যেতে পারি নাই না! মধ্যস্থলেই ঘটনার ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছি।

পৃথিবী। তবু— যতদূর গিয়েছ?

অঙ্গিরা। তার ফল বড়ই কটু—বড়ই রহস্যময়—বড়ই মর্ম্মভেদী।

পৃথিবী। শুন্‌তে পাই না বাবা?

অঙ্গিরা। নিজের ভাগ্যলিপির ফলাফল যে কাকেও শুন্‌তে নাই মা!

পৃথিবী। আমায় আছে। অপরকে শুন্‌তে নাই, পাছে কুফলের আশঙ্কায় চিত্তহারা হ'য়ে পড়ে,—এই তো? কিন্তু বাবা! আমি যে তোমার সর্ব্বংসহা; কত মহাপাপের প্রলয়-মেঘ পলে পলে মাথার উপর সহস্র বিভীষিকায় পট পরিবর্ত্তন কর্‌ছে,—কত স্বার্থপরতার বিদ্যুন্মালা চোখের উপর খেলা কর্‌ছে,—কত পাশব ক্রিয়ার মহাবজ্র প্রতি নিমেষে এই পৃথিবীবক্ষে সদর্পে এক একটা অবিমৃচ্য দাগ দিয়ে যাচ্ছে,—কৈ, তাতেও তো বিচলিত হই নাই। তবে বাবা! যে দুঃখ জন্মাবধি সহ্য কর্‌ছি, তা হ'তে এমন কি ভীষণ বজ্র তোমার ঐ গণনার গভীর গর্ভে নিহত আছে?

অঙ্গিরা। ভীষণ হ'তেও ভীষণ—স্বপ্ন হ'তেও কল্পনাতীত। মা! তুই শুন্‌তে পার্‌বি—তা জানি, কিন্তু আমি পুত্র হ'য়ে মার সমক্ষে, সে অকথ্য—জঘন্য বার্ত্তার কোন্ ভাবে অবতারণা করি, তার ভাষায় নির্ণয় কর্‌তে পার্‌ছি না। আরও দেখ্‌ছি—না বল্‌লেও নয়; সে ধূমায়মান কাল-বহ্নি প্রজ্জলিত হবার সময় নিকটবর্ত্তী। তোর ঐ চির-উজ্জ্বল কোমল বুকে, কলঙ্কের পাষাণ চাপাতে আমি তো এক প্রকার হৃদয় খানাকে বাঁধ্‌লাম। দেখিস্ মা! তুই যেন বিচলিতা হোস্ না। মাগো, পৃথিবীরূপিণী মহাদেবি! ভাগ্যলিপির দগ্ধ ফলে তোকে মা, বেণের অঙ্কশায়িনী হ'তে হবে। [মুখ নত করিলেন।]

পৃথিবী। কোথা বজ্র, কোথা ওরে বৃত্রনিসূদন,
কোথা তোর বিশ্বধ্বংসী তেজঃ?
কই রে কোথায় তুই কাল-দাবানল,
সর্ব্বভুক মূর্ত্তিখানা দেখা দেখি তোর?
কোথা তুমি হে মহাসাগর,

উত্তাল তরঙ্গ ল'য়ে অমিত উদ্যমে
ডুবাইয়ে অতীতের স্মৃতির কাহিনী,
দেখাও তোমার সেই প্রলয়-প্রতাপ,—
বুকে লিখে এ বিশ্বের বিষাদ বর্ণনা,
প্রাণে ল'য়ে পাশবিক ছবির ছলনা,
কল্পনার কুহেলিকা হ'তে
পৃথিবী তোমার তলে লুকাইয়া যাক্।
এস—এস—মুহূর্ত্তেক হইলে বিলম্ব,
ধরণী ধরমভ্রষ্টা হবে চিরতরে।
বাবা! বাবা!
বেণ-অঙ্কশোভা হইবার আগে,
বল বাবা! পায়ে ধরি,
ধ্বংসের শীতল কোথা গেলে পাই?

[পদতলে পতন।]

অঙ্গিরা। অধৈর্য্য হ'লি মা! কল্পান্তচলিতা সর্ব্বংসহা মা আমার, ভাগ্যচক্রের ঘোর সংঘর্ষণে, অকালে এমনধারা হৃদয়হারা হ'য়ে পড়্লি মা! যদিও গণনার ফল বড়ই বিষম – যদিও তোর জন্ম-কোষ্ঠী কলঙ্ক-কালীতে কোন সুদূরস্থ জঘন্য দেশের জটিল ভাষায় লিখিত—যদিও এর রচয়িতা সংসারটায় একটা পাশবিক চিত্র পরিস্ফুটনের প্রধানতম নায়ক, তা হ'লেও তো ভবিষ্যের তমোময় গর্ভ লক্ষ্য ক'রে তারই উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে!

পৃথিবী। [উঠিয়া] ভস্ম হ'য়ে যাক্ সে উদ্দেশ্য তার—
প্রকারান্তে পৃথিবীরে করি দ্বিচারিণী,
স্বকার্য্য-সাধন পিতা উদ্দেশ্য যাহার—

সে যেন এ বিশ্ববক্ষ হ'তে,
মুছিয়া স্বকরে তায়
ধর্ম্মপ্রাণ ধরাপতি এ কৃত্রিম নাম,
এই দণ্ডে ঘৃণাভরা প্রাণে
চির বিস্মৃতির সনে যায় গো মিশিয়া।

গীতকণ্ঠে জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

গীত।

জলদ।— সখি! সে কেন তোর চোখের বালি।
বিজলী।— চাঁদের গায়ে কালী দেওয়া,
তার খেলার চির-প্রণালী।
জলদ।— এ ভ্রমে ভরা ভুবনে,
ভাল মন্দ বিচার ক'রে চলে বল কোন্ জনে,
বিজলী।— সে যে তোর মঙ্গলময় ভাবে কে মনে,—
জলদ।— সে যে বুক দিয়েছে সইতে,
বিজলী।— সই কেন কাঁদ দুঃখ বইতে,
উভয়ে।— সব দিয়ে যদি পার তার হ'তে,
পড়্‌বে না তার প্রাণে কালী।

[প্রস্থান।

অঙ্গিরা। কিছু বুঝ্‌লি মা? স্বর্গীয় সুষমাভরা চির-আনন্দময় বালক বালিকার সরল মর্ম্মভাব কিছু বুঝ্‌লি?

পৃথিবী। বুঝ্‌লাম, আমায় কলঙ্কিনী করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অঙ্গিরা। না মা! ভুল বুঝেছিস্; তা যদি হ'তো, তা হ'লে তাঁর নামে কখনও কলঙ্কভঞ্জন হ'তো না। সেই উদ্দেশ্যেই বুঝি আজ আমার আশ্রমে তোর স্থান নির্দ্দেশ করেছেন। মাগো বিশ্বপ্রসবিনি! আজ

তোর এই ভিখারী সন্তান এই আসন্ন বিপদ মুক্ত কর্‌বার জন্ত তোকে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বে। দুঃখ করিস্ না;—সেই মহামন্ত্রের বলে দ্বিতীয় মায়া-মূর্ত্তির অবতারণায় কামান্ধ বেণকে প্রতারিত ক'রে স্বীয় ধর্ম্ম-রক্ষায় সক্ষম হবি।

পৃথিবী। একে আর হবে না তো বাবা?

অঙ্গিরা। কোন ভয় নাই মা! ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্রবল অব্যর্থ। চল, ভাগিরথীতীরে দীক্ষিতা হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—নিভৃত কক্ষ।

বেণ।

বেণ। বড়ই জটিল—বড় অন্ধকার—
বড় বিভীষিকামাখা সংসারের পথ।
কর্ম্মাধীন নহে এ জগৎ,
নাহি বিচারক হেথা,
নাই তায় কোন পরিণাম।
ওঃ! কি ভীষণ স্বার্থ-প্রহেলিকা,
মোহের কি কটু কষাঘাত,
ঐশ্বর্য্য কি শোণিতপিপাসু!
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,—অহো শিহরে হৃদয়,
সে কি বীভৎস ছবি,

সে কি প্রলয়-কল্পনা,
সে যেন সাক্ষাৎ স্বপ্ন !

[চিন্তামগ্ন হইলেন]

ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে সুনীথার প্রবেশ।

সুনীথা। বেণ !

বেণ। ঐ—ঐ—আবার—আবার—

সুনীথা। ও কি ! তুমিও মুখ ফেরালে ? জগৎটা আজ আমায় দেখে মুখ ফেরাচ্ছে ব'লে, তুমি পুত্র—গর্ভজ সন্তান—বুকের রক্তে মানুষ হয়েছ, তুমিও তাদের দিকে হ'লে ? হাসালে বেণ ! এইখানটায় একটা মজার হাসি হাসালে। পড়্বার সময় মানুষ বুঝি এই রকমই পড়ে, আর পড়্বার জায়গাও বুঝি সৃষ্টির এত নীচে। তা যাক্, আমি তোমায় মুখ দেখাতে আসি নাই বেণ ! তবে এই মুখেরই একটা কথা শোনাতে এসেছি, শুন্‌বে কি ? অবকাশ আছে ?

বেণ। সত্য নাই তিল অবকাশ,
অনন্ত কর্ত্তব্য যেথা মানবজীবনে।
তবুও যখন হ'য়ে গেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট,
ডুবে গেছি তোমাদের যাদু-ছলনায়,
জীবনে হয়েছে এক
শূন্যময় মহা অবকাশ,—
ব'লে যাও রক্তমাখা কথা।

সুনীথা। তা বটে—আজ আমার কথা রক্তমাখাই বটে ; মায়ের স্নেহমাখা কথাও ফুরিয়ে যায়। তবে জগৎ ! তোমার শেষ হয় না কেন ? না—না, তুমি থাক্‌বে বৈ কি ! এই রকম দুই একটা মা নিয়ে—

এই রকম মায়ের প্রতি পুত্রের তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে—এই রকম সৃষ্টিছাড়া এক আধটা বিষাক্ত চিত্র নিয়ে, মহা-নরকের মূর্ত্তি দেখাতে তুমি থাক্‌বে বৈ কি! থাকো, তোমার বুকেই জেগেছি—তোমার বুকেই ঘুমাবো। বেণ! তোমার পিতা জীবিত।

বেণ। [চমকিয়া উঠিলেন, পরে স্থনীথার দিকে চাহিয়া সাশ্চর্য্যে] পিতা জীবিত?—পিতা জীবিত? পিতা?—আমার পিতা?

স্থনীথা। হাঁ, তোমার পিতা,—আমার—না—না মহারাজ অঙ্গ। জানি না, কোন্ প্রয়োজনে তাঁর শয্যায় তোমার মাতুল—আমার সহোদর অহিতকুমার নিদ্রিত ছিল, আমি তারই বুকে ছুরি বসিয়েছি; তোমার পিতা জীবিত।

বেণ। একি সত্য?

স্থনীথা। মিথ্যার সময় আর নাই বেণ! সে দিন ফুরিয়ে গেছে, আর টিক্‌বে না। এখন ধ্রুব সত্যও মিথ্যার দরে বিকাচ্ছে।

বেণ। বা—বা! ফুটে গেল অদ্ভুত আলোক,
দেখা যায় কর্ম্মাধীন সত্য এ সংসার।
ধরিল বিজয় লোভে স্বার্থের ছুরিকা,
স্বীয় বক্ষ বিদরিল তায়,—
এই কর্ম্ম—এই তার ফল।
আছ তুমি সূক্ষ্ম বিচারক,
এ বিচার তব
জগতের স্বপ্নের অতীত।
আছে তব বিচারের অলক্ষ্য কক্ষেতে
পাতকের মহা-পরিণাম—
ধূম্রময় ভীষণ নরক।

সে তো অন্য কিছু নয়,
এই লজ্জা ঘৃণা—এই আত্মগ্লানি—
এই অনুতাপ তার প্রতিচ্ছবি।

[সুনীথার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

সুনীথা। কি দেখ্‌ছো পুত্র! যা দেখ্‌ছো, ঠিক দেখ্‌ছো তো?

বেণ। মধ্যস্থলটায় ওরকম দেখ্‌লাম কেন?

সুনীথা। সংসারের মাঝখানটা যে ঐ রকমই। দেখ না—সূর্য্য লাল হ'য়ে ওঠে, আবার লাল হ'য়েই ডোবে, কিন্তু মাঝখানটায় সাদা থাকে,—তখন তার পানে চাওয়া ভার।

বেণ। এখন পিতা কোথায়?

সুনীথা। বোধ হয় বাণপ্রস্থে।

বেণ সবই যদি তাই হয়, তবে তুমি এখনও—

সুনীথা। এখানে কেন? যাবো—তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি,—আমি কি যাওয়ার মত হয়েছি?

বেণ। এখন তো দেখ্‌ছি তাই।

সুনীথা। আর বল্‌বার কিছুই নাই। পুত্র! দীর্ঘজীবি হও, সুনিয়মে রাজ্য পালন কর। ভালবাস্‌তে না জানি, কিন্তু মায়ের আশীর্ব্বাদ বিফল হবার নয়। তবে আসি পুত্র! [গমনোদ্যতা হইলেন।]

বেণ। মা! মা! [অধীর হইলেন]

সুনীথা। এ আবার কি! মনে কর্‌ছিলাম, আমি সে মহাতীর্থে দেব দর্শনে যাওয়ার মত হই নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—আমি যাওয়ার মত হয়েছি, তুমি পাঠাবার মত হও নাই।

[প্রস্থান।

বেণ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] একটা পট প'ড়ে গেল। প্রভাতী

ঝঙ্কারে সুদীর্ঘ নিশার একটা অনন্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটা আকস্মিক বেদগান আশ্রম হ'তে উত্থিত হ'য়ে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়্‌লো—সৃষ্টিটা নূতন হ'য়ে গেল। [উদাসভাবে] এখন আমায় কোথা নিয়ে যাচ্ছ প্রভু? যে পথ ধ'রে আস্‌ছি—জানি না, তাতে উঠ্‌বো কোথায়? কিন্তু জগৎ-খানা বিদ্রূপ কর্‌ছে—তা করুক, তুমি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছ, আমি চলেছি। [দৃঢ়স্বরে] এই যথেচ্ছাচারের পথেই যখন তুমি আছ জেনেছি, তখন এই পথেই তোমায় পাবো না কেন? যখন অনুমানে এসেছ, তখন প্রত্যক্ষ আস্‌তে ক' দিন?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

অঙ্গের হস্ত ধরিয়া গীতকণ্ঠে যোগময় যাইতেছিল।

যোগময়।—

গীত।

আয় আয় সোজা চ'লে আয়,
আজ ঐ তীর মারা পথটা ধরি।
আয় তোরে ল'য়ে পাখী হ'য়ে,
কোন অচেনা দেশে লুকিয়ে পড়ি॥

অঙ্গ। এ পথের পথিক হবার প্রকৃত সাজ-সজ্জা হয়েছে কি সন্ন্যাসি?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আয় রাজা তবে তাই সাজাই,
ও ধূকরী কাঁথা ফেলে দে রে
খোলা প্রাণে প্রাণ মিশাই,—
উল্টে দিনু চোখের পাতা, দেখ্‌রে খুলে পাতার খাতা,
ও সোণার পোষাক ছোঁয় না তথা,
বড় দামী এই সাজের ভরি।

[রাজ-পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া অঙ্গকে সন্ন্যাসী-বেশে সজ্জিত করিল।]

অঙ্গ। বেশ সেজেছে সন্ন্যাসি! এ পথের সাজ দেখে প্রাণখানা বেশ হাসিমাখা হ'য়ে উঠ্‌লো। তা তো হ'লো সন্ন্যাসি! কিন্তু পথ চল্‌বার শক্তি চাই তো?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

শক্তি তরে ভাবনা কিরে,
চাওয়ার মত চাস্‌ রে যদি মহাশক্তি চাইবে ফিরে,—
যেতে হবে সে সন্ধানে,
জগৎছাড়া ঘোর শ্মশানে,
সে যে ম'রে আছে শব-সাধনে, আয় দিইগে তোর হাতে খড়ি।

অঙ্গ। কি—কি বল্‌লে সন্ন্যাসি! শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে শব-সাধনা কর্‌তে হবে? হ'লো না—হ'লো না সন্ন্যাসি! আর বুঝি আমার ও পথে যাওয়া হ'লো না! সাধনা কর্‌তে হ'লে আগেই যে চণ্ডালের শব দেহ চাই, আমি সে অনুষ্ঠান কোথায় পাবো সন্ন্যাসি?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চণ্ডাল পাবি নিজের ঘরে,
তোর তনয়ের কর্ম্মফলে চাঁড়াল হবে দেশ জুড়ে,
ব'য়ে যাক্ চোখে শতধারা,
বল্ জোর ক'রে জয় তারা,
হ'য়ে যাবে তোর কর্ম্ম সারা, ছিঁড়্‌বে আশার ছাঁদন দড়ি।

অঙ্গ। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মায়া-কানন।

গীতকণ্ঠে মায়াবিনীগণের প্রবেশ।

মায়াবিনীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

আমরা সব গোলকধাঁধা।
ঢং দেখে ঢুক্‌লে হেথা, অমনি পড়ে ধরা বাঁধা।
দিয়ে কাণমলা আর নাকে খৎ, করে সবাই দণ্ডবৎ,
কাণে তুলো পিঠে কুলো, রা-টী সরে না,
ভোর দুপুরে আঁধার দেখে চোখ থাক্‌তে হয় কাণা,—
বিধাতার এ যাদুঘরে,
বোকা পুরুষ জ্যান্তে মরে,
এই যুরোণ চাকের পাকে প'ড়ে সার হয় শুধু নাকে কাঁদা।

[প্রস্থান।

দ্রুতপদে ভয়ার্ত্তা পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। লীলাময়! জানি না, তোমার খেলার সীমা কতদূরে! কালোবরণ! জানি না, তোমার কালচক্র কোন্ দুর্ভেদ্য তিমিরে আবৃত! পৃথিবীনাথ! জানি না, পৃথিবীর দুঃখ কোন্ অনন্ত উপাদানে গঠিত! ঐ—ঐ বুঝি আবার পাষণ্ড সেই কু-কটাক্ষে আমার দিকেই আস্‌ছে! মন্ত্রশক্তি! জাগো।

বেণের প্রবেশ।

বেণ। লো ধরণী মৃণ্ময়ী প্রতিমা!
এতই কঠিন তুমি ঘোর মায়াবিনী?
কতই প্রেমের উৎস,
পবিত্র সোহাগ কত,
উন্মেষিত প্রণয়-কুসুম
সাজাইয়া হৃদয়ের প্রতি থরে থরে,
প্রিয় বসুন্ধরে!
মহীপতি ফেরে পায় পায়,—
কিন্তু হায়!
এ হেন পাষাণ প্রাণে,
খেল লুকোচুরী বল কি লাগিয়া?
বাঞ্ছাপূর্ণকরা তুমি শুনি সর্ব্ব ঠাঁই,
আসি তাই আশায় পড়িয়া।

পৃথিবী। আবার তোমার কি বাসনা রাজা?

বেণ। পৃথিবি!

পতির বাসনা কিবা প্রতিক্ষণে,
তুমি কি তা জাননা ললনে ?
হবো তৃপ্ত,
গোলাপবাসিত গণ্ডে একটী চুম্বনে।

পৃথিবী। ভীষণ এ বাঞ্ছা তব নরপতি !
বুকেতে আসন পাতি,
কত স্নেহ শীতলতাভরা
দিল যে দয়ার বশে মধুর নিবাস,
বিশ্বাসঘাতক !
আজ তার শিরোমণি হরিতে প্রয়াস ?

বেণ। বসুন্ধরে !
শোনা যায় পুরাণ-প্রসঙ্গে,
তব বক্ষে হ'য়ে গেছে বরাহ-বিহার—
তাই সে নরকাসুরে প্রসবিলে ধনি !
অপ্সরারূপিণি !
মিছে আর সতীত্ব দেখাও।

পৃথিবী। দূর হ'যে যাও ছন্নমতি মূঢ় !
কে সেই বরাহরূপী হিরণ্যাক্ষহারী,
জান পাপাচারি ?
ভূভার হরিতে হরি নিজে অবতার।
ক'রো না রে উচ্চ আশা আর,—
আমি দেবী—তুমি ক্ষুদ্রচিত নর,
কথা কও বিচার করিয়া।

বেণ। তুমি ধরা—আমি ধরাপতি,

আছে মোর তোমা হ'তে বিচারের জ্ঞান,
অবিচারে এক পদ চলে না এ বেণ।
মানিলাম,—
দেবী তুমি—নর আমি,
মম সনে না শোভে প্রণয়।
তোমা হ'তে মহাদেবী বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা,
জান তো পৃথিবী তাঁরে?
চরমে স্মরিয়া যাঁরে,
স্পর্শি যাঁর বারি—
নির্ব্বিকার জগৎ সংসার,—
সেই গঙ্গা পতিতপাবনী
এই সে নরক সম নরলোকে আসি,
ক্ষুদ্রচিত নর শান্তনুর সনে
করিল প্রকাশ্যে কত প্রেম-অভিনয়,—
তাহে কি মুছিয়া গেছে
পতিতপাবনী নাম?
কলঙ্ক-পঙ্কিল তার চির-পূতঃবারি,
আর কি হয় না তাহে মহাবিষ্ণুপূজা?
পৃথিবী! সামান্যা তুমি,
কি দেখাও দেবত্ব-পার্থক্য?

পৃথিবী। ভাবভরা এ অভিনয়ের
জটিল সূচনা-দৃশ্য দেখেছ কি রাজা?
দেব-কার্য্য সাধিতে জাহ্নবী—
নারীরূপে চন্দ্রকুলবধূ।

নরপ্রেম-অনুরক্তা নহে মহাদেবী,—
শান্তনু যে শিব-অংশজাত।

বেণ। তুমিও কি জান না রূপসি!
পৃথ্বিপতি আমি,
সুনিশ্চয় বিষ্ণু-অংশজাত?

পৃথিবী। নির্গন্ধ কিংশুক তুমি,
আজি রে শোভিতে চাও
পারিজাত সনে?

বেণ। আত্ম-অভিমানে
ক'রো না অন্যায় তর্ক,—
সাবধান ধরা!
জান তুমি কাহার সম্মুখে?

পৃথিবী। জানি—একটা পুরীষভোজী বন্য শূকরের সম্মুখে; জানি—ধরণী আজ নরকাভিনয়ের প্রধান নায়করূপী একটা প্রেতের সম্মুখে। তুমিও জান না কি অদূরদর্শি! তুমি যার সম্মুখে, সেও ইচ্ছামাত্রে তোমার সকল আশার অবসান কর্‌তে পারে?

বেণ। এই দণ্ডে হ'য়ে যাক্,—সে সুখের আশা বেণ তিলমাত্র রাখে না। পৃথিবি! যদি তোমায় হৃদয়ে না পেলাম, বাহ্যিক বক্ষে স্থান লাভ ক'রে পৃথ্বীশ্বর সাজ্‌বার প্রয়োজন? প্রেয়সীর আন্তরিকতায় বঞ্চিত হ'য়ে, ছলনা, স্বার্থসিদ্ধি, দুরভিসন্ধিভরা বাহ্যিক পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট থাকা বেণের সাধ্যাতীত। দেখি, তুমি কতক্ষণ স্থির থাক্‌তে পার! [বাহু প্রসারণ করিয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।]

পৃথিবী। কি দেখ্‌বে কামান্ধ বর্ব্বর? যদি জ্ঞান-চক্ষু থাকে, রমণীর সংযম দেখে যাও। [ধ্যানস্থ হইলেন।]

গীতকণ্ঠে পঞ্চ সংযমের প্রবেশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান।

পঞ্চ সংযম।—

গীত।

পাঁচ ফুলে সাজি পৃথিবীর।
সে সরল সুষমা তেজোময়ী শোভা, নাশিবে ভুবনে কে হেন বীর।
পঞ্চ প্রাণের প্রধান সহায়, আমরা পঞ্চ যম,
হৃদয়ের দ্বার মুক্ত সদা তবু দুর্গম,
যে পেয়েছে মোদের স্বাদ, নাই লালসার অবসাদ,
প্রাণের বাঁধন বড়ই কঠিন চিরদিন তার উচ্চ শির॥

বেণ। তবে তুমিও দেখ অভিমানিনি! বেনের হৃদয়েও বল আছে কি না! এই দেখ, পঞ্চবাণে তোমার পঞ্চ সংযমাশ্রিত বক্ষ বিদীর্ণ করি।

[ধ্যানস্থ হইলেন।]

গীতকণ্ঠে পঞ্চ বাণের প্রবেশ ও পঞ্চ সংযমের প্রতি শর নিক্ষেপ।

পঞ্চ বাণ।—

গীত।

পাঁচে পাঁচে মিশে যাবো ভাই, আমরা বড় মিশুক ছেলে।
পাঁচটী ভেয়ে, পাঁচটী প্রাণে বেড়াই পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে।
আমাদের এই পঞ্চামৃত,
বুকের ভিতর বিধির কৃত,
পরের সুখে বিভোর মোরা, দেখি কে পেলে কে না পেলে,
সাত পাঁচের ধার ধারি না, থাকি পাঁচ হাওয়াতে প্রাণ ঢেলে।

[পঞ্চবাণ ও পঞ্চ সংযমের প্রস্থান।

পৃথিবী। ওঃ—কি প্রতাপ পঞ্চ বাণের, অঙ্গ জর-জর! পৃথিবী-নাথ! কোথায় তুমি? মন্ত্রশক্তি! জাগো।

[বেগে প্রস্থান।

বেণ। বেণের চক্ষে ধূলি দিয়ে, কোথায় লুকাবে পৃথিবি? ত্রিভুবন একত্র হ'য়েও তোমায় আশ্রয় দিতে পার্‌বে না। [দ্রুত গমনোদ্যত।]

গীতকণ্ঠে মায়া-পৃথিবীর প্রবেশ।

মায়া-পৃথিবী।—[নৃত্যসহ]

গীত।

সেই সে নীরস প্রাণ, কুসুমে রচিয়া আনি ল'য়ে কত নব উপাদান।
শাণিত নয়ন বাণ, হৃদয়ভরাণো ভাব রতিপতি করেছে প্রদান॥
উছলিত প্রেমাবেশে অমরতা-লহরী,
অধর আপন বশে হাসে সুধা বিতরি,
আজি ঢল ঢল এরূপ প্রকাশ—
শুধু তোমার কারণ বঁধু এ চাঁদ ফুটেছে, কর মানসে আকাশ,—
আজি তোমারই রাখা প্রাণ, তুমিই কাড়িয়া লও,
কার তায় কিসের অভিমান।

বেণ। [সবিস্ময়ে] পৃথিবি! পৃথিবি! তুমি সেই পৃথিবী—না অন্য কোন ছলনাময়ী?

মায়া-পৃথিবী।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সেই আমি, সেই তুমি সেই সে প্রণয় হে,
যার মধু-সঙ্কেতে স্বরগের উদয় হে,
আজ সব আশা হয়েছে বিলয়,

তাই তোমার শয়নতলে, পাতিয়া দিব এ বুক সোহাগ-নিলয়—
এস আবেশ-প্রমোদঘোরে দুজনে ঘুমায়ে পড়ি,
হ'য়ে যাক্ যুগ অবসান॥

[বেণকে বাহুপাশে বেষ্টন করিল।]

বেণ। পৃথিবি! চির-প্রিয়তমা পৃথিবি! বড় শান্তি—বড় তৃপ্তি!

[বক্ষে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ কর্‌লে ব্রাহ্মণ! পৃথিবীকে মায়ামূর্ত্তি পরিগ্রহের মহা-মন্ত্র দিয়ে, মহাপ্রলয়ের সূচনা কর্‌লে দ্বিজ! জান না কি দূরদর্শী ঋষি! বেণ-বীর্য্যপাতে তন্মুহূর্ত্তে অদম্য চণ্ডালের উৎপত্তি হবে? ছলনাপ্রভাবে মায়ামূর্ত্তিকে বেণের বিহারস্থল ক'রে, প্রকারান্তরে পৃথিবীর ধর্ম্মরক্ষা কর্‌লে বটে, কিন্তু ঐ মায়াগর্ভজ চণ্ডালরূপী বেণপুত্রের পাশব ব্যবহারে পৃথিবীর প্রাণরক্ষার উপায় কি? হায়—হায়, আজ সব আশা-ভরসা নিঃশেষ হ'লো! পৃথিবি! তুমি ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কাঞ্চিপুর রাজসভা।

স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট সভাসদ্ চতুষ্টয় ও চিত্তারাম।

চিত্তারাম। ওহে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, যে পার একজন হও।

১ম সভাসদ্। তা—তা—তাও তো বটে!

২য় সভাসদ্। তা—মন্দই বা কি?

৩য় সভাসদ্। তার চেয়ে, সিংহাসনে মহারাজের মুকুট রেখে আমাদের এই পারিষদ-সভা রাজ্যশাসন করি এস। আমার মতে, মহারাজের সম্মতি ব্যতীত, এ রাজ্যে একজন রাজা হ'তে পারে না।

৪র্থ সভাসদ্। তোমার একার মতে হ'তে পারে না, আর দশজনের মতে হ'তে পারে।

চিত্তারাম। সুতরাং তোমার মত বাতিল ও নামঞ্জুর। বাপু হে! রাজপারিষদ্ হয়েছ, তাক্ ঠাওরাতে পার না? দলের সংখ্যা না গুণে মত দিতে আছে? ওরা সুগ্রীব সুষেণ দশ জন, তুমি একা রামচন্দ্র, কর্‌বে কি বাপু,—বুঝ্‌ছো তো?

১ম সভাসদ্। তা হ'লে এখন রাজা হ'চ্ছে কে?

২য় সভাসদ্। হাঁ, এখন এইটেই বিচার্য্য।

৩য় সভাসদ্। রাজা হ'তে হ'লে তো আপনাদের মধ্যেই হ'তে হবে?

চিত্তারাম। তুমি তো বড় প্রকাণ্ড মূর্খ দেখ্‌ছি হে! ওঁদের মধ্যে হবে না তো কি খাজনাখানার পাহারাওয়ালা ধরম সিং এসে হবে?

৪র্থ সভাসদ্। হা-হা-হা! চিত্তারাম সুরসিক অথচ জ্ঞানী। তবে এ বিচারের ভার তোমাকেই দেওয়া গেল; আমাদের মধ্যে কে রাজা হবে, তুমিই তার মীমাংসা কর।

১ম সভাসদ্। আমি সভা সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, রাজ্যশাসনে জ্ঞান-বৃদ্ধ হওয়া চাই। আমি এমন শান্তির রাজ্য একজন অবিবেকীর হস্তে দিতে পারি না।

২য় সভাসদ্। বাহুবল ব্যতীত রাজ্যরক্ষার উপায় নাই, সুতরাং আমিও এমন শৃঙ্খলার রাজ্য একজন দুর্ব্বলের হাতে দিতে ইচ্ছুক নই।

৩য় সভাসদ্। ওঃ—আপনাদের অভিসন্ধি অন্যরূপ। আমি প্রাণ দিয়েও এ সিংহাসন রক্ষা কর্‌বো; আপনারা ও দুরাশা পরিত্যাগ করুন।

৪র্থ সভাসদ্। ভিক্ষা—ভিক্ষা—জীবনের মহাব্রত দান।

চিত্তারাম। [স্বগত] হুঁ—বাবা, চালটা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। তোমাদের কটাকে সুন্দ-উপসুন্দ বধ করা গোছ না কর্‌তে পার্‌লে, চিত্তারামের পথ সাফ হ'চ্ছে না। [প্রকাশ্যে] কৈ, আপনাদের মীমাং-সার বিলম্ব কি?

১ম সভাসদ্। মীমাংসা আবার কি, আমি এর জন্য যুদ্ধ কর্‌তেও প্রস্তুত। [অস্ত্রধারণ।]

২য় সভাসদ্। অপ্রস্তুত দেখ্‌ছেন কাকে? [অস্ত্রধারণ।]

৩য় সভাসদ্। কাঞ্চিপুরকে শ্মশান কর্‌বো, তবু দেবালয়ে শৃগালের নৃত্য দেখ্‌তে পার্‌বো না। [অস্ত্রধারণ।]

৪র্থ সভাসদ্। আমিও তবে ঐ শ্মশানেই ভিক্ষা কর্‌বো, তবু ভিক্ষার আশা বাদ দেবো না। [জানু পাতিয়া বসিলেন।]

রক্তবস্ত্র পরিহিত অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। একি! এ সব কি চিন্তারাম?

চিন্তারাম। আজ্ঞে, এটা একটা স্বয়ম্বর। ক্ষীর ভোজনের শ্লোকটা মনে পড়াতে আপনার হিতৈষী সভাসদ্ মহাশয়েরা গোঁফ চুম্‌রে ভাঙ্গা কোমর সোজা ক'রে দাঁড়িয়েছেন।

৩য় সভাসদ্। রাজা! রাজা!

মর্ম্মান্তিক ঘোর যাতনায়,
শূন্যপ্রাণে হতাশ নয়নে,
আছি তব আশা-পথ চেয়ে,—
সৌভাগ্য উদয় মম, যোগ্য অবসর—
বুঝে লও রাজত্ব আপন।
করুণা-নয়নে চাহি হতভাগ্য পানে,
এ রাজ-সংসার হ'তে দাও অবসব,
আর না রহিব আমি জ্বালার প্রদেশে,
বহিব না বুকে আর দুরাশা-পিপাসা,—
স্বার্থের পশরা ল'য়ে
ঘুরিব না বৃথা এই ঘন অন্ধকারে।
রাজদত্ত এই
অলীক সম্মানমাখা ধর শিরস্ত্রাণ,
মোহমত্ত অহঙ্কারভরা
ধর এই অঙ্গরক্ষী অসি।
বিদায়—বিদায় শুধু ভিক্ষা রাজপাশে।

[অচলেন্দ্রের পদতলে উষ্ণীষ ও তরবারি রক্ষা করিলেন।]

অচলেন্দ্র। যাও, আর বাধা দিতে চাই না; সবাই ঐ পথের পথিক।

৩য় সভাসদ্। ওই ওঠে দিনমণি হাসিয়া হাসিয়া,
স্বার্থের জগৎ শুধু করিতে ঘোষণা,—
অধীর পবন ওই শন্-শন্ চলে,
বহিয়া বিশ্বের বুকে পাপের দুর্গন্ধ,—
নীলিমা রঞ্জিত ঐ মহাশূন্য বুঝি
অসীম বিরাট গাত্র করি প্রসারিত,
বুঝাইছে শীতল সঙ্কেতে
বিশ্বব্যাপী নরকের অনন্ত পরিধি।
রাজকার্য্য হইতে বিদায়—
বিদায় বান্ধবগণ!
বিদায়—বিদায় প্রভু কাঞ্চিপুরাধিপ!

[প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। ঘটনাটা বেশ বুঝ্তে পার্লাম না যে চিত্তারাম!

চিত্তারাম। এ কি বোঝ্বার যো আছে মহারাজ! ঘরের ঢেঁকি কুমীর পুষেছেন, তারা আজ মজা ক'রে লেজ নাড়্ছেন। এখন স্বয়ম্বরা কন্যা এই সিংহাসন।

অচলেন্দ্র। এই তো চাই! এ না হ'লে কি বন্ধুত্ব? এত বিবেক-শক্তি না থাক্লে কি রাজপারিষদ্? ব্রাহ্মণ! তুমি বরং অন্যায় বল্ছো। অলক্ষ্যে আমার গতি লক্ষ্য ক'রে আমার পারিষদ্গণ—আমার জীবন-মরণের বন্ধুগণ আমার গন্তব্য পথের কণ্টক তুলে দিচ্ছে,—একি মহাসঙ্কল্প নয়? এটা কি বন্ধুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা নয়? আমি যে এখন পরম পথের পথিক!

চিত্তারাম। [স্বগত] বা—বা—বা! চাকা উল্টো দিকেও ঘোরে!

আমি বেটা পোষা কুকুর, পেটে না খেয়েও দিনরাত পাহারা দিচ্ছি—আমি হ'লাম চোর; আর দুধুমণি বেড়ালের দল, ভাঁড় ভেঙ্গেও ভদ্রলোক সাজ্‌লে। বাঃ!

অচলেন্দ্র। ভাব্‌ছো কি বন্ধু? ভাবনা অসীম—তৃপ্তিহীন—ধূধূময়। ভেবো না—দেখে যাও। দেখ্‌ছো তো, উন্মুক্ত আকাশ আজ স্বচ্ছ,—মেঘ নাই—বিদ্যুচ্চমক নাই—বজ্রপাত নাই। প্রলয়-পয়োধি আজ ধীর,—ঝঞ্ঝা-আলোড়িত পূর্ব্বের সে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নাই। তোমাদের মহারাজ আজ সন্ন্যাসী, আর তাতে রাজ্যস্পৃহা নাই। সভাসদ্‌গণ! কে এ সিংহাসনপ্রার্থী?

সকলে। না মহারাজ! আমরা অক্ষম।

অচলেন্দ্র। বেশ, তবে আমি যদি কাকেও সক্ষম বিবেচনা ক'রে দান করি?

সকলে। মহারাজ!

অচলেন্দ্র। আপত্তি থাক্‌লে জান্‌বো, সংসার শান্তি চেনে না—মায়া কর্ত্তব্য কেড়ে নেয়—বন্ধু পথ ভুলিয়ে দেয়।

সকলে। রাজ-আদেশ শিরোধার্য্য।

অচলেন্দ্র। এই তো বন্ধুর মত কথা। [চিত্তারামকে স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া] ব'সো ব্রাহ্মণ! আমার স্বর্ণ-সিংহাসনের একমাত্র যোগ্যপাত্র তুমি। সভাসদ্‌গণ! আজ হ'তে কাঞ্চিপুর ব্রাহ্মণের রাজত্ব। মুক্তকণ্ঠে বল, জয় ব্রাহ্মণের জয়!

সকলে। জয় ব্রাহ্মণের জয়!

চিত্তারাম। রাজা! রাজা! বিদ্রূপ রাখ,—ছেলেখেলা নয়—এত বড় একটা রাজ্য!

অচলেন্দ্র। কত বড় একটা রাজ্য, এই ক্ষত্রিয়বংশের একজন রাজা

ব্রাহ্মণকে দান ক'রে অবশেষে শ্মশানের চণ্ডাল হয়েছিল, জান না ব্রাহ্মণ? তার কাছে এ রাজ্য তো সামান্য।

রক্তবস্ত্র পরিহিতা অলকার প্রবেশ।

অলকা। আরও জান না কি ব্রাহ্মণ! তাঁরই চরণসেবিকা, সেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দিতে নিজের জীবন বিক্রয় ক'রে স্বামী-ঋণের অর্দ্ধাংশ পরিশোধে, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীর উজ্জ্বল কীর্ত্তি ভারতের অতীত পৃষ্ঠায় অমরাক্ষরে অঙ্কিত ক'রে গেছেন?

চিন্তারাম। মা! মা! আমার প্রতি এ গুরুভারের অত্যাচার কেন মা? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

অলকা। তা না হ'লে আর এমন দানের পাত্র পাবো কোথা? ব্রাহ্মণ! যে তেজে বজ্র বীততেজঃ—সৃষ্টি সঙ্কটাপন্ন—বিশ্ব বিকম্পিত, সেই বিশ্বম্ভর ব্রহ্মতেজের ভার হৃদয়ে ধরেছ, আর তুচ্ছ রাজ্যভার ধর্‌তে পার্‌বে না? দান প্রত্যাখ্যান ক'রো না ব্রাহ্মণ! পথভ্রষ্ট হবো,—আমরা মহাপথে চলেছি।

চিন্তারাম। তা চল্‌বি বই কি বেটি! তোরা ক্ষত্রিয়—তবু পথ ধর্‌লি, আর আমি ব্রাহ্মণ হ'য়েও পৈতৃক পথটা ভুলে, গোলক-ধাঁধাঁয় এসে পড়্‌লাম। বুঝেছি, নিয়তি বেটী যখন আগাগোড়া উল্টো প্যাঁচে চাকা ঘুরুচ্ছে, তখন আমার পদোন্নতিটাও এই দিকেই বা না হবে কেন?

অলকা। আশ্চর্য্য হ'য়ো না ব্রাহ্মণ! মহাঋষি বিশ্বামিত্রও একদিন রাজ্যশাসন করেছিলেন। ব্রহ্মকুলশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও একদিন সূর্য্যবংশ রক্ষা কর্‌তে স্বীয় কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত ভুলেছিলেন। বিচলিত হ'য়ো না। স্বামী সিংহাসন দান করেছেন, দাসী তার দক্ষিণা দেবে। এই রত্নহার—এই

কাঞ্চিপুরের রাজলক্ষ্মী—এই দানের দক্ষিণা। [রত্নহার দান করিলেন।] সভাসদ্‌গণ! আবার বলুন—সমস্বরে বলুন,—জয় ব্রাহ্মণের জয়!

সকলে। জয় ব্রাহ্মণের জয়।

গীতকণ্ঠে চারণগণের প্রবেশ।

চারণগণ।—

গীত।

জয় যজ্ঞসূত্রধারী হে ব্রাহ্মণ।
জয় পুরুষোত্তম ত্রিকালবেত্তা, পূতঃ-অন্তর পতিতপাবন।
চারি বেদমুগ্ধ, চতুরাশ্রমবিহারী, উদ্ভব তব ভব-দুর্গতি বারণে,
উজ্জ্বল কীর্ত্তি তব বিধাতৃ-বক্ষে দ্বিজ তব পদচিহ্ন ধারণে,—
জয় সংযম-তিতিক্ষা-ক্ষমা-গুণধারী,
জয় সম্ভোগ বিরহিত পরহিতকারী,
বিশ্বের কল্যাণে বক্ষের অস্থিদান,
শুভ্র অমরাক্ষরে চির-জাজ্বল্যমান,
তুমি মহান, তব পুণ্য পরশে ধন্য ভুবন।

[প্রস্থান।

অচলেন্দ্র। অলকা! আর কেন? যখন মায়ের কাছে আত্মোৎসর্গ করেছ,—যখন পৃথিবীর পরিধি মাপ্‌তে চলেছ,—আর যখন এই লালসার মদিরা—মায়ার জঞ্জাল—মোহের স্বরূপ মূর্ত্তি নর-রাজত্বে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছ, তখন আর কেন? চল, সেই সর্ব্বসন্তাপহারী স্বর্গের পথে যাই—নবজীবনদায়িনী মার কোলে উঠি।

অলকা। হাঁ,—শুধু নিজের রাজ্য নিষ্কণ্টক করার চেয়ে, পৃথিবীর দুঃখ দূর কর নাথ! তাতে সমস্ত সৃষ্টিটা নিষ্কণ্টক হ'য়ে যাবে, দেবতায় ডেকে নেবে।

গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। এস, এস গোবিন্দদাস! বড় শুভক্ষণেই দেখা। আর সে গান নয়, আমি মহাপ্রস্থানে চলেছি—এবার বীণার ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিশিয়ে তোমার সেই দৈবীভাবপূর্ণ উদাস করা গান—"হরি কেড়ে নাও তুমি দিয়ে ছিলে যা" সেই গানখানি প্রাণ খুলে প্রতি চরণ মিলিয়ে গাও, —এ উদ্যমটা আরও বেড়ে উঠুক্।

গোবিন্দদাস।—

গীত।

হরি, কেড়ে নাও তুমি দিয়েছিলে যা,
ফিরে দাও নিলে যা কিছু মোর।
হরি, জাগাও সে মহা স্মৃতির স্বপনে
খুলে নিয়ে কাল দুরাশা-ডোর।
হরি লালসা-অধীর চির-অহমিকা
সুসেবিত নরশক্তি,
দাও স্বচ্ছ গভীর চির-উজ্জ্বল
প্রীতিচর্চ্চিত ভক্তি—
হরি নিরাশা দীর্ঘ নিশ্বাস,
দাও তোমাতে অটল বিশ্বাস,
দাও রুদ্ধনয়নে বিন্দু বারি,
হরি সে অলস ঘুমের ঘোর।
হরি, বিশ্বের যত সঙ্গীতাবলী
শ্রবণ হইতে করিয়া দূর,
আবেশ মাখানো মধু ঝঙ্কারে
বাজাও পরাণে প্রেম-নূপুর,—

দিয়ে অমর করুণা-গন্ধ,
কর অতীতের আঁখি অন্ধ,
শুধু সান্ধ্য আকাশে চেয়ে থাকি আমি—
হ'য়ে থাক তুমি হৃদয়-চোর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় কানন।

বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। যা ভেবেছি তাই; কোন মতেই পৃথিবীটাকে রক্ষা করতে পার্‌লাম না। ঐ—ঐ—কে নয়—একটা সদ্যঃপ্রসূত শিশু—বাম হস্তে ধনুর্ব্বাণ—দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি—রক্তচক্ষু হ'য়ে মুহুর্মুহুঃ উপর দিকে তাকাচ্ছে, আর দাঁতগুলো কড়মড় ক'রে বনের এক ধার হ'তে অন্য ধার পর্য্যন্ত অবিরত ছুট্‌ছে! উষ্ণ নিশ্বাসে বনের গাছপালাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে,—বিষমাখানো তীব্র কটাক্ষে পশু, পক্ষী, মানুষ, যে পড়্‌ছে, সব যেন ছাই হ'য়ে কোন্ দিকে উড়ে যাচ্ছে। ঐ—ঐ—আবার সেই নির্ভীকতার নিদর্শন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, তন্মধ্যে অস্পষ্ট ভাষায় কি বল্‌ছে—আমি চণ্ডাল, সৃষ্টিনাশে অগ্রসর। নিশ্চয়—নিশ্চয়—ঐ সেই বেণ-ঔরসজাত অভিনব চণ্ডাল! তাই তো কি করি! দেখি—আবার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি,—এই প্রথম অবস্থায় ওর মাথাটা দু ফাঁক করতে পারি কি না!

[বেগে প্রস্থান।

ধনু ও অসিহস্তে নিষাদের প্রবেশ।

নিষাদ। বনখানা ঢুঁর্‌লুম—কেত্তো বাঘ ভাল্লুক সাবাড় করিয়ে তুল্‌লুম, হামি চাঁড়াল ছেলিয়া—মানুষ কটায় রফা করিয়ে, দেশটাকে আজাড় কর্‌তে নার্‌বে? খুব পার্‌বে—খুব পার্‌বে। ই কাঁড়-বাঁশ চল্‌বে তো মাটী ফেটে যাবে,—ই হাতিয়ার ঘুর্‌বে তো সব মুণ্ডু ভাঁটা খেল্‌বে। হামার সাথ কোন্ লড়্‌বে? হামি চাঁড়াল ছেলিয়া, সাধ হোবে তো আগাশখানায় পাড়িয়ে লিয়ে তার ওপর বসিয়ে হাসি কর্‌বে। হিঃ-হিঃ-হিঃ! সব খাবে—সব খাবে—গোটা দেশটা পেটে ভর্‌বে,—হামি চাঁড়াল ছেলিয়া।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রধারী পুরবালকগণের প্রবেশ।

পুরবালকগণ।—

গীত।

কঠিন কুব্যবহার কালের কারায়।
কেন রে কিরাত আর কাঁদাস্ ধরায়।
নাচিস্ নবীন তেজে গর্ব্বের তালে তালে,
পতন অনতিদূরে প্রকৃতির নীতি-জালে,
নিয়তি-ললাটতল ব্যাপিয়া—
অট্ট হাসিছে ঐ ভীষণ ভ্রূকুটী সহ,
উঠিল জীবন-দীপ কাঁপিয়া—
(তবে) নিবে যাক্ চিরতরে, জ্বালানয় বিষ-বাতি,
কলুষিত রুধিরধারায়।

নিষাদ। আরে—তুঁয়ারা কোন্ আছিস্? হাতে ঢাল-তলোয়ার—কি চাস্? লড়াই দিবি? হিঃ—হিঃ—হিঃ! আয়—আয়—মজা করি, তুঁয়াদের মুণ্ডু কটা হামি মালা কর্‌বে! [যুদ্ধ]

সশস্ত্র মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

মন্ত্রী। প্রাণপণ হে বালকগণ!
ঘোষুক মেদিনী-শৌর্য্য,
থাকুক্ অমরে কীর্ত্তি,
ব'য়ে যাক্ চণ্ডাল-শোণিত,
প্রতপ্ত ধরণীবক্ষ হোক্ সুশীতল।

নিষাদ। হো—হো—হো,—সরদার আইচে—সরদার আইচে। আয় সরদার, উয়ারা তো নার্‌লে, তুঁয়ারে হাত কতক দেখিয়ে লি।

[সকলের যুদ্ধ ও বালকগণের পলায়ন।

মন্ত্রী। অহো, অসহ্য অস্ত্রের তেজঃ,
সদ্যোজাত এ চণ্ডাল বুঝিনু রে এবে
প্রলয়-কারণ কোন ঘোর ছদ্মবেশী।
পৃথিবী গো!
হ'লো না মা আশার সুসার,
নিশার স্বপন মাগো প্রাণের কল্পনা;
চ'লে যাও, চিরতরে ধ্বংসের গহ্বরে।

[প্রস্থান।

নিষাদ। আরে সরদার! কুথা যাস্? এতো রত্তি পরাণ লিয়ে, তু তো ভাগ্‌লি, হাঁমি ছোড়্‌বে কই! তুঁয়ার শির লিতে হামার পরাণটা আন্‌চান্ কর্‌ছে—কাঁড়-বাঁশ ক্ষেপে উঠ্‌ছে,—চাঁড়াল ছেলিয়া হামি, কুছুতেই ছোড়্‌বে না।

[বেগে গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

জলদ ও বিজলী।—

গীত।

খবরদার, বাড়াস্ না আর একটী পা।
বিষমাখানো ও পাপ আশা, বুকের ভেতর দে চাপা।
মরণ-পাখা উঠ্‌লো তোর,
সন্ধ্যা হ'তেই রাত্রি ভোর,
কাল-শয়নে শুয়ে আছিস্, তাতেই এত স্বপ্ন ঘোর,—
(তাই) ঘুম ভাঙ্গাতে এলাম মোরা, ঘুচ্‌বে ধরার বুক কাঁপা।

নিষাদ। আরে বা! তু কালো ছোঁড়া—হাতে হাতিয়ার—সাথে ইস্ত্রীলোক—লড়াই দিবি? আচ্ছা, দিলেসা থাক্—হামি হার্‌লে তুঁয়ার সাম্‌নে নাকে খৎ দিবে, তু হার্‌লে তুঁয়ার ইস্ত্রীলোকটা হামি লেবে।

[যুদ্ধ ও জলদ, বিজলীর পলায়ন।

নিষাদ। আরে—আরে—একটা ঘা সইতে নার্‌লি? কুথা যাবি, হামি তুঁয়ার পিছু লিবে। শির পড়িয়ে তুঁয়ার ইস্ত্রী লোকটায় কাড়িয়ে লিবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। তোমরাও পরাস্ত হ'লে জলদ, বিজলী! পাপের প্রলয়ঙ্কর ঘনজালে, ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দেবদেবী, তোমাদেরও কৌমুদীপরিস্নাত শুভ্র জ্যোতিঃ কালিমাময় হ'য়ে গেল! তবে আর কে পৃথিবী রক্ষা কর্‌বে পৃথিবীনাথ? আমি যে তোমাদের আশায় তোমাদের কলুষহরা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে বুক বেঁধে, ভবিষ্যতের নির্ম্মল আলোকমালা লক্ষ্য

ক'রে বিপদ-জাল বিস্তার করেছি প্রভু! দর্পহারী হৃষিকেশ! চণ্ডাল সমরে পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গিরার তেজোদর্প যে চিরচূর্ণ হ'য়ে গেল-দয়াময়! পাপভারে কম্পমানা মেদিনী আর কতক্ষণ থাকৃবে ভূভার-হারি? ধর—চক্র ধর,—তোমার প্রলয়-পারদর্শী কুটিল চক্রটী পরিত্যাগ ক'রে, একবার তোমার সেই পাপশাসন, সর্ব্বশান্তিবিধায়ক সুদর্শন চক্রটী ধর,—ম্রিয়মান জগতে আবার হাসির লহর খেলে উঠুক্।

ছিন্নগুণ ধনুহস্তে নিষাদের পুনঃ প্রবেশ।

নিষাদ। এ, তু কোন্ আছিস্? জানোয়ারের মত গোঁফ দাড়ি লিয়ে, মিট্‌মিটে চোখে আকাশের দিকে হাঁ ক'রে—হুঁ—হুঁ,—তু মানুষ আছিস্! হামার আজ একটা উপ্‌গারে লাগ্‌বি, হামি তুঁয়ারে জনমভোর মনে রাখ্‌বে।

অঙ্গিরা। কি উপকার চণ্ডালবালক?

নিষাদ। দেখ্,—উ কালো ছোঁড়াটার সাথ হামার লড়াই বাধ্‌লো; উ বড় বেইমান আছে, হামার কুছু করতে নার্‌লে তো সয়তান কাঁড়-বাঁশটার ছিলে ছিঁড়িয়ে ভাগ্‌লো। দে তো একটা লাগিয়ে, হামি উয়ারে দেখিয়ে লি, উ কেত্তো খেলোয়ার আছে?

অঙ্গিরা। আমি তপস্বী—ধনুর্গুণ কোথায় পাবো বালক?

নিষাদ। তুঁয়ার কাঁধে ওটা কি রে?

অঙ্গিরা। এ যজ্ঞোপবীত।

নিষাদ। ঐটাই দে, বেশ হোবে। হামি তুঁয়ারে খুব ভালবাস্‌বে।

অঙ্গিরা। বালক! আমি ব্রাহ্মণ, এই আমার সর্ব্বস্ব ধন।

নিষাদ। হুঁ, তু বামন—তবে তো মস্ত ধড়িবাজ বদ্‌মাস লোক আছিস্। জান্‌ছি, তুঁয়ার সাথ হামার বন্‌বে নাই, জোর করিয়ে লিবে।

অঙ্গিরা। [স্বগত] ভগবান! চক্রধর! আবার সেই নরদৃষ্টির অতীত জটিল চক্রান্ত! ব্রহ্মপুরুষ! ব্রাহ্মণের যে সব যায়!

নিষাদ। এ বামন! আগাশের দিকে হাঁ ক'রে ভাব্‌ছিস কি? দিবিক্ না তো খোলসা বোল্, দেরি করিস্ কেন? ও কালো ছোঁড়া লুকিয়ে পড়্‌বে।

অঙ্গিরা। [স্বগত] কালোবরণ! তুমিই এর মূল কারণ। আমার কাছে পাঠাবার জন্য বুঝি চণ্ডালের গুণ ছিন্ন করেছ! তোমার মনে যা আছে, তাই হোক্।

নিষাদ। আরে বাঃ! হামি তুঁয়ার পাশ মাথা ঠুক্‌ছে, আর তুঁয়ার মুখে একটা কুথা নাই। খুব হুঁসিয়ার বামন, হামি তুঁয়ারে সাবাড় কর্‌বে।

অঙ্গিরা। ব্রহ্মহত্যা কর্‌বে বালক?

নিষাদ। আমি চাঁড়াল ছেলিয়া, কুছুতেই ডর নেই। তুঁয়ার মত কেত্তো বামন হামি পেটে ভরেছে; বামন, তু তো হামার খাবার জিনিষ আছে। [ধারণোদ্যত]

অঙ্গিরা। চণ্ডাল! চণ্ডাল! ব্রাহ্মণের পবিত্রাত্মা স্পর্শ ক'রে চির-কলুষিত ক'রো না। সমুদ্রগর্ভে মজ্জমান রত্নান্বেষী নির্ব্বোধ নরের মত ব্রহ্মতেজঃ-নিষেবিত যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটন ক'রো না। স'রে যাও—তুমি শিশু; ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের শিরে এমন কলঙ্কের পসরা দিও না। তা হ'লে তোমার এই অকাল-মরণের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গিরায় উপলক্ষ্যে ভেবে, জগৎখানা স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে।

নিষাদ। কি কোস্—হামি মর্‌বে? কেত্তো লড়াই গেল, গায়ে একটা আঁচড় দিতে নার্‌লে,—তু জানোয়ার, তুঁয়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে হামি মর্‌বে? হামি চাঁড়াল ছেলিয়া, যম ঘেঁস্‌বে নাই। দেখ্ তবে আমার ঘাড়ে কেত্তো রক্ত। [যজ্ঞোপবীত ধারণ।]

অঙ্গিরা। ব্রহ্মতেজ! তুমি কোথায়?

[যজ্ঞোপবীতের সর্পমূর্ত্তিতে নিষাদকে দংশন।]

নিষাদ। উ-হু-হু, পরাণ গেলো রে বাবা! বামনের কাঁধে ওটা দড়ি না সাপ আছে, একদম শির পর কেমড়িয়েছে—পরাণটা আন্‌চান কর্‌ছে—একটা ঘুম ধর্‌ছে। [পতন ও মৃত্যু।]

অঙ্গের হস্তধারণ করিয়া গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

হ'লো তোর পূজার আয়োজন।
চেয়ে দেখ্ চাঁড়াল ছেলের সাপের বিষে সমাপন।
আর যোগাড়ের বাকি কি রে, সব তো আছে নিজের পাশে,
প্রাণের কপাট রাখ্‌গে খুলে, নিক্ সে যেটা ভালবাসে—,
দিস্ না যেন চোখের জল,
ঐটী ছেলের আসল বল,
ফুরিয়ে গেলে ও সম্বল, মিছে কোলের আকিঞ্চন।

অঙ্গ। সন্ন্যাসি! সম্মুখে চণ্ডালের শবদেহ, সন্ধ্যাও সমাগতা,—এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ!

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এই সুযোগে রাস্তা দেখা লেখা ভবের পঞ্জিকায়,
বিফল হবে বিয়ের আমোদ লগ্ন যদি ব'য়ে যায়,—
আসনখানা কাঁধে তুলে,
এক ছুটেতে ধর্‌গে মূলে,
পড়্‌বে কালী পাকা চুলে, মুক্তি কর্‌বে আলাপন।

অঙ্গ। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা! [নিষাদের শবদেহ স্বীয় স্কন্ধে রাখিলেন।] সন্ন্যাসি! গুরু হ'য়ে সবই তো একরকম শেখালে! সাধনায় চল্‌লাম,—যদি মার সঙ্গে দেখা হয়, তা হ'লে কি বল্‌বো, সেটা শিখিয়ে দাও।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বলিস্ যে তুই চোখের মাথা, খেলি মাগো কখন হ'তে,
কামাই ক'রে ছড়ির ভয়ে ছেলে কাঁদে পাঠশালাতে,
(তোর) এ সাত পাকের খেলা ঘরে,
(আমার) পুঁজী গেল বাজি ধ'রে,
(ওমা) থাকে যদি নূতন খেলা, ঘুচিয়ে দে এ জ্বালাতন।

অঙ্গ। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা! কালী করালবদনা, ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা! আয় মা—তিমিরাবরণের অন্তঃস্থলে একটী মাত্র ধীর পাদক্ষেপ নৈশ প্রকৃতির ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, প্রাণের মধ্যে অস্ফুট আলোকরেখা জাগিয়ে দে মা! আমি পথ চিনে লই।

[প্রস্থান।

অঙ্গিরা। বড়ই জটিল পথ রাজা! পার্‌বে তো? বর্ষার তমসাবৃত রজনীযোগে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক! একটীমাত্র বিদ্যুৎচ্চমকে গন্তব্য পথ চিন্‌লে সত্য, কিন্তু সে পথে সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম কর্‌বার শক্তি আছে তো? ওঃ, জলদরূপী জগৎপতি! এই জন্যই তুমি চণ্ডাল-রণে পরাস্ত? তোমার উদ্দেশ্য এতদূর? বুঝেছি—এইবার তোমার সঙ্গে খেল্‌বো।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সুনীথা।

সুনীথা। তুমি কোথায়? নরক-নিবাসের আশ্চর্য্য অধঃপতন দেখে স্বর্গের দেবতা কোন সমুচ্চ শিখরে উঠে গেলে? সংসারের তীব্র কোলাহলে স্তম্ভিত হ'য়ে মহাপুরুষ! কোন নির্জ্জন প্রদেশে লুকিয়ে পড়্‌লে, ব'লে দাও। তোমার, সুনীথা—তোমার বক্ষস্থিতা কাল-সর্পিণী সেই সুনীথা আজ আবার আর এক রকম হ'য়ে গেছে। পাষণ্ড পিতার অন্ধকারভরা গুপ্ত পথে চল্‌তে চল্‌তে, কি একটা বিদ্যুৎ-রেখায়—কি যেন একটা জগৎছাড়া বজ্ররবে পতিঘাতিনী চণ্ডালিনীর প্রাণখানা কেঁপে উঠে আর এক রকম হ'য়ে গেছে। পূর্ব্বে ছিলাম তোমার প্রেমভিখারিণী দাসী, হ'লাম তোমারই প্রাণহন্ত্রী রাক্ষসী; আজ আবার কি চাই জান? স্বামি! একটীবার মাত্র তোমার দেখা,—তুমি কোথায়?

গীতকণ্ঠে মোহ ও ভ্রান্তির প্রবেশ।

গীত।

ভ্রান্তি।—নাকেতে দিয়ে দড়ি ছুটিয়েছি ঘোড়া, এবার যাদু প্রাণ তুলোফোড়া।

মোহ।—ধীরে চল বীরাঙ্গনা পড়্‌লে হবে জন্ম খোঁড়া,

ঘুচে যাবে ঘোমটা টেনে কথায় কথায় পাশমোড়া।

ভ্রান্তি।—ওঠা পড়া ধূলোখেলা, রমণীর তায় বুক তাজা,

মোহ।—ঐ বুকের বাঁধন আল্‌গা হ'লে ভেঙ্গে যাবে ক্ষীণ মাজা,—

ভ্রান্তি।—এ বাঁধন বিধাতার দেওয়া,

মোহ।—ছুটে যাবে দেখ্‌বে যবে পড়্‌বে প্রাণে টানের হাওয়া;

ভ্রান্তি।—খোলা প্রাণ সোহাগভরা নাই টানাটানি, বঁধু নিত্য আমদানি,
মোহ।—তবে বুকে এস প্রেমের ছবি, দেখি হাসি মুখখানি,
উভয়ে।—হ'য়ে যাক্ চোখের কোণে টানে টানে ভালবাসায় স্থান যোড়া।

[প্রস্থান।

স্থনীথা। দূর হও মোহের বিকার,
আবার পশিতে সাধ স্থনীথা-হৃদয়ে ?
নহি আর পিতার তনয়া,
স্বামীর সঙ্গিনী আমি সেই পতিব্রতা।

[গমনোদ্যতা]

মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। স্থনীথা! স্থনীথা!
হরিতে প্রাণের ভার,
দারুণ হৃদয়-বহ্নি চির নির্ব্বাপিতে,
শুভ দিন আজি গো মোদের।
শুনিলাম গুপ্তচর মুখে,
অঙ্গরাজ ভ্রমে বনে
নবীন যোগীর এক মন্ত্র-শিষ্যরূপে।
শ্মশানে শবসাধনে ব্রতী সেই যোগী,
স্থনিশ্চয় ভূপতি তথায়,—
সম্প্রতি এ যোগ্য অবসর।
নিরুত্তর কেন প্রাণাধিকে ?

স্থনীথা। ব'লে যাও, শুন্‌তে পাচ্ছি।
মৃত্যু। আর বল্‌বার কিছুই নাই, এইবার কর্ত্তব্যের কাল।
স্থনীথা। কি কর্‌তে বল ?

মৃত্যু। নূতন কিছুই না—সেই এক হত্যা।

সুনীথা। আবার ?

মৃত্যু। আবার সুনীথা,
পুনরায় সেই আশা
জাগিয়াছে অশান্ত পরাণে।
প্রতারণাময় সেই পাপ ছবিখানা
পলকে পৃথিবী হ'তে অবসর দানে—
অপমান-বহ্নি সহ
নিবাতে সে জ্বালাময় পুত্র-শোকানল,
অনন্ত উদ্যমরাশি জেগেছে আবার।

সুনীথা। এখনও দুরাশা তোমার ?
ধূম্রময় মোহ-মেঘজালে
এখনও কালিমাময় হৃদয়-আকাশ ?
মনে নাই সে দিনের কথা—
ছার রাজ্য—স্বাধীনতা-আশে,
নাশিতে জামাতা-ধনে পাষাণ হইয়া
পাতিলে কতই ছল, পাশব চক্রান্ত,—
হায় সেই কর্ম্মফল-সূক্ষ্মবিচারক
বসিয়ে শিয়রে তব,
চাহিল কটাক্ষে তার একটানা চোখে,
তোমারই বুকের হাড় গেল চূর্ণ হ'য়ে,—
তবুও প্রাণের কালী গেল না তোমার ?
ধন্য তুমি চির-অন্ধ কাল !

[মুখ ফিরাইল।]

মৃত্যু। কি ছার বুকের হাড়,
বজ্রাঘাতে যদি চূর্ণ হয় শির,
হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে
একটী একটী করি
আশার অনন্তধারা ছুটিয়া সবেগে
নৈরাশ্য-সাগরগর্ভে যদি হয় লীন,
তবু রবে চির-অন্ধ কাল।

সুনীথা। প্রকৃত চণ্ডাল ; নহ পিতা তুমি,—
তা না হ'লে বল কে কোথায়,
পাপ স্বাধীনতা-ভানে
নয়ন-দর্পণে ধরি কত স্বার্থ-ছবি,
স্মৃতির অতীত করি ইহ-পরকাল,
নারী-জীবনের সার শান্তি-সুখ-আশা
একমাত্র স্বামীবক্ষে বসাতে ছুরিকা,
মন্ত্রপূতঃ করে স্বীয় তনয়ায় ?
হায় কি কঠিনা আমি ঘোর দৃষ্টিহীনা,
ছলনামাখানো ওই অন্ধকার পথে,
ভ্রমিয়া আনন্দে কাল তোমারই কুহকে,
হ'লাম সংসারে নব উপমার স্থল।
আর কেন ছল ?
ছিঁড়িয়া গিয়াছে অঙ্গ,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুক,
হৃদয় ভরিয়া গেছে কি এক চিন্তায়।
দিতেছি বিদায়,

দেখায়ো না পোড়ামুখ,
করিও না আর স্থনীথার আশা ।

মৃত্যু । তাই বুঝি ভাব মনে আত্মাভিমানিনি !
তোমার আশায় কাল
পোষিছে পরাণে তার সহস্র বাসনা ?
তোরই সাহসে
মৃত্যুদণ্ড ধরিয়া সদাপে,
স্তব্ধ করে কাল বিশ্ব-চরাচর ?
বজ্রপাত হ'য়ে যাক্ শিরে,
মৃত্যুনাম লোপ তা হ'তে সুখের ।
আরে আরে দুঃশীলা দুহিতা !
আমি তোর কৃপাপ্রার্থী ?
ছি—ছি ! অঙ্গ-শির লক্ষ্য করি,
চমকিয়া নিমেষে ধরণী,
মৃত্যু-অস্ত্রে চলে কি না দেখ্ তবে আজ ।

[প্রস্থান ।

স্থনীথা । যাও—যাও মদমত্ত গজেন্দ্র ! মৃণালমূল উৎপাটিত কর্‌তে নৃশংসতার একটানা স্রোত ভেসে যাও । চণ্ডালরূপী পিতা ! কন্যার বুকের জন্য বৈধব্যের প্রস্তর আন্‌তে স্বার্থপরতার পাপ সঙ্কেতে নরকের পথে চ'লে যাও । রাজা ! স্বামি ! কোথায় তুমি ? শ্মশানে—শব-সাধনে ? তবে আর একটু—তোমার স্বর্গীয় সুস্বপ্নভরা সাধনার নিদ্রাটা আর একটু গভীর ক'রে ফেল ; তোমার কামনাবিহীন ভক্তিতরঙ্গের মধুর উচ্ছ্বাস, আর একটু বাড়াও—বালির বাঁধ ভেঙ্গে যাক্, নতুবা সকল খেলার শেষ ! হোক্—তাতে ক্ষতি নাই ; সংসার নরক-যন্ত্রণা । তবে

একবার দেখাও—একবার তোমার সেই দেবমূর্ত্তি এই পাপচক্ষে ধর। তুমি শ্মশানের সাধক, আমি মশানের ঘাতিকা।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তারামের বাটী।

প্রাণময়ী।

প্রাণময়ী। মিন্‌সে যে কি হ'য়ে পড়্‌লো গা! বামুনের ছেলে,—পূজো নাই—পার্ব্বণ নাই—সন্ধ্যে নাই—আহ্নিক নাই—ঘরকন্না নাই—মাথায় পাক বেঁধে দিনরাত ঘুর্‌ছে। রাজা হয়েছে! আ-মর—হাড়-হাবাতে হতচ্ছাড়া! তোর সাতপুরুষ গেল ফুল বেলপাতার দোহাই দিয়ে, তুই গেলি কি না, তীর ধনুকের কারবার কর্‌তে! মতিচ্ছন্ন! ঐযে, রসিক পুরুষের আজ ঘর ব'লে মনে পড়েছে।

নেপথ্যে চিন্তারাম।

চিন্তারাম। বাড়ীতে আছ গা?

প্রাণময়ী। কে—গা?

চিন্তারাম। এই—আমি গো!

প্রাণময়ী। আহা-হা—উনি যেন আমার সাতপুরুষের কে,—তাই আমি গো! অমনি চিনে রেখে দিয়েছি আর কি! কে রে তুই?

চিন্তারাম। এই আমি, একটী ক্ষুদ্র ভিখিরী গো!

প্রাণময়ী। আ-ম'রে যাই আর কি! তোমার জন্যে চাল কুটে রেখে দিয়েছি, দূর হ'।

চিন্তারাম। আজকের মত একটু থাক্‌বার জায়গা দিতে হবে।

প্রাণময়ী। তা আবার হবে না? আ-হা-হা, আমার কালাচাঁদ আস্‌ছেন—কুঞ্জ সাজিয়ে রেখেছি,—জায়গা দিতে হবে না! মরণ, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ! ফিরে যা বল্‌ছি মুখপোড়া, বকাস্‌ নি,—হবে না কিছু, আমার হাতযোড়া।

চিন্তারামের প্রবেশ।

চিন্তারাম। বলি, আজকাল কি আর কাজের হাত খালি যায় না—না কি গো?

প্রাণময়ী। কি ক'রে আর যায়? তুই মুখপোড়া তো ভেসে চল্‌লি, আমি কি করি বল্‌ দেখি?

চিন্তারাম। তুমি ডুবে ডুবে চল। বাস্‌—মজা পাবে,—ধর্‌তে ছুঁতে নাই।

প্রাণময়ী। এ নৌকো ডুবি হ'লে, তো পোড়ারমুখো মাঝির দশায় কি হবে রে?

চিন্তারাম। তা বটে; অমন আবলুষের ওপর বার্ণিস করাটী তো আর দেশ খুঁজে মিল্‌বে না।

প্রাণময়ী। আ-হা-হা! নিজের পানে একবার চেয়ে দেখ্‌ দেখি। মুখখানা যেন তোলোহাঁড়ি,—নাক যেন গরুড়পক্ষী,—চোখ তো নয়—পাতকুয়োয় বেঙ ভাস্‌ছে,—উদর যেন দামোদর,—মরণ আর কি—আবার আমার নিন্দে! আমি যে মেয়ে, তাই অমন মদনমোহনকে নিয়ে চালাই।

চিন্তারাম। যাক্‌, আমার মন্দ বিচারে কাজ নাই, তুমি আমার সোণার পাথরবাটী; এখন কি আছে, খেতে দাও।

প্রাণময়ী। ঝাঁটা আছে।

চিন্তারাম। আরে ওটাতে অরুচি জন্মে গেছে, একদিন পাল্‌টে দাও। বিলম্ব ক'রো না—যেতে হবে।

প্রাণময়ী। কোথা ? যমের বাড়ী না কি ?

চিন্তারাম। আরে সেটা যে আমার শ্বশুরবাড়ী। তুই রইলে এখানে, আর আমি কার স্ববাদে, কি কাজে, সেখানে যাই বল দেখি ? আগে তোমায় পাঠাই। দেখ—সময় নাই, রাজসভায় আজ অনেক কাজ।

প্রাণময়ী। কৈ, যা দেখি হতচ্ছাড়া মিনসে ! আজ তুই আছিস্ কি আমি আছি। কৈ, ঘরের বার হ' দেখি,—আমার নাম পরাণী বামণী, দেখি তুই কত বড় পুরুষ।

চিন্তারাম। দেখ প্রাণময়ি ! তুমি বড় মুখরা ; তোমায় শাসন করা গেল না।

প্রাণময়ী। তবে রে মুখপোড়া ! যে ঘরের মাগ শাসন কর্‌তে পারে না, সে এত বড় একটা রাজ্য শাসন কর্‌তে যায় কোন্ সাহসে ?

চিন্তারাম। দেখ—আমি বিশেষ দেখ্‌ছি, এই মাগ শাসন করার চেয়ে রাজ্যশাসনটা খুব হাল্কা কাজ ; তার প্রধান সাক্ষী আজকাল অঙ্গরাজ,—বুঝেছ ?

প্রাণময়ী। বেশ বুঝেছি, ঝাঁটা না খেলে আর সোণার টীয়ে খাঁচায় ঢুক্‌ছো না !

চিন্তারাম। কেন, ছোলা দেখিয়ে কি কাজ মেটাতে পার্‌লে না ?

প্রাণময়ী। ভুল কর্‌লি মিন্‌সে ! আমার কি সে ছোলা আছে যে, তোকে ভুলিয়ে রেখে দেবো। আমার রূপ নাই—প্রেম নাই—দেখাবার কিছুই নাই,—যা আছিস্ তুই। আমি আদর কর্‌তে জানি না—ভাল বাস্‌তে জানি না—প্রাণ দিতে জানি না,—জানি কেবল তোকে। আমি কর্ম্ম চিনি না—ধর্ম্ম চিনি না—ঈশ্বর চিনি না,—চিনি কেবল তোকে।

আমি মুখরা—তবু আমার মনে হয়, ভগবান যদি আর গোটাকতক চোখ মুখ দিত, তা হ'লে তোর পানে এই রকম কটমটিয়ে থাকতুম, আর প্রাণ খুলে গাল দেওয়ার আশা মিটুতুম। তুই আমায় ছেড়ে যাবি,—তা যাবি বৈ কি! আমার তো কিছুই নাই, আছে কেবল গাল; তা তোর ভাল লাগ্‌বে কেন? তুই যাবি বৈ কি! তা—যা। আমি গাল দিতে ভালবাসি, আমার মুখ বন্ধ হবে না। তুই যাবি, তোর পথপানে চেয়ে থাক্‌বো,—আর গাল দেবো আপনাকে—গাল দেবো অদৃষ্টকে—আর গাল দেবো, তোকে যে এই রকম আমার পর কর্‌ছে, সেই পোড়া পরমেশ্বরকে। যা—যা মিন্‌সে, আমার নজর ছেড়ে যা।

চিন্তারাম। আহা-হা,—কর কি—কর কি? একবারে যে মরু-ভূমি রসিয়ে তুল্‌লে গো! নাও, একটু স্থির হ'য়ে ব'সো দেখি, আমি মানভঞ্জন পালাটার মহলা দিয়ে নিই। [প্রাণময়ীর প্রত্যাখ্যান] আঃ—একটু সভ্যতা শেখ—একটু গম্ভীর ভাব দেখাও,—তবে তো! রাজা হয়েছি, তোমায় রাণী হ'তে হবে—সিংহাসনে বস্‌তে হবে।

প্রাণময়ী। আঃ তোর রাণীগিরির মাথায় ঝাঁটা মারি—রাজা হওয়ার মুখে নুড়ো দিই। বামুনের ঘরে জ'ন্মে, বামনামী ছেড়ে গোল্লায় যেতে বসেছিস্—তুই যা,—আমি তোর রাণীগিরি চাই না। আশীর্ব্বাদ কর্‌, আমি যে পরাণী বামণী আছি, সেই পরাণী বামণীই থাকি।

চিন্তারাম। থাকো; স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী,—বল্‌লে তো বুঝ্‌বে না। তবে আসি। [গমনোদ্যত।]

প্রাণময়ী। যাবি তো তার একটা ব্যবস্থা ক'রে যা। আমি তো আর ঘরকন্না নিয়ে পেরে উঠি না; ভেবে ভেবে আমার শরীর ভেঙ্গে গেছে, এখন আমায় দেখে কে? হ'লো—কাপড়টা চোপড়টা কেচে দিলে, দুটী সময়ে রেঁধে খাওয়ালে, হ'লো দরকার মত হাতটা পাটা টিপে দিলে!

চিন্তারাম। তা—না হয় একটা লোক রাখ।

প্রাণময়ী। দূর হতচ্ছাড়া মুখ্যু, এই কটা খুচরো কাজের জন্যে যদি লোক রাখ্‌তে হয়, তবে তো পোড়ারমুখোকে বিয়ে করেছি কি কর্‌তে?

চিন্তারাম। তা বটে! সৃষ্টি উল্টোনো আবার কাকে বলে?

জনৈক অনুচরের প্রবেশ ও অভিবাদন।

চিন্তারাম। আসুন—আসুন অনুচর মশায়! আস্‌তে আজ্ঞা হউন। তা—হঠাৎ, কেনে তুমি—আপনি এখানে আগমম কর্‌লে হে?

প্রাণময়ী। মিন্‌সে কি আক্কেলের মাথা খেয়েছিস্?

চিন্তারাম। তুমি স্ত্রীলোক, তার কি জান্‌বে বল? রাজা হয়েছি, বুঝেছ,—রাজার মত শুদ্ধ ভাষায় কথা কইতে হবে। হ্যাঁ—অনুচর মশায়! তারপর?

অনুচর। মহারাজের রাজসভায় যেতে বিলম্ব দেখে সভাসদ্ মশায়রা এই পত্রখানি মহারাজের নিকট পাঠালেন। মহেন্দ্রপুরের করদ রাজা এই পত্র লিখেছেন। [পত্র প্রদান]

চিন্তারাম। বটে—বটে, দেখি। [মুখভঙ্গী করিয়া] দেখ দেখি, চসমাখানা ভেঙ্গে ফেল্‌লে, এখন কাজ চলে কিসে?

অনুচর। মহারাজ! দেশে অজন্মা হেতু তিনি এ বৎসর সমস্ত রাজকর পরিশোধে অক্ষম, এইমাত্র তাঁর নিবেদন।

চিন্তারাম। হাঁ—হাঁ—তাই তো বটে, এই যে লেখা রয়েছে। দে—শে অজন্মা হেতু—কর—দানে অক্ষম—মহারাজ—মা—বাপ—মার্জ্জনা করিতে হইবে। আ-মরি-মরি, কি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হস্তাক্ষর, কি প্রেমপত্রের মত মোলায়েম ভাব! যাও অনুচর মশায়! তাকে এ বৎসরের জন্য মার্জ্জনা করুন গে।

অনুচর। আজ্ঞে, আপনাকে এতে একটা সাক্ষর ক'রে দিতে হবে।

চিত্তারাম। [স্বগত] এই রে, এইবার শালা নেহাৎ ধ'রে ফেল্‌লে। [প্রকাশ্যে] দেখুন অনুচর মশায়! কাল রাত হ'তে আমার হাতটায় একটা বেদনা হয়েছেন, সুতরাং—

প্রাণময়ী। সুতরাং কি?

চিত্তারাম। সুতরাং এ সইটা প্রাণময়ী তুমিই ক'রে দাও।

প্রাণময়ী। মাইরি? রাজা হবে তুমি, আর সই কর্‌বো আমি?

অনুচর। সন্দেহ কর্‌বেন না মহারাজ! সে দেশে সত্যসত্যই অজন্মা।

চিত্তারাম। তা তো বুঝ্‌লাম হে অনুচর মশায়! তা এ সইটা তুমিই ক'রে নেন্ গে না!

অনুচর। আমি কি লেখাপড়া জানি?

প্রাণময়ী। তোমাদের মহারাজও সরস্বতীর বরপুত্র। যাও,— সভায় বল গে, সভার স্বাক্ষরই রাজ-সাক্ষর।

অনুচর। যে আজ্ঞা।

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

প্রাণময়ী। বলি লজ্জা লাগে না?

চিত্তারাম। লজ্জা কিসের? আমি লেখাপড়া জানি না! সাতাশ বৎসর বয়সে, নিজের মেধাশক্তির বলে, আমি ক, খ, একেবারে আদাগা ক'রে ফেলি, এইতে আমার গুণপনা—অধ্যবসায়ের কথা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়্‌লো। সেই না শুনে তোমার পিতা—বর্ত্তমান আমার শ্বশুর এমন সুপাত্র ছাড়া অনুচিত ভেবে, একদিন শর্ম্মার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বাস্, দু কথা—পাঁচ কথা হ'তে না হ'তে দিন কয়েকের মধ্যে তোমার টোলে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়্‌লাম আর কি! সেই হ'তে তো লেখা-পড়ায় কামাই-ই নাই। আমি আবার লেখাপড়া জানি না?

প্রাণময়ী। বলি, বামুনের ঘরের মুখ্যু, আক্কেলটা কি হবে ম'লে?

চিন্তারাম। না প্রাণময়ি! আক্কেল একটু বেশই হয়েছে। আমি যেমন, তেমনি থাকাই উচিৎ,—বাড়াবাড়িটা কিছু নয়। আমি এ পথ ছাড়্‌লাম, রাজ্য যে হয় করুক্‌ গে। আমরা নিজের পথ ধরি এস।

প্রাণময়ী। বামুনের ছেলে, সোজা পথ প'ড়ে রয়েছে,—আবার পথ ধর্‌বি কি রে মিন্‌সে?

চিন্তারাম। না বহুদিনের আশা,—আমরা কাশী যাই চল।

প্রাণময়ী। কাশী যাবি কেন রে মিন্‌সে?

চিন্তারাম। বিশ্বেশ্বর দর্শনে।

প্রাণময়ী। আ-মরণ! দিন দিন কচি খোকা হ'চ্ছেন। পুতুল কেড়ে নিলে তো মোয়া চাই,—রাজ্য ঘুচ্‌লো তো কাশী!

চিন্তারাম। না প্রাণময়ি! আর এ পাপ সংসারে থাক্‌তে ইচ্ছা নাই।

প্রাণময়ী। তা যেতে হয় যা, কে ধ'রে রেখেছে?

চিন্তারাম। তুমি সহধর্ম্মিণী, তাই বলি, সঙ্গে চল।

প্রাণময়ী। আমি তোর পোড়া কাশী যেতে গেনু কেন রে মিন্‌সে? আমি তোর বিশ্বেশ্বরে ভুল্‌বো কেন রে? আমার কাশী—আমার শ্বশুরের ভিটে, আমার বিশ্বেশ্বর—তুই। যেতে হয় তুই যা, আমি এই-খানেই কাশীবাসিনী থাক্‌বো,—এই কাশীতেই আমি আমার বিশ্বেশ্বরকে মনে মনে দেখ্‌বো। তুই তার কি জান্‌বি রে মিন্‌সে, মেয়ে মানুষের সব তীর্থ ই ঘরে। [প্রস্থান।

চিন্তারাম। বা—বা—বা! চরিত্রটা তো বেশ অম্লমধুর,—এও একটা জগতের মুখরোচক বটে! বাবা বিশ্বেশ্বর! আর কেন?

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান-সান্নিধ্য।

চণ্ডালগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সূয্যিখানা হ'লো সাগর পার।
ঘুর-ঘুর-ঘুর-ঘুর ঘনিয়ে আসে ঘুটঘুটে আঁধার॥
মিট মিট জ্বলে কালো মেঘে কেন্তো তারার বাতি,
ঝিঁ ঝিঁ চিল্লায় ঝিল্লীর পোলা, শিয়ালগুলোর মাতামাতি,—
সাঁঝের সুরে মার্ছে পাখী কুক্,
দাদা—আন্চান্ করে বুক,
চুপটী ক'রে চোখটা রাঙ্গায়, শ্মশানটা ঠিক কালা পাহাড়।
বন্ বন্ বন্ বন্ পবন চলে,
ঘরের টানে পরাণ টলে,
আণ্ডা বাচ্ছার হাসি খুসি, দেখ্বো রে চল্ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ,
পান্তা ভাত আর পেয়াজ লিয়ে ডাক ফুকারে খোকার মা,—
লে, লে, চল্ ঝটাপট্ ঝট্,
থাবড়া খাবি চটাপট্ চট্,
কলিজের হাড় ছুটবে মোদের, দেখ্লে মাগীর বদন ভার॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

নিষাদের শবদেহস্কন্ধে অঙ্গের প্রবেশ।

অঙ্গ। তারা—ত্রিনয়না—ত্র্যম্বক-বক্ষবিহারিণী, আয় মা! জটাজুট-বিলম্বিত—দ্বীপীচর্ম্মবিভূষণা, আয় মা! সেই বিরাট গম্ভীর ভীতিপ্রদ অথচ শান্তিময়ী মূর্ত্তিখানি ল'য়ে, মহিমার মধুর আলোকে নৈশ-তমসাবৃত শ্মশানবক্ষ উদ্ভাসিত ক'রে আয় মা! একবার অলক্ষ হ'তে নেমে আয়। আয় মা চামুণ্ডে চণ্ড-নায়িকে! করিশুণ্ড-বিদারিকা কেশরিণীর মত প্রতি পাদক্ষেপে পাষণ্ড-বক্ষ প্রকম্পিত ক'রে নয়নপটে আয়। আয় মা কালী করালবদনা, ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা,—আয় মা রণোন্মাদিনী রুধিরাক্ত-কলেবরা,—আয় মা নৃমুণ্ডমালিনী, কৃষ্ণতরাগ-তরঙ্গক্ষুব্ধ অসংবদ্ধ অলকদামে ভূপৃষ্ঠ চুম্বন ক'রে নৈদাঘ নিশার মেঘাচ্ছন্ন সূচিভেদ্য অন্ধকারে দীপ্ত বিদ্যুৎস্ফুরণের মত কৃষ্ণাধরে তৃপ্তির হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে আয় মা! ও জটিল পরীক্ষাক্ষেত্র হ'তে একবার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আয়। আমি সাধনার সসীম কক্ষ হ'তে, শিবসীমন্তিনি! তোর অনন্ত কোলে উঠে যাই। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা! [স্কন্ধ হইতে শব নামাইয়া আসন প্রস্তুত করিলেন] দে মা আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যা! তোর অনন্ত শক্তির এক বিন্দু ভিক্ষুক সন্তানকে দে,—আমি পৃথিবী-চক্ষু-বিনির্গত জলপ্রপাতের গতিরোধ ক'রে জগতের অজ্ঞাতে লুকিয়ে পড়ি। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা!

[শবোপরি উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।]

গীতকণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রবেশ।

জ্যোতির্ম্ময়।—

গীত।

শ্যামা শ্মশানবাসিনী।
কালী কপালিনী, করাল-বদনী,
ঘোরা চতুর্ভুজা চামুণ্ডা ঈশানী॥
প্রাবৃট-ঘনজাল অঙ্গে লালিমা-ছটা,
ঘূর্ণিত ত্রিনয়নে দাবাগ্নি উদ্ভব,
আলুলায়িত-কুন্তল ভূপৃষ্ঠ চুম্বিত,
বজ্র নীথরকরা ভৈরব হাহা রব,
বিশ্ব বিলয় মাতঃ তোমাতে সম্ভব,
সদম্ভে দানবকুলনাশিনী।
দিগ্‌বসনা বামা বিলোল রসনা,
ভীষণ রণ মাঝে নাচ তাথৈ-থৈ,
নরকপাল কণ্ঠে, গণ্ডে রুধিরস্রোত,
জানে না উন্মাদিনী অট্টহাসি বই—
নূপুর-নিক্কণে সে মৃদু মাধুরী কই,
শৈলতনয়া বুঝি প্রলয়-প্রয়াসিনী॥

[প্রস্থান।

ভয়চকিতা সুনীথার প্রবেশ।

সুনীথা। এই তো শ্মশান। চারিদিকে চিতাভস্মের স্তূপ, তার উপর কত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ! অস্তিত্বের চিহ্ন,—অসংখ্য-ছিন্নবাস—কত জীর্ণ কন্থা—কত শব-শয্যার ভগ্নাবশেষ; এই তো সেই শেষ শয্যা শ্মশানভূমি। রাশীকৃত ছোট বড় অস্থির সমষ্টি, কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কঙ্কাল, মাঝে মাঝে নরকপালের বিকট ভঙ্গী,—এই তো সেই মানবদেহের

পরিণাম-ক্ষেত্র মহাশ্মশান! কোথাও গাঢ় অন্ধকারে খদ্যোতের ক্ষীণালোক দীপ্ দীপ্ কর্‌ছে, কোথাও নির্ব্বাণোন্মুখ চুল্লী ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে, আবার কোথাও বা সর্ব্বভুক হুতাশন চিতাগর্ভ হ'তে লক্ লক্ শিখা বিস্তার ক'রে বিশ্বখানাকে ভ্রূকুটি কর্‌ছে,—এই তো সেই আলোক আঁধারের সঙ্গমস্থল ঘোর শ্মশান। কোন দিকে শবমাংসভুক্ শৃগাল কুক্কুরের আনন্দধ্বনি, কোন দিকে শববাহকগণের সংসার-পরিচিন্তনে সভয়-হরিধ্বনি, আবার কোন দিকে বা হৃদয়হারা উদ্‌ভ্রান্ত নরনারীর অনন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি,—এই তো সেই সুখ-দুঃখের সমভূমি শ্মশান। এই শ্মশানেই তুমি! কে কাঁদে? অদূরে আকাশ ভেদ ক'রে, 'হা নাথ—হা প্রাণেশ্বর' ব'লে, কোন অদূরদর্শিনী বালিকা কাঁদে গো! কেঁদো না—কেঁদো না সরলা! তুমি তো মৃত পতিকে বিসর্জ্জন দিতে এসেছ,—চেয়ে দেখ বিধবা! আমি জীবন্তে জীবিতনাথকে এই মহাশ্মশানে ডালি দিয়েছি। কৈ তুমি স্বামি! কোন্ গাঢ় আঁধারে মিশে আছ, দেখা দাও। আমি আজ পূর্ব্বের সে আলোর চেয়ে এই আঁধারকেই প্রাণে প্রাণে ভাল বাস্‌তে শিখেছি। তুমি কোথায়!

অঙ্গ। আয় মা রক্তপানোন্মত্তা ডাকিনী-যোগিনী-পরিবেষ্টিতা ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা, আয় মা সাঙ্গোপাঙ্গ-সমভিব্যাহারিণী মুক্তকেশী মহাকালী, সাধনার সমুচ্চ শৈলেন্দ্রশিখরে আরোহণ ক'রে বড় ভয় পেয়েছি মা! সভয়া! কোথায় তুই?

সুনীথা। ঐ কে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে উচ্চরবে মা ব'লে ডেকে উঠ্‌লো নয়! নিশ্চয় কোন সাধক।

অঙ্গ। তারা, ত্রাণ কর মা! যামিনী বড়ই ভীষণা, আশা যেন ক্রমেই বিভীষিকাময়ী হ'য়ে উঠ্‌ছে। অসিতে! কোথায় তুই?

সুনীথা। ঐ আবার—আবার সেই প্রাণকাঁপানো হুঙ্কার! আবার

সেই দীর্ঘশ্বাসজড়িত কামনার গভীর উচ্ছ্বাস। ঐ—ঐ নয়—কে একজন সুদীর্ঘ পুরুষ জ্বলন্ত চিতাটার পাশে একটা মড়ার উপর ব'সে রয়েছে! উনিই কি আমার ইষ্টদেবের গুরু! না—না, আর সে আশা নাই। ভগবান্! আজ সুনীথা তোমার কৃপা-ভিখারিণী। দাও, হৃদয়ের ধনকে একবার চোখের উপর দাও। সাধক! সাধক! [নিকটে গমন করিলেন।]

অঙ্গ। [বিরক্তভাবে] আঃ—কি জ্বালা! মানবকণ্ঠের তীব্র কোলাহলশূন্য নির্জ্জন স্থান কি জগতে নাই! কে তুমি? [সুনীথার দিকে চাহিলেন।]

সুনীথা। আমি—আমি একটা মস্ত রাক্ষসী।

অঙ্গ। নিশ্চয়; নতুবা এ ঘোর নিশীথে নির্জ্জন শ্মশান-প্রাঙ্গণে যোগীর যোগভঙ্গ কর্‌তে সাহসী হয় কোন্ পাপিষ্ঠা?

সুনীথা। এ অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে এসে যোগীর যোগভঙ্গ করাটা কি বেশী কথা? সাধক! তুমি বোধ হয় আমায় চেন না; আমি যে-সে রাক্ষসী নই। আমার নাম শুন্‌লে, দেবালয় শ্মশান হ'য়ে যায়—সাধক প্রেতমূর্ত্তি ধরে—পৃথিবী বিভীষিকার ছায়া মেখে অমন বহুদূরের স্বর্গ খানাকেও কাঁপিয়ে তোলে। পাপের ঘন অন্ধকারভরা সংসার-শ্মশানে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, আমি একদিন বিধাতা-পুরুষের কল্পনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি,—যোগনিদ্রা তো সামান্য।

অঙ্গ। তা বুঝেছি; তুমি যে একটা মায়া-মন্ত্রের ছলনাময়ী যাদুকরী —সৃষ্টিনাশের সাক্ষাৎ প্রলয়-প্রতিমূর্ত্তি,—তা তোমার প্রথম আলাপনেই বেশ চিনেছি। রমণি! তোমার কি ভয় নাই?

সুনীথা। কিসের ভয় যোগি! প্রাণের? প্রাণ থাক্‌লে তো! সৃষ্টির সময় এ রমণীমূর্ত্তিটা নূতন ছাঁচের দেখে, আত্মহারা হ'য়ে সৃষ্টিকর্ত্তা

আমায় প্রাণ দিতে ভুলেছেন। সাধক! প্রাণ থাক্‌লে কি আমার প্রাণের প্রাণকে সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে আস্‌তে হয়।

অঙ্গ। [স্বগত] যেন কোন অতীতের জাগরণকালীন দুঃস্বপ্ন! যেন কোন মোহিনী-মন্ত্রপূতঃ চিরপরিচিত দূরাগত মুরলীধ্বনি! কে এ রমণী! কণ্ঠস্বরে সেই তীব্র হলাহল! তারা! এ আবার কি কর্‌লি মা! মন যে ভেসে যায়। [প্রকাশ্যে] দূর হও মায়াবিনি!

সুনীথা। কি বল্‌লে যোগি! দূর হবো? এ শ্মশান হ'তেও দূর হবো? সাধক! সাধক! জগৎ যাকে দূর ক'রে দেয়, তোমার সাধনা-ক্ষেত্র—ভেদ-জ্ঞানবিরহিত এই শ্মশান, তাকেও বুক পেতে আশ্রয় দেয়; তবে আমি দূর হবো কেন সাধক?

অঙ্গ। [স্বগত] আবার—আবার সেই পাগলকরা পূর্ব্ব স্মৃতি—আবার প্রলয়করা সেই প্রতিচ্ছবি—আবার প্রাণপোড়ানো প্রতিহিংসার সেই জ্বলন্ত আগুন! তারা! সব যায় মা! [প্রকাশ্যে] রমণি! কে তুমি, সত্য পরিচয় দাও।

সুনীথা। শুনো না—হৃদ্‌কম্প হ'বে। পলকে, অজস্র তপ্ত শ্বাস সহ্যকরা এমন অচল শ্মশানখানাও ট'লে উঠ্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার নির্ম্মল ঐশী-চিন্তা অবিশ্বাসের কালীমাখা হ'য়ে যাবে। সাধক! আমি কে জান? বড় ভয়ানক কথা! আমি কালকন্যা,—সেই মত কাজও করেছি; তাই একবার শ্মশান দেখ্‌তে এসেছি। আমার সঙ্গে তোমার শ্মশানের সম্বন্ধ খুব নিকট।

অঙ্গ। [গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত] তারা—বাঞ্ছাপূর্ণকরা—পাবনী—প্রসন্নময়ী, যদি সকাম সন্তানে এতদূর প্রসন্ন হ'লি, তবে আর তোকে চাই না মা, একবার—একবার তোর সেই তেজোময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিয়ে—একবার তোর সেই নৃশংসতার রক্তচন্দন মাখিয়ে—একবার

তোর সেই প্রলয়ঙ্কর শত্রুশাসন খড়্গখানা দে। শবাসনা! আমি এই শব-আসনেই স্ত্রীহত্যা ক'রে সর্ব্ব-সাধনায় সিদ্ধ হই। যাক্, উথলা হ'য়ো না মন, স্থির হও; সময় নিকটবর্ত্তী। [প্রকাশ্যে] রমণি! তুমি কালকন্যা, তবে আবার শ্মশান দেখ্‌তে এলে কেন? তুমি তো ইচ্ছা কর্‌লেই, নিজের ঘরে শ্মশান-চিতা জ্বাল্‌তে পার!

সুনীথা। তা কি না করেছি! তোমার এ কি শ্মশান! এখানে সাধনা কর্‌তে শবের প্রয়োজন; দেখ সাধক! আমার সে জগৎছাড়া শ্মশানে মোহ-মন্ত্রে জীবন্তকেই মরা ক'রে নেওয়া চলে। আজ ক'দিন হ'লো, এই রকমের একটা শব জানি না কোন্ বিদ্যাবলে, আমার মায়া-রাজ্য হ'তে সজীব হবার বাসনায় তোমার এই শ্মশানে লুকিয়ে আছে।

অঙ্গ। [স্বগত] সিদ্ধিদাত্রী তারা! আর কেন ছলনা করিস্ মা! খড়্গ দে,—ওঃ—বিলম্ব সয় না। [প্রকাশ্যে] সে কে রমণি?

সুনীথা। ওগো, তার নাম কর্‌তে নাই। জানি না, তিনি আমার কে? তবে এই মাত্র জানি, তিনি পৃথিবীপূজ্য একচ্ছত্র সম্রাট্। সাধক! সাধক! সাধনা রাখ, একবার তাঁকে দেখাও; শুনেছি, তিনি না কি তোমারই মন্ত্রশিষ্য।

অঙ্গ। রমণি! প্রথমেই বল্‌লে তুমি রাক্ষসী, তবে আবার তাকে দেখে কি কর্‌বে? ভক্ষণ কর্‌বে না কি?

সুনীথা। ঠিক্ বলেছ যোগি! বুঝেছি, তুমি সিদ্ধপুরুষ,—তা না হ'লে আমার মর্ম্মের লুকানো কথা তোমার মুখে কেন? দেখ্‌ছো, আমার হাতে কি? [ছুরিকা প্রদর্শন] একবার তাঁকে দেখাও।

অঙ্গ। [স্বগত] ওঃ—সংসার! তোমার কাছ হ'তে দূরে দাঁড়ালেও নিষ্কৃতি নাই! দাঁড়া পাপিষ্ঠা! [প্রকাশ্যে] রমণি! তাকে দেখাতে পারি, যদি তার প্রতিদান দিতে শপথ কর।

স্থনীথা। এক সতীত্ব ব্যতীত কালকন্যা কারও মমতা রাখে না। সাধক ! তুমি কি চাও ?

অঙ্গ। তোমার ঐ ছুরিকা।

স্থনীথা। তুমি সাধক,—এ ছুরিকায় তোমার প্রয়োজন ?

অঙ্গ। ঐ ছুরিকায় নিজের অর্দ্ধাঙ্গ ছেদন ক'রে এই সাধনায় সিদ্ধ হব।

স্থনীথা। দেখো, তুমি যে পথের পথিক, যেন শঠতা ক'রে ভ্রষ্ট হ'য়ো না। এই লও ছুরিকা,—কৈ, তাঁকে দেখাও।

অঙ্গ। [স্বগত] কে বলে শ্মশান-দৃশ্য দুঃখের ? কে বলে শব-সাধনায় সিদ্ধ হওয়া শক্ত কথা ? কে বলে পাষাণনন্দিনী কাতরের কান্না শোনে না ? তারা ! দুঃখহরা ! তুই প্রকৃতই মা, তোর প্রাণে খুব দয়া,—এত দয়া এ জগতে নাই। [স্থনীথার কেশাকর্ষণ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন] পাপিষ্ঠা স্থনীথা ! আমিই সেই পৃথিবীসম্রাট অঙ্গ।

স্থনীথা। তুমি—তুমিই সেই পৃথিবীসম্রাট—তুমিই রাক্ষসীর হৃদয়েশ্বর—তুমিই এই সর্পিনী-তাড়িত স্বর্গের দেবতা ? তাই বলি, এমন প্রাণজুড়ানো মধুমাখা কণ্ঠস্বর কার ?—তাই বলি, এমন স্থখময় পবিত্র স্পর্শ কার ? আবার বল স্বামি ! ঐরূপ রৌদ্রমূর্ত্তিতে ক্রোধব্যঞ্জক কমনীয় স্বরে আবার বল,—পাপিষ্ঠা স্থনীথা ! আমিই সেই পৃথিবীসম্রাট অঙ্গ। শ্রবণ ভ'রে যাক্। যদি কেশাকর্ষণ ছলে পাপিষ্ঠার পাপ অঙ্গ পুনঃস্পর্শ কর্‌লে, তবে আর একটু জোরে—মর্ম্মখানায় স্পর্শ করুক্। যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর্‌তে, ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দেবতা ! স্বকরে ছুরিকা তুল্‌লে, তবে আর একটু তোল,—একটি আঘাতে অনন্ত আশার অঙ্গারভরা বুকখানা জন্মের মত জুড়িয়ে যাক্। স্বামি !

অঙ্গ। [স্বগত] মহাশক্তি ! সব দিলি, এইবার প্রাণে একটু শক্তি

দে। [প্রকাশ্যে] কালকন্যা! তোমায় পিত্রালয় যেতে হবে; অন্যে আনন্দ চিন্তা করে, তুমি ইষ্ট চিন্তা কর।

সুনীথা। দাঁড়াও—দাঁড়াও তবে, বড় মনে পড়েছে। যদি এতটা দয়া কর্‌লে, তবে আর একটু অবসর দাও,—ইষ্ট চিন্তা করি। স্বামি! আমার ইষ্টদেব তুমি! চিন্‌তে পারি নাই,—তাই অনেক পাপ ক'রে ফেলেছি। আজ নতজানু হ'য়ে একবার ক্ষমাপ্রার্থনা কর্‌বার সময় দাও। তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে পথের সম্বল কর্‌তে দাও। [পদধূলি গ্রহণ]

অঙ্গ। [স্বগত] না—না, বিচলিত হ'য়ো না মন! তোমায় পৃথিবীর বুকের কাঁটা তুল্‌তে হবে, স্ত্রী-পুত্রের বিচার কি! [প্রকাশ্যে] কোথা মৃত্যু! তোমার কন্যার যে সময় নিকট,—আহ্বান কর্‌ছে, এস। [ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইলেন]

অসিহস্তে মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। কন্যার আহ্বান নয়—কন্যার আহ্বান নয়,—এ সম্পূর্ণ তোরই আহ্বান—তোরই জন্য মৃত্যুর আগমন—তোরই সময় নিকট।

[অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

সুনীথা। [বাধা দিয়া] মেরো না—মেরো না বাবা! অমনধারা পাগল হ'য়ে বুকের হাড় খুলো না। অমনধারা ভ্রূকুটী ক'রে কন্যার প্রাণে দারুণ বিষ ঢেলো না—অমনধারা খড়্গ তুলে স্বার্থপরতার নরক-চিত্রে সংসারটায় মজিও না। বাবা! বাবা! হান্‌তে হয়, ও তরবারি আমার বুকে হান। আমি আজ নারী-ধর্ম্মের কর্ম্ম চিনেছি—আমি আজ এক জনের জন্য অকাতরে বুক পাত্‌তে শিখেছি—আমি আজ দেহের সঙ্গে প্রাণের কি সম্বন্ধ, তা বুঝেছি। বাবা! মেরো না—মেরো না,—বিধবা হবো। সব নাও, সিঁথীর সিন্দুরটুকু রেখে দাও।

মৃত্যু । কিছুই রবে না আজ কালের প্রকোপে ।
মৃত্যু নহে হেন চিত্তহীন,—
অবাধ্য কন্যার ছলনার অশ্রুনীরে
ভাসাইবে কর্ত্তব্য আপন !
কাল পাশে কি বিচার কন্যা জামাতার ?

[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত

অঙ্গ । ভীষণ ভ্রূকুটী ! অহো প্রলয় বাসনা !
মৃত্যু—মৃত্যু মোর ওই যে শিয়রে !

[সভেয় প্রস্থান ।

মৃত্যু । আরে রে নির্ব্বোধ নর !
মৃত্যুর অজ্ঞাত কক্ষ
আজিও সে বিধাতার সৃষ্টির অতীত ।

[অঙ্গের পশ্চাদ্ধাবন ।

সুনীথা । পরমেশ ! সৃষ্টিকর্ত্তা ! তোমার অনন্ত সৃষ্টি-সাম্রাজ্যে ঔরসজাতা তনয়ার মর্ম্মাস্থিচূর্ণকারী এরূপ পাষণ্ড পিতা এই একটী, না আরও আছে ? যদি দ্বিতীয় থাকে, দাসীর মিনতি,—এই দণ্ডে এ বিষের খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে, বিশ্ব হ'তে অন্তর্হিত হও । যাও পিতা—কালরূপী রাক্ষস ! বুকের রক্ত পান করতে ছুটে যাও । তুমিও যাও স্বামি ! এ অন্ধকারময় মরজগৎ হ'তে আলোকময় স্বতন্ত্র স্থলে চ'লে যাও । আর আমিও যাই,—অনুতাপের তীব্র আগুন বুকে নিয়ে—অশান্তির অন্তর্দাহ জ্বালা প্রাণে নিয়ে, যেখানে বজ্র আছে—যেখানে দাবানল আছে—আর যেখানে বিশ্বনাশী বিষ আছে, অন্ধকারময় সেই অজ্ঞাত প্রদেশে চ'লে যাই ।

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

সাধন-সমরে—
হেরে গেলি হিয়ার মাণিক, মায়ার সে মোহন শরে।
কার ভয়ে আজ এমন ধারা,
হ'য়ে গেলি হৃদয়হারা,
সমান রে তার বাঁচা মরা, মরণে যে ভয় করে।
শিশু চলে শব-সাধনায়,
করুণারূপিণী আয় আয়,
(আমি) কালী নামের কবচ নিয়ে, দেখ্‌বো গো আজ কে মরে।

[শবাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।]

দ্রুতপদে পৃথিবী ও তৎপশ্চাৎ বেণের প্রবেশ।

পৃথিবী। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না রাজা! আর কেন, সৃষ্টি যে যায়!

বেণ। কে থাক্‌তে বল্‌ছে পৃথিবি! যাতে দেবতা-দানব ভেদ—স্বর্গ-নরক দুটো কথা—সুখ-দুঃখের অনৈক্য, সে সৃষ্টির কোন্ বৈচিত্র্যে মানব তার অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা করে? [অলিঙ্গন করিতে উদ্যত।]

যোগময়। [স্বগত] একি! কার কণ্ঠস্বর! বেণ নয়—তাই তো বটে! পাষণ্ড আবার মুহুর্মুহুঃ আমার মাতৃ-অঙ্গস্পর্শে প্রয়াস পাচ্ছে। তারা! কি জন্য তোকে ডাক্‌ছি মা?

পৃথিবী। আবার—আবার রাজা সেই কুটিল কটাক্ষ—আবার স্পর্শোদ্যত দীর্ঘ বাহুপ্রসারণ,—পাগল হ'লে না কি?

বেণ। সত্য অনুমান করেছ পৃথিবি! তোমার সুধামাখা স্বর্গীয় প্রেম

জগতের অনুপভোগ্য দেখে—তোমার সারল্যের বাসভূমি স্বর্ণ প্রতি-মূর্ত্তিতে মায়ার বিরাট ছলনা দেখে, প্রকৃতই পাগল হয়েছি প্রিয়তমে!

পৃথিবী। তবে চেয়ে দেখ মন্দমতি! চেয়ে দেখ রমণীলোলুপ কামান্ধ বর্ব্বর! পৃথিবী নিজশক্তিতে তোমার দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে চল্‌লো।

[প্রস্থান।

বেণ। পার্‌বে না—পার্‌বে না পৃথিবি! বেণের মানস-চক্ষুর অন্ত-রালে লুকাতে পার্‌বে না। ভালবাসা অন্তর্জগতের, বহির্জগতে স্বার্থ।

[পশ্চাদ্ধাবন।

যোগময়। এই অবসর। পাষণ্ড বেণ কামাবেশে পৃথিবীর পশ্চাৎ-গামী, এই সুযোগে ঐ পাপ দেহখানাকে দু-ফাঁক ক'রে ফেলি। তারা! দেখিস্ মা! এই আমার সাধনায় সিদ্ধি।

[প্রস্থান।

জলদসহ অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। আজ সত্য বল দেখি জলদ! কে গুরু, কে শিষ্য?

জলদ। কেন গুরু! আজ আবার নূতন কথা কেন?

অঙ্গিরা। নিত্য-নববেশধারী সুচতুর শিষ্যের গুরু হ'তে হ'লে, প্রাণের পুরাতন কথাগুলোকেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ নূতন ভাবে আবৃত্তি কর্‌তে হয়! কোথায় এসেছ, জান?

জলদ। [সাশ্চর্য্যে] তাই তো গুরু! এ আবার কোথায় এলাম?

অঙ্গিরা। ভয় পেলে না কি?

জলদ। ভয় কিসের গুরু? আমাকেই কত জনে ভয় করে। ভয় পাই নাই, তবে এ গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রে আসায় আশ্চর্য্য হয়েছি।

অঙ্গিরা। জগতের এক প্রধান আশ্চর্য্য তুমি, আবার তা হ'তে আশ্চর্য্য তোমার গুরু আমি। আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঘটনা, ছলনার এক একটী প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তবে স্বীকার কর্‌ছো, আমি তোমার গুরু ?

জলদ। আমি যখন তৃণ অপেক্ষাও লঘু, তখন আর অস্বীকার্য্য কি আছে ? এখন কি কর্‌তে হবে ?

অঙ্গিরা। এখন যেমন দেখ্‌ছি—তুমি তৃণ অপেক্ষাও লঘু, তেম্‌নি আবার দেখ্‌বো—তুমি পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরু ; এখন দেখ্‌ছি—তুমি অস্থির-প্রকৃতি ক্রীড়াপরায়ণ শিশু, দেখ্‌বো—তুমি দূরদর্শী চিন্তাশীল বিশ্ব-পথের প্রবীণ। দেখ্‌ছি—তুমি মন অপেক্ষাও তরল, দেখ্‌বো—তুমি প্রাণের চেয়েও কঠিন,—তা হ'লেই আমায় গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে ?

জলদ। প্রাণ দিয়েও ঋণপরিশোধে প্রস্তুত।

অঙ্গিরা। সম্মুখে কি দেখ্‌ছো শিষ্য ?

জলদ। একটা শবদেহ, বোধ হয় শিশুর।

অঙ্গিরা। তার পর—

জলদ। তার চারিদিকে শবসাধনোপযোগী কত অনুষ্ঠান ছড়ানো রয়েছে। বোধ হয়, কোন যোগী যোগভ্রষ্ট হয়েছেন।

অঙ্গিরা। উত্তম অনুমান করেছ। এ যোগী কে জান ? পৃথ্বিশ্বর অঙ্গ,—বেনের অত্যাচারে পৃথিবীকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এই সাধনায় ব্রতী হন। কিন্তু বুঝ্‌লাম, এর সিদ্ধি মনুষ্য-চেষ্টার অতীত,—তাই এ আসন গ্রহণের জন্য তোমায় আদেশ করি।

জলদ। যে কার্য্যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবৃদ্ধ অঙ্গ অকৃতকার্য্য, আমি শিশু—আমার দ্বারা সে সিদ্ধিলাভের আশা কর গুরু ?

অঙ্গিরা। সম্পূর্ণ ; অকূল সাগরে তরী ডুবি হ'লে সে সময়কার

একমাত্র আশ্রয় যে তার ভগ্ন কাষ্ঠ। দ্বিরুক্তি ক'রো না। অকপটে যোগপ্রণালী শিক্ষা দিয়েছি,—পরীক্ষা দাও—আসন গ্রহণ কর।

জলদ। [শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া] তবে ব'লে দাও গুরু! আমি এখন কার সাধনা কর্‌বো?

অঙ্গিরা। তুমি আর কার সাধনা কর্‌বে! নিজের সাধনা নিজে কর। তুমিই ঈশ্বর—ঈশ্বরই তুমি,—তাই ভেবে সোহং মন্ত্র জপ কর। প্রথমতঃ নিজ অংশে শবে জীবনী সঞ্চার কর।

জলদ। তাই হোক্ গুরু! তোমার আশাই পূর্ণ হোক্।

[ধ্যানস্থ হইলেন।]

অঙ্গিরা। চিন্তামণি! অঙ্গিরা তোমায় চিনেছে,—কিন্তু বড় আশ্চর্য্য, তুমি অঙ্গিরায় চিন্‌তে পার্‌লে না। আমার আশা অনেক দিন তোমার দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সদ্যঃপ্রসূতা চণ্ডালিনীবক্ষে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিতে করিতে মন্ত্রী ও তৎপশ্চাৎ বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। ওগো—কর কি—কর কি? মেরো না,—আহা, এই-মাত্র ভূমিষ্ঠ হ'লো!

মন্ত্রী। এখনও বলছি, সাম্‌নে হ'তে স'রে যা। [চণ্ডালিনীবক্ষে অস্ত্রাঘাত] বাস্! [শবদেহ ভূতলে নিক্ষেপ]

বিজলী। কেন, আমাকেও মার্‌বে না কি? ইস্, ছুরি ধ'রে স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে দেখ্‌ছি যে! নিরপরাধিণী সদ্যঃপ্রসূতা বালিকা,—হায় রাক্ষস! এ সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লি?

মন্ত্রী। তুই তার কি জান্‌বি? কালকের মেয়ে বই তো নোস্! তুষের আগুনে শুধু প্রাণখানা পোড়ে কেন? তাই তার বিহিত কর্‌লাম।

পাপের ভারে এমন সোনার পৃথিবীখানা চ'লে যাবে? তার চেয়ে যেতে হয়, আমিই যাবো। কিছু বুঝ্‌লি?

বিজলী। যাবে, কিন্তু আবার আস্‌তে হবে তো?

মন্ত্রী। আসতে হোক্, কিন্তু আর আশা নিয়ে আস্‌তে হবে না। ঐ পাপ আশাটাই তো তোর আসা যাওয়ার গোড়া। তবেই দেখ্ দেখি, সাপের বিষদাঁতটা ভেঙ্গে রাখ্‌তে পার্‌লে আর সে ফণা ধ'রে মানুষের কি কর্‌বে? পৃথিবীর বুকের কাঁটা কটায় তুলে দিলে গরলও অমৃত হ'য়ে উঠ্‌বে—এমন বিভীষিকাময় সংসারখানা শান্তির হ'য়ে দাঁড়াবে। বল্ দেখি, কত সুখ তাতে? তাতে যদি এই একটা প্রাণ কালীমাখা হয়, ক্ষতি কি? কত কোটি কোটি প্রাণে আলোক ফুটে উঠ্‌বে। তাই বেরিয়েছি,—মর্ম্মে আগুন নিয়ে—হাতে ছুরি নিয়ে—প্রাণে কতকগুলো লুকানো কথা নিয়ে, পৃথিবীর প্রকাশ্য স্থলে বেরিয়েছি। দেখি, সে আবার কোন্ দিকে চাকা ঘুরোয়।

[প্রস্থান।

বিজলী। পাগলটার একটা কথাও বোঝা গেল না।

অঙ্গিরা। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না বিজলীরূপিণী অন্তর্য্যামিনি?

বিজলী। [সবিস্ময়ে] কে? গুরু! এখানে?

অঙ্গিরা। তোমারই আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম মা!

বিজলী। কেন?

অঙ্গিরা। তোমার পরিচয় নেবার জন্য।

বিজলী। আমার আবার পরিচয়?

অঙ্গিরা। বোধ হয় জান, মায়ারূপিণী পৃথিবী, বেণসঙ্গ-পরিগ্রহের ফলে সংসারে এক দুর্দ্দান্ত চণ্ডাল প্রসব করেন; অতি স্পর্দ্ধা হেতু, অঙ্গিরার ব্রহ্মতেজেই তার অস্থিত্ব বিলুপ্ত হয়। অদূরে ঐ নির্ব্বাণোন্মুখ চুল্লীটার

পাশে, ঐ দেখ বিজলি! সেই চণ্ডালশিশুর শব আসনরূপে বিস্তৃত; তার উপর যোগসুপ্ত কে ও বালক, চিন্‌তে পার?

বিজলী। একি—একি গুরু! এ যে জলদ।

অঙ্গিরা। হাঁ, মা! তারপর বেণের পাশব অত্যাচারে ক্ষিতিতলে এই চণ্ডালিনীর উৎপত্তি। পাছে এই অভিনব চণ্ডাল-চণ্ডালিনীর সংযোগে বিধাতার সৃষ্টি লোপ হয়, তাই ভেবে একজন মহাপুরুষ প্রসবমাত্রেই এই বালিকার বক্ষে ছুরিকাঘাত করেছেন। তাকে তুমি পাগল ব'লে উপহাস কর্‌লে! যাক্—আমি তোমার এই পরিচয় নিতে চাই, তুমি শিষ্যের অনুরূপা শিষ্যা কি না?

বিজলী। কি কর্‌তে হবে?

অঙ্গিরা। তাও ব'লে দিতে হবে? তুমিও একপার্শ্বে এই চণ্ডালিনী-বক্ষে ধ্যানমগ্না হও। প্রথমতঃ নিজ অংশে মৃতার চৈতন্য দান কর, তার পর যা কর্‌তে হয়—আমি আছি।

বিজলী। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না যে গুরু!

অঙ্গিরা। বোঝ্‌বার প্রয়োজন নাই, বোঝাবারও সময় নাই। ঊষা-সতী অনতিদূরে; আসন ক'রে নাও।

[চণ্ডালিনীর শব আসনরূপে বিস্তার করিয়া বিজলীর উপবেশন ও ধ্যান]

অঙ্গিরা। কি সুন্দর দৃশ্য—কি অচিন্ত্যময়ী লীলা—কি প্রাণস্পর্শী ভাব!

গীত।

জলদ।— কার আদেশে কিসের তরে কে জপে কার নাম।
বিজলী।— কে জানে সে কোথায় থাকে কি তার মনস্কাম।
জলদ।— তুমি আমি, সে ভেদ মিছে, এক ছাড়া নই গো,
যে আমি সেই তুমি, সেই সে সবাই গো,—

বিজলী।— (তার) নয়নের তারা, রবি শশী তারা,
কেহ নয় ভবে এক দেহ ছাড়া,
(দেখ) বুকের শোণিতে শক্তি সাকারা, গঙ্গা গায়ের ঘাম।

নিষাদ। ক স্ত্বং ?

জলদ। সোহং।

নিষাদ। আমি কে ?

জলদ। তুমিও আমি।

চণ্ডালিনী। ক স্ত্বং ?

বিজলী। সোহং।

চণ্ডালিনী। আমি কে ?

বিজলী। তুমিও আমি।

অঙ্গিরা। [উভয়ের মধ্যস্থলে জানু পাতিয়া উপবেশন ও করযোড়ে] এইবার—এইবার এস তুমি কামনান্তকারি! মেঘাচ্ছন্ন অমার স্থূচিভেদ্য অন্ধকারে দামিনীস্ফুরণের মত একটী হাসির চমক নিয়ে, পথভ্রান্ত পথিকের সম্মুখে এস। এইবার এস তুমি যোগব্রতাচারী নিখিল বান্ধব! মায়া-মরিচীকার মহা-আকর্ষণে, চির-প্রলুব্ধ মৃগশিশুর মত অন্তরে অনন্ত পিপাসা ল'য়ে অভিমানশূন্য উদাস মূর্ত্তিতে ছলনার মহাযোগ সাঙ্গ ক'রে, যোগিনী সঙ্গে অঙ্গিরার হৃদয়-শ্মশানে এস। এইবার এস তুমি বিশ্ব-নিয়ন্তা! এস তুমি বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পুরুষ! এস তুমি বালকবেশী ক্রীড়াপরায়ণ! স্বর্ণলতা-বিজড়িত তমালতরুর চারু ভঙ্গী ল'য়ে শ্যামল কিশলয়াবৃত ফুল্লমল্লিকার অতুল সৌন্দর্য্য ল'য়ে, রক্তকুমুদ প্রস্ফুটিত কালীয় হ্রদের মধুর গৌরব ল'য়ে এস—সেই পুরুষ-প্রকৃতি মূর্ত্তিতে ধ্যানস্থপ্ত ব্রাহ্মণের মহাস্বপ্নে এস,—আমি অহংজ্ঞানশূন্য তন্ময় হ'য়ে সোহং মন্ত্রে মিশে যাই। [যোগে উপবেশন]

জলদ ও বিজলী।—

গীত।

যাই—যাই, ঐ ডাক্‌ছে গুরু আয় রে আয়।
কি যেন এক ঘুমের ঘোরে
ঘুমিয়েছিনু দু জনায়।
খেল্‌বো ব'লে খোলা প্রাণে,
কত ছলনার ছাই গায়ে মেখে
ম'জে থাকি নিজ অভিমানে,—
যে জনা চায় আপন চোখে,
তার কাছে কি গোপন থাকে,
প্রাণের সে একটী ডাকে
কোথায় টেনে নিয়ে যায়।

জলদ ও বিজলী শবাসন হইতে উঠিয়া অঙ্গিরার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং নিষাদ ও চণ্ডালিনী উঠিয়া জানু পাতিয়া করযোড়ে গাহিতে লাগিল।

গীত।

উভয়ে।— কোমল পরশে অলস কাটায়ে
বল গো দুটীতে কোথা যাও।
যদি আবেশের ছবি এলে ঘুমঘোরে,
কেন সে স্বপন ভাঙ্গিয়া দাও।
যদি সরলতা মাখা, ঢল-ঢল রূপে মানস-সরসে ভাসিলে,
যদি করুণার ভারে গদ-গদ হ'য়ে ঈষৎ মধুর হাসিলে,
তবে জাগাইয়ে আর কি ভালবাসিলে,
ওটুকু তোমার ফিরায়ে নাও।

নিষাদ ।— এস সখা এস জীবনের জ্যোতিঃ,
চণ্ডালিনী ।— এস সখি এস জনমের গতি,
নিষাদ ।— এস পুরুষ,
চণ্ডালিনী ।— এস প্রকৃতি,
জলদ ।— এস সুন্দর হৃদিরঞ্জন, মাখি মন্দার-ফুলগন্ধ,
বিজলী ।— এস ইন্দিরা-হৃদিকন্দরে, করি লালসার আঁখি অন্ধ,
নি ও চ ।— মম অহমিকা যাক্ তোমাতে মিশিয়া,
ভাসা ভাসা চোখে বারেক চাও ।

অঙ্গিরা । [গাত্রোত্থান করিয়া] পৃথিবি ! পৃথিবি ! কোথা মা সর্ব্বংসহা, ছুটে আয় । দেখে যা—তোর তপ্ত বুকে তৃপ্তির ছায়া ফেলেছি —মরুভূমে শান্তির নির্ঝরিণী কেটেছি—কাঁটার বনে কত সাধের তরু-লতা তুলেছি ।

পৃথিবীর প্রবেশ ।

পৃথিবী । কৈ বাবা—সে আশার ভাণ্ডার—কৈ বাবা সে বুকের রক্ত—হৃদয়ের বল—প্রাণের হাসি কৈ ? আয়—আয়, তোরা ওখানকার ন'স্, আমার বুকের । [নিষাদ ও চণ্ডালিনীকে বক্ষে ধারণ করিলেন ।]

অঙ্গিরা । যাও মা ! ব্রহ্মমুহূর্ত্ত বিগতপ্রায়, সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব নাই ; পুত্র, কন্যা ল'য়ে কুটীরে যাও,—আমার প্রাতঃসন্ধ্যার আসন করগে ।

[পুত্র-কন্যা ক্রোড়ে লইয়া পৃথিবীর প্রস্থান ।]

অঙ্গিরা । জলদ, বিজলি ! আর কেন, পরিচয় দাও ।

জলদ । পরিচয়ে প্রয়োজন কি গুরু ? খেলে যাচ্ছ, খেলে যাও ।

বিজলী । আবার খেল্‌বে কি, খেলায় তো গুরুর জিত হয়েছে ।

জলদ। জিত হয়েছে বটে, কিন্তু সোজা পথে নয়,—তাই পুরস্কারের বিলম্ব হ'চ্ছে।

[বিজলীসহ প্রস্থান।

অঙ্গিরা। কি! সোজা পথে নয়? নিষ্কাম সাধক অঙ্গিরা অন্যায় যুদ্ধে জয়ী! আচ্ছা, দেখ্তে চাই ছলনাময়! তোমার কৃপা-পুরস্কারের সোজা পথ কোন্‌টী?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

অঙ্গ।

অঙ্গ। এখনো বাঁচিতে সাধ।
রাজ্যচ্যুত করে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,
আত্মজ সে বিশ্বাসঘাতক,
চলিনু সাধনা-পথে—
ভাগ্যের ইঙ্গিতে তাতেও হইনু ভ্রষ্ট,
মৃত্যু ফেরে পশ্চাতে পশ্চাতে,—
ছি—ছি—এখনও বাঁচিতে সাধ!

গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

ও সাধের কি শেষ আছে রে ও আশা অফুরন্ত।
ও যে লুপ্ত থাকে প্রাণের তলে যেমন হলবর্ণে হসন্ত।

অঙ্গ। গুরু! গুরু! যদি সংসার-সাধের অন্তই নাই, তবে অন্তর পরিশুদ্ধির উপায়?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

স্বর যোগে হলবর্ণে যোগ্য হয় রে উচ্চারণে,
তুমি যোগ ক'রে দাও প্রাণের সনে সেই বিশ্বেশ্বর অনন্ত।

অঙ্গ। কৈ হ'লো—কৈ হ'লো গুরু! সে যোগ হ'লো কৈ? এত আশা—এত উদ্যম, সব যেন কি একটা অতৃপ্ত বাসনায় মিলিয়ে গেল। জান কি গুরু! সেটা কি—সেটা কেমন—সেটা কোথাকার?

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সে যে বিষম অহমিকা, আঁধারে বিধাতার আঁকা,
সে ভোর গরমে দেয় রে দেখা নাশি সুখের বসন্ত।

অঙ্গ। তাই বটে—তাই বটে,—সেটা অহমিকাই বটে। ঐ আমিত্বটা না থাক্‌লে আজ মর্‌তে ভয় কর্‌বো কেন? গুরু! গুরু! ঐ—ঐ সেই পিশাচ আকৃতি আমার চোখের উপর খেল্‌ছে। ঐ সেই রোষমিশ্রিত ক্রূর কটাক্ষ আমার রক্ত শীতল কর্‌ছে,—ঐ সেই মৃত্যু-বিভীষিকা আমায় কোন অজানা দেশে নিয়ে যাচ্ছে। গুরু! গুরু! মরি—দুঃখ নাই, তবে পাপিষ্ঠের হাতে—

অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। না রাজা! সে জন্য ভেবো না। তোমার কি পাপিষ্ঠের হাতে মৃত্যু হয়? তা হ'লে বজ্রের ভৈরব নাদ—সমুদ্রের গগনস্পর্শী উচ্ছ্বাস—ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড বিক্রম একযোগে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়্‌বে,—

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ওলট পালট হ'য়ে যাবে। না, রাজা! সে জন্য ভেবো না। তুমি রাজা—তুমি ত্যাগী—তুমি সাধু,—তোমার এ মৃত্যু নয়—এ তোমার বিরাম—এ তোমার শান্তি—এ তোমার মোক্ষ। তবে এটা কি যার তার হাতে হয়? স্থির জেনো, পাষাণ উদ্ধার করতে একবার যাকে পা বাড়াতে হয়েছিল, এবার হয় তো তাকেই হাত বাড়াতে হবে, না হয়—তারই স্বরূপ শক্তিমান কোন মহাপুরুষের হাত দিয়ে তোমায় কোলে টেনে নেবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—তার জন্য ভেবো না।

অঙ্গ। ওঃ—এতটা! ঋষি! ঋষি! তুমি মহাপুরুষ, এ তোমার কথা,—মিথ্যা হ'লেও এ তোমার কথা—একজন নিষ্কাম নির্ব্বিকার সাধকের কথা। যাক্, আর আমি কিছুই চাই না—সংসারেব কোন সাধ রাখি না। মৃত্যু! কোথা তুমি? তোমার আক্রমণে ছুটে এসেছি, সেই আমি—এবার ফিরে দাঁড়িয়েছি, পেছিও না।

অঙ্গিরা। যোগময়! প্রেমিক পাগলকে এখন আশ্রমে ল'য়ে যাও।

যোগময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মোহের নিশা কেটে গেছে, আর কেন রে ভাব মিছে,
শান্তির উষা উঠ্‌ছে পিছে হও রে এবার জাগন্ত।

[অঙ্গকে লইয়া প্রস্থান।

অঙ্গিরা। সবাই তো আপন আপন কিনারা ক'রে নিলে। মূর্খ আমি, খেলায় জয়লাভ হ'চ্ছে, তবু খেলার শেষ করতে পার্‌ছি না। জাহ্নবী-নীরে অবগাহন কর্‌ছি, তবু গাত্রজ্বালার শান্তি হ'চ্ছে না। স্বগৃহে সম্মুখে শিষ্যরূপে লক্ষ্মী-নারায়ণ,—হতভাগ্য আমি, তবু স্বরূপ মূর্ত্তি-দর্শনে বঞ্চিত। কি করি, যুগলরূপ দর্শনের প্রার্থী হবো? না—না,—

আমার নিষ্কাম ব্রত ভঙ্গ হবে। দেখ্‌বো—তাঁর কৃপা-পুরস্কারের সোজা পথ কোন্‌টী ?

দ্রুতপদে পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। বাবা! বাবা! নিশ্চিন্তমনে দাঁড়িয়ে যে! চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

অঙ্গিরা। কখনও তো মঙ্গলের মুখ দেখি নাই মা! তবে আর তোর অমঙ্গলে আশ্চর্য্য হবো কেন?

পৃথিবী। না—বাবা!
হেন অলক্ষণ হেরে নি নয়ন।
ব'য়ে গেছে কত ঝঞ্ঝা-কোলাহল,
খসিয়াছে কত উল্কা অগ্নিময়,
চলে গেছে বুক দিয়ে কালের শকট,
পড়ে নি এমন দাগ পৃথিবীর প্রাণে।
ভরসা সে শিশুমতি পৃথু আছে মোর,
যমুনায় করে জলকেলি,—
তুলিয়া তাদের আপন বিমানে,
ল'য়ে গেছে বেণ তার রাজপুরী মাঝে।
সঙ্গীহারা শূন্যপ্রাণে
ছুটে গেছে জলদ, বিজলী।
হায়—এতক্ষণ আছে কি না!

অঙ্গিরা। [স্বগত] একটা বোঝ্‌বার কথা বটে—একটা সংসার-ছাড়া রহস্য বটে—এ একটা সূক্ষ্মদর্শীর চতুরতা বটে! বা—বা!

পৃথিবী। ভাব্‌বার সময় নাই ঋষি! আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি।

অঙ্গিরা। তুই অন্ধকার দেখ্‌ছিস্, কিন্তু মা! আমি একটা আলোক দেখ্‌ছি। এ আলোক দীপের নয়—রত্নের নয়—চন্দ্রের নয়। এ আলোক সুষুপ্তির—এ আলোক নির্ব্বাণের—এ আলোক ওঁকারের। জলদ, বিজলী যখন ছুটে গেছে, তখন বোধ হ'চ্ছে, আমাদের পথশ্রমই সার হ'লো,—কাজ ক'রে নিলে জটিল ধর্ম্মের উপাসক সোহং মতাবলম্বী বেণ, যাকে পাষণ্ড ব'লে জান্‌তাম। মা! তবে চল্‌লাম, তোর পুত্র, কন্যা বেণ-সভায় কি ভাবে আছে, দেখ্‌তে চল্‌লাম,—আর দুটো পথের দূরত্ব পরিমাণ করতে চল্‌লাম। বেণ! তুমি জগতের লক্ষ্য দেখ্‌তে চলেছ, আর আমি সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে স্বেচ্ছায় তোমায় দেখ্‌তে চলেছি। তুমি উচ্চে।

[প্রস্থান।

পৃথিবী। তরল ঋষির মন
ছুটে যায় ক্ষুদ্র আলোড়নে,
তা হ'তে কি হবে কার্য্যোদ্ধার?
না—না—চাই এক অভেদ্য পাষাণ,
নাই যাহে রসের সঞ্চার।
চাই এক রক্তময় তনু,
ইঙ্গিতে উত্তপ্ত হবে—
ঢালিবে সহস্রধার একটী কথায়।
এ সময়ে চাই এক আগ্নেয় পর্ব্বত,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে যার
ছারখারে যায় বেণ পাপ সৃষ্টি সনে।
কেউ আছ?
শ্মশানের ঘোর দৃশ্য ল'য়ে,
প্রলয়ের নির্ম্মমতা ল'য়ে,

মৃত্যুর আশ্চর্য্য ল'য়ে,
আছ কেউ হেন কর্ম্মী পৃথিবীর বুকে ?

অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। আছি—কর্ত্তব্যের দৃঢ়মুষ্টি ল'য়ে,
বিশ্বাসের সিংহশক্তি ল'য়ে
বুকভরা মাতৃভক্তি ল'য়ে,
আছি মা অচল আমি তনয় তোমার।

অলকার প্রবেশ।

অলকা। আর আছি আমি।
হৃদয়ের সার পুষ্প দিঁয়ে,,
সংসারের সব আশা দিয়ে,
পূজিতে ও রাতুল চরণ—
আর আছি আমি তোর তনয়া অলকা।

পৃথিবী। অচল! প্রাণের অচল! স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বারিধি কেটেছি। এ অকূল বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার্‌বে ?

অচলেন্দ্র। কেন পার্‌বো না? চিরদিনটা মায়ের স্নেহ-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে আস্‌ছি, আজ তার দুঃখের পাথারে ডুব্‌তে পার্‌বো না? খুব পার্‌বো। পুত্র কি কেবল মায়ের হাসির দাবীই রাখে ?

পৃথিবী। তুমি সুপুত্র; পুত্র! সময় সংক্ষেপ, কাজ বড় কঠিন। একটা হিংসা-রাজ্যের বজ্র নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটায় চৌচির ক'রে দিতে হবে,—একটা ব্রহ্মশাপের দাবাগ্নি নিয়ে পাপ সৃষ্টিখানায় ভস্ম ক'রে দিতে হবে,—আর একটা আকস্মিক ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা নিয়ে সেই ছাই বিধাতার মুখে ছড়িয়ে দিতে হবে,—পার্‌বে ?

অচলেন্দ্র। শয়ন মাগিব সাগরের তলে,
হলাহলে উদর পূরণ,
অগ্নি সনে দেবো আলিঙ্গন,
করিস্ মনন যদি মা তুই আমার।

পৃথিবী। প্রাণাধার !
শোন তবে প্রাণের বেদন।
পৃথু অর্চ্চি মোর
যমুনায় করে জলকেলি ;
তস্করের প্রায় হরিয়া তাদের,
বন্দী ক'রে রাখে বেণ নিজ কারাগারে।
যদি পুত্র হও,
থাকে যদি ভ্রাতায় মমতা,
বোঝ যদি কর্ত্তব্য তোমার,
ধ্বংস করি সে পাষণ্ড বেণে,
কোলে দাও পৃথুধনে মোর।

অচলেন্দ্র। [নীরব রহিলেন।]

পৃথিবী। নীরব যে ! ধ্বংস কর।

অচলেন্দ্র। মা—

পৃথিবী। ধ্বংস কর।

অচলেন্দ্র। মা—

পৃথিবী। কোন কথা শুন্‌তে চাই না ; যদি পুত্র হও, আর যদি মার আদেশপালন সন্তানের সার ব্রত বোঝ, তবে কোন কথা শুন্‌তে চাই না,—আদেশ পালন কর—ধ্বংস কর।

অচলেন্দ্র। অলকা ! সেই বেণ।

অলকা। সত্য স্বামী, সেই বেণ।
কৌশলে যে মহাশত্রু সনে,
উদারতাময় প্রাণ করি বিনিময়,
সখ্যতার শ্বেত ধ্বজা উড়ায় অম্বরে,
সেই তব আলিঙ্গিত মহামতি বেণ।
কিন্তু নাথ! কি ক্ষতি তাহায়?
বন্ধু তব বীরশ্রেষ্ঠ,
বীরভাবে দেখাও সখ্যতা,—
কলঙ্ক হবে না তায়।

অচলেন্দ্র। বুঝেছি অলকা! বুকের রক্ত ভিন্ন, আমাদের এ ব্রত উদ্‌যাপনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আরও বুঝেছি,—এই যুদ্ধই শেষ। তাতে দুঃখ করি না। অলকা! মর্‌তে জানি, মর্‌তে হয় তো এই রকমেই,—আর মর্‌বারও এই অবসর। একটা চিন্তা ছিল—তোমার উপায় কি? সে চিন্তা আর নাই,—আজ মা পেয়েছি। কন্যা বিধবা হ'লে মার মুখ দেখে সকল জ্বালা ভুলে যায়,—সেই মা—সেই স্নেহময়ী মা—সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী মা তোমায় ডেকে নিয়েছেন, তোমার জন্য শান্তির কোল পেতে দিয়েছেন, আর মর্‌তে ভয় করি না। এস—এস অলকা! এস প্রাণময়ি! প্রাণের কঠিন বাঁধন কেটে, তোমায় আজ মার পায়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাই। [অলকার হস্ত ধরিয়া] মা! মা! চল্‌লাম—তোর হাতে কাটা মহাসমুদ্রে সাঁতার কাট্‌তে চল্‌লাম। আর তো কিছুই নাই; ধর্, সন্তানের এই শেষ পূজা তোর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যাই। [অলকাকে পৃথিবীর পদপ্রান্তে স্থাপন] যখন শুন্‌বি, এ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ, প্রমত্ত দৈত্যের ন্যায় ভৈরব গর্জ্জনে বিশ্ব বধির ক'রে সমস্ত সৃষ্টিটা ছাপিয়ে উঠেছে,—যখন দেখ্‌বি, সেই সমুদ্র-কল্লোলে কালপুরুষের কৃষ্ণ ছায়ায়

তোর অচল অচলভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে,—আর যখন বুঝবি, একটা অধর্ম্মের বিজয়-বাদ্য—একটা দুঃস্বপ্নের ঝঙ্কার—একটা নিরাশার শুষ্ক হাহাকার সমস্ত আকাশখানায় মাতিয়ে তুলেছে, তখন দেখিস্—আমার মহাপূজার এ ফুটন্ত ফুলটী যেন শুকিয়ে না যায়। সে দিন একে বুকে টেনে নিস্—এই শেষ কথা,—বিদায়।

[প্রস্থান।

অলকা। এঁ্যা—চ'লে গেছে! মা! মা! আমার বুকটা কাঁপ্‌ছে কেন?

পৃথিবী। কাঁপে বই কি মা! পাজর খস্‌বার সময় হ'লে বুক এমনি ধারাই কাঁপে। তুমিই কি সেই অলকা? একদিন তোমার এই স্বামী বন্দী সত্ত্বেও শত্রুর মুখে জল দিয়ে ফলদান-ব্রতে উন্মত্ত ছিলে, তবে আজ আবার এ কি? সেই স্বামী যুদ্ধে যাচ্ছে, তাতে বুক কাঁপে কেন? আজ তোমার সে বুক কোথায় গেল অলকা?

অলকা। না মা! ভুল বুঝেছিস্; এ বুক সে জন্য কাঁপে নাই। স্বামী যুদ্ধে যাচ্ছে, ক্ষত্রিয়বালার গৌরবের কথা—তাতে প্রাণ কাঁদার কিছু নাই। আর এ যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য—তাও জানি, সে জন্য বুক কাঁপে নাই মা! তবে কাঁপ্‌ছে কেন জানিস্? পাছে সৃষ্টিখানা অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়ায়—পাছে স্বামী আমার কাল-সমরে মহা-শয়ন না ক'রে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে অলকার প্রীতিপুষ্পিত হৃদয়ে ঘৃণায় চির-কলঙ্কিত করে, তাই বুক কাঁপ্‌ছে মা!

পৃথিবী। অলকা! আর আমায় মা ব'লে ডাকিস্ না। আমি মা নই, মায়াবিনী। [মুখ ঢাকিলেন।]

অলকা। কাঁদিস্ না মা—কাঁদিস্ না। তোর ঐ কান্নার জন্যে সব ছেড়েছি; তোর দুঃখের দাবানলে মায়া-মমতায় ছাই ক'রে ফেলেছি—

তোর ঐ ছলছল চোখের জল, নারী-জীবনের যথাসর্ব্বস্ব স্বামীরত্নে যত্নে ভাসিয়ে দিয়েছি। একবার হাস্ মা—একবার হাস্।

পৃথিবী। অলকা! আমার হাসি ফুরিয়েছে। সুখের সাগরে ভাস্‌বো ব'লে, দুঃখের দাবানল জ্বেলেছি। আর পৃথুকে কাজ নাই, তুই অচলকে ফেরা—সেই আমার পুত্র, আমি তাকে বুকে ক'রেই সব দুঃখ ভুল্‌বো। যা—যা অলকা!

অলকা। চল্‌লাম মা! তবে আর ফেরাবো না। তিনি যে পথে ছুটেছেন, ফেরাবার চেষ্টাও বৃথা। আজ এই সঙ্গে আমারও মহাপরীক্ষা। চল্‌লাম—আমার সংসার-নাটকের রক্তময় যবনিকা-দৃশ্য দেখ্‌তে চল্‌লাম। আজ আমার সেই ফলদান-ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। দীননাথ! দেখ্‌তে চাই—এমন সাধ দাও, দেখ্‌তে পাই—এমন চোখ দাও, দেখ্‌তে পারি—এমন বল দাও।

[প্রস্থান।

পৃথিবী। জেগে ওঠ বিভীষণ স্বার্থের উচ্ছ্বাস,
পাপ সৃষ্টি মিশে যাক্ তলে ;
ফুটে ওঠ পশুত্বের বিকট তমসা—
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডখানা হোক্ একাকার।
কোথা তুমি বিশ্বধ্বংসী কোপ হুতাশন!
জ্বলে ওঠ ঈশ্বরের চোখে।
এ পৃথিবী ভস্ম হোক্—
এ পৃথিবী ভস্ম হোক্,—
এ পৃথিবী ভস্ম হোক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নির্জ্জন পথ।

[কাল বসন্ত-সন্ধ্যা, আকাশ আরক্তিম, অদূরে স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী কুলুকুলুতানে প্রবাহিতা, দিঙ্মণ্ডলে কোকিলকণ্ঠের প্রতিধ্বনি; প্রকৃতির এই পরম লগ্নে স্খলিতচরণা কতিপয় যুবতী কলস-কক্ষে বারি আনয়নে যাইতেছিল। মন্দ মলয়-হিল্লোলে তাহাদের অলকাবলী খেলিতেছিল।]

নাগরিকাগণ গাহিতেছিল।

গীত।

চ' দিদি চ' সেই নদীর জলে।
যার কূলে নাই কাঁটার ভয়, চোরা বালি নাই তলে।
যার বুকে বয় সুখের ঢেউ,
আটক দিতে নাইকো কেউ,
যেথায় চলে ভাসা সাঁতার, জল ঢোকে না কানে,
যেথা, ফুলের মত প্রাণ ভেসে যায় ভালবাসার টানে,—
বর্ষা খেয়ে হয় না ঘোলা,
ডুবলে যেথা যায় না তোলা,
যেথা চোখের নেশায় কাঁকের কলস খসে না সই পা ট'লে,
যে জলে গা ডুবুলে যৌবন-জ্বালা যায় চ'লে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তারামের বাটী।

প্রাণময়ী।

প্রাণময়ী। বেশ আছি। একটী সৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে বাড়ীতে আছে, সময়ে ভাত জল ক'রে দিচ্ছে; আর একটী গোয়ালার ছেলে গরু বাছুরটা দেখ্ছে। বেশ আছি—কিছুই দেখ্তে হয় না, কাজের মধ্যে দুটী খাওয়া—আর শোওয়া; যা ভাবনা একটু মিন্সের জন্যে—তা আর কর্ছি কি, তাকে ছত্রিশে পেয়েছে,—মরুক্ গে কাশী গয়া ক'রে, প্রাণময়ীর প্রাণ তাজা আছে।

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। হ্যাঁ মা! তুমি অমনধারা দিনরাত আপনার মনে ভাব কি?

প্রাণময়ী। আমাকে ভাব্তে কিসে দেখ্লি বাছা?

অভয়া। তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি যেন তার মধ্যে নও।

প্রাণময়ী। দূর পোড়ারমুখি!

অভয়া। না—মা! আমায় গোপন ক'রো না, আমি সব দেখেছি। তুমি স্নানের সময় আগে যেন কা'কে স্নান করাও, খাবার সময় অর্দ্ধেক কা'কে নিবেদন ক'রে অর্দ্ধেক প্রসাদ ব'লে খাও, তারপর শয্যা রচনা ক'রে তাম্বুল রেখে দাও, অবশেষে পদসেবার ছলে শয্যাপার্শ্বে নীরবে চোখের জলে ভাস্তে থাক; এ সব কি মা?

প্রাণময়ী। এঃ, তুই ছুঁড়ী কখনও বামুনের মেয়ে নোস্? আমার জাত-কুল খেলি বটে!

অভয়া। কেন মা! আমার অব্রাহ্মণীর কাজ কি দেখ্‌লে?

প্রাণময়ী। তা—নয়? এতটা বুঝ্‌লি বাছা, আর সেই কথাটা তলালি নে যখন, তখন আর তুই বামুনের মেয়ে কি ক'রে? বামুনের ঘরে জন্মালেই তো হয় না। দূর হ, হতচ্ছাড়ি!

অভয়া। মা! তুমি পতিপূজা কর—নয়?

প্রাণময়ী। আ-মরণ তোমার। কেষ্ট গেল, বিষ্ণু গেল, পূজো কর্‌বো কি না—সেই আমাবস্থে পাওয়া মিন্‌সেটাকে! আঃ তোমার মুখে আগুন।

অভয়া। মা! মা! সতীর পতিই যে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।

প্রাণময়ী। বালাই—ষাট, এখন হ'তে সতী হ'তে গেনু কেন? আগে মিন্‌সে মরুক্।

অভয়া। না—মা! তুমি প্রাণের কথা প্রকাশ কর্‌ছো না, তুমি প্রকৃতই সতী।

প্রাণময়ী। এঃ, তুই ঝাঁটা না খেলে আমার বাড়ী হ'তে বেরোবি না দেখছি! তোর সাতগুষ্টি সতী হোক্ গে। ভাল চাস্ তো সামনে হ'তে যা।

রতনের প্রবেশ।

রতন। মা! মা! বাবা আইচে।

প্রাণময়ী। তবে তোকে রেখেছি কি কর্‌তে রে মুখপোড়া? ভাত মার্‌তে? দে—গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দে।

চিন্তারামের প্রবেশ।

চিন্তারাম। প্রাণময়ি! প্রাণময়ি! বড় সুসংবাদ—বাবা বিশ্বনাথের বড় দয়া; তিনি আজ হতভাগ্যদের নিজে টানিয়েছেন। ভাব্‌ছি, রাজ্য ফেলে কেমন ক'রে যাই, অমনি দেখি—জগৎজিতের নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্র

অমরেন্দ্র সম্মুখে। বাস্—আর যায় কোথা,—বাবা বিশ্বনাথ নিজে দয়া করেছেন, আর যায় কোথা? আমি অমনি সব বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একদম হাল্কা হ'য়ে এসেছি। নাও, আর দেরী ক'রো না; কাশী অনেক দূর, তল্পি তল্পা বাঁধ।

প্রাণময়ী। মিন্সে! তোর বদ্খেয়াল গেল না দেখ্ছি।

চিন্তারাম। যাবে কি? এ তো খেয়াল নয়, এ একটা আকর্ষণ—এ একটা জাগন্তের চির-মধুর সুস্বপ্ন—এ একটা অনন্ত করুণার মহিমাময় উচ্ছ্বাস। ঐ শোন, ঐ শোন প্রাণময়ি! পুণ্যময় কাশীধামের বিজয়-দুন্দুভি বাজ্ছে,—ঐ দেখ মা অন্নপূর্ণা আমার করুণাবিগলিত নেত্রে স্বর্গীয় শান্তির শীতলতাভরা স্নেহের কোল পেতে দিয়েছে—আর ঐ দেখ, তার মধ্যে বাবা বিশ্বনাথ বরাভয়প্রদ হাত দুটী তুলে বল্ছে, আয় কে কোথায় আছিস্, আয়। প্রাণময়ি! প্রাণময়ি! সহধর্ম্মিনী আমার, বড় সুযোগ।

প্রাণময়ী। তবে না হয় চ', বুঝেছি বিশ্বনাথ তোর ঘাড়ে চেপেছে! ছাড়বি না তো! তবে মনে করিস্ না, কাশী যাচ্ছি তোর বিশ্বনাথ দেখ্তে; আমি যাচ্ছি কাশীর চিনি আন্তে, আমার বিশ্বনাথের পূজো দেবো ব'লে।

অভয়া। মা! আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। না গেলে তোমায় সময়ে দুটী খাওয়াবে কে?

রতন। বাবা! মুইও যাবো, নয় তো তুঁয়ার ছাতা, লাঠী, খরম, তল্পি-তল্পা বইবে কে?

চিন্তারাম। বেশ, সবাই চল। এ দেবদুর্লভ ফল একা ভোগ করতে চাই না, তাতে শান্তি নাই; জগৎখানা ভোগ করুক্—ফুরোবার নয়। চল, সবাই চল।

অভয়া। মা! আমি তোমার কাপড়-চোপড়গুলি বেঁধে নিই। [কাপড় গুছাইয়া লইল।]

রতন। বাবা, মুইও মোট বাঁধি। [পাদুকা লাঠী লইল।]

চিন্তারাম। প্রাণময়ি! আর বিলম্ব বৃথা। বাবা বিশ্বনাথ! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। [প্রণাম।]

প্রাণময়ী। তবে দাঁড়া মিন্‌সে, আমার তো আর বিশ্বনাথ নাই, আমি তোকেই একটা দণ্ডবৎ করি। [প্রণাম।]

চিন্তারাম ও প্রাণময়ী গমনোদ্যত, ইত্যবসরে অভয়া ও রতনের শিব-দুর্গামূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান।

চিন্তারাম। একি! একি! এ যে একটা অনাবিল জ্যোৎস্না—এ যে একটা অপার্থিব স্থখ-স্বপ্ন—এ যে একটা অমর সঙ্গীতের চিরস্থায়ী ঝঙ্কার! এ যে আমার মহাপিপাসার শান্তি-বারি বাবা বিশ্বনাথ—এ যে আমার সর্ব্বসাধনায় সিদ্ধি-স্বরূপিণী মা অন্নপূর্ণা আজ ভক্তের মহাযাত্রার সাথী হ'য়ে তাদের পরিত্যক্ত বস্ত্র, পাদুকা বহন কর্‌ছেন। বাবা! বাবা!

[শিব-দুর্গার অন্তর্দ্ধান।

প্রাণময়ী। মা—মা—ছলনাময়ি! কাঙ্গালিনী কন্যা তোকে চিন্‌তে পারে নাই ব'লে চলে গেলি? আয় মা—আয় মা—এইবার তো চিনেছি।

চিন্তারাম। প্রাণময়ি! প্রাণময়ি! তুমি তো ওঁদের চিনে ফেল্‌লে, কিন্তু ওদের চেনা দূরে থাক, আমি তোমায় চিন্‌তে পার্‌লুম না। প্রাণময়ি! তুমি কে? একদিন বলেছিলে, "মেয়ে মানুষের সকল তীর্থই ঘরে, আমার ঘরেই কাশী—ঘরেই বিশ্বেশ্বর". আজ দেখ্‌ছি ঠিক তাই—তোমার হৃদয় এক মহাকাশী; তথায় বিশ্বনাথ তোমার উন্মুক্ত মন, অন্নপূর্ণা তোমার মাধুর্য্যময়ী পাতিব্রত্য! সত্য তোমার সব তীর্থই ঘরে। প্রাণময়ি! তুমি কে?

প্রাণময়ী। আমি তোমার দাসী।

চিন্তারাম। না প্রাণময়ি! তুমি আমার চৈতন্যরূপিণী—তুমি আমার আমার দিব্যদৃষ্টিদায়িনী—তুমি আমার সর্ব্বসাধনায় সিদ্ধিস্বরূপা। চল—আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই; আমি পথে পথে বিশ্বেশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াবো, তুমি আমার হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বাবা বিশ্বনাথ—বাবা বিশ্বনাথ—বাবা বিশ্বনাথ!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে শৈবগণের প্রবেশ।

শৈবগণ।—

গীত।

জয় বিশ্বনাথ, বিশ্বপালন।
জয়তি ত্রিশূলধারী ত্রিপুরদলন॥
তুষার ধবলিত শুভ্র কলেবর,
অস্থি-কঙ্কালমাল শশাঙ্ক-শেখর,
শৃঙ্গা ডমরু-রোলে স্তম্ভিত রবিসুত,
শম্ভু অশিবহর বৃষভবাহন।
কণ্ঠে কালকূট কালিমা,
ধূর্জ্জটী জটাজালে জাহ্নবী-কুলুকুলু,
ঢুলুঢুলু ত্রিনয়নে বালার্কলালিমা,
পার্ব্বতী-প্রাণেশ, প্রমথ পরমেশ পতিতপাবন,
দেহি পদরজঃ চির-যোগ নিদ্রিত,
অপাঙ্গ ঈক্ষণে মন্মথশাসন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজসভা।

পৃথু ও অর্চ্চিকে ক্রোড়ে লইয়া বেণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

পৃথু। আপনি যদি আমাদের পিতা, সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট যদি আমাদের আশ্রয়স্থল, তবে আমরা বনবাসী কেন মহারাজ?

বেণ। সে অনেক কথা বালক! তবে এইমাত্র জেনে রেখো—রাজত্ব-সুখের পূর্ব্বে, বিধাতার বিচারে সকলেই এইরকম দুর্দিনের জন্য বনবাসী হ'তে হয়। তার প্রধান সাক্ষ্য—পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, এটা প্রকৃতির নিয়ম।

পৃথু। তাই যদি হয়, রামচন্দ্রে বনবাস দিয়ে মহাপ্রাণ দশরথ এখনও—

বেণ। বেঁচে আছে কেন? দেখ বালক! মরাটা খুব সোজা কাজ। হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকের তীব্র দংশন নিয়ে—বিরহের বুকভাঙ্গা গুপ্ত আর্ত্ত-নাদ নিয়ে—আশায় নিরাশার অভেদ্য অন্ধকার নিয়ে চিন্তার তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে শান্তিদায়ক চিতানল খুব সুখের। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু সেই চিন্তানলে জীবন্মৃত। বালক! বনের কষ্ট জানি।

পৃথু। কেমন ক'রে জান্‌লেন? আপনি চিরকাল সুখের কোলে লালিত; কৈ, বনে তো যান নাই!

বেণ। অতদূর যাবার দরকার হয় নাই। আমি এখান হ'তেই বনের বিভীষণ মূর্ত্তি দেখেছি, তার কষ্টও বুঝেছি। বালক! দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রম ভৃত্যশ্চোত্তরদায়ক, অরণ্যম তেন গন্তব্যম্ যথারণ্যম্ তথা

গৃহম্। আমি পৃথিবীপতি,—সেই পৃথিবী আমার অঙ্ক পরিত্যাগ ক'রে অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করছে। মাতামিত্রম্ গৃহেষু চ, গৃহে মায়ের মত মিত্র আর নাই ; আমার সেই মা—সেই সুখ-দুঃখের সমভাগিনী স্নেহময়ী মা আমায় সিংহাসনচ্যুত করতে ষড়যন্ত্র করেন। আর বেতনভোগী ভৃত্য মাতামহ, স্বেচ্ছাচারের পাপ ধ্বজা দিবারাত্র তুলে রেখেছেন। আমায় কি আর বনের কষ্ট বুঝতে, কষ্ট ক'রে অন্যত্র যাবার দরকার হয় ? আমার যথারণ্যম্ তথা গৃহম্, আমার ঘরই এক মহা অরণ্য।

পৃথু। তবে আমায় এখানে এনেছেন, বন হ'তে উদ্ধার ক'রে এক মহাবনে আবদ্ধ করতে ?

বেণ। না বালক ! আমি বেশ বুঝেছি, তোমরা যেখানে থাকবে, সে প্রকৃত বন হ'লেও নন্দনবন। তাই বড় আশায়, আমার এই সিংহ-শ্বাপদপূর্ণ সংসার-অরণ্যে পারিজাত তরু এনেছি, শান্তির সৌরভে দিগ্দিগন্ত আমোদিত হবে। এখন, যমুনাজলে যে গানখানি গাচ্ছিলে, তোমরা মিলিতকণ্ঠে একবার আমায় সেই গানখানি শোনাও।

পৃথু ও অর্চ্চি।—

গীত।

এস, চন্দ্রমাকরধৌত সখা, মন্দ-মরাল-গমন।
এস, মানস-কলুষ-কালীয় তড়াগে, কেশব কালীয়দমন।

মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। [সবিস্ময়ে] একি ! এ আবার কি !

বেণ। আশ্চর্য্য হ'লেন না কি ?

মৃত্যু। আশ্চর্য্য হবারই কথা ! এই কি আত্মাভিমানী, বিশ্বের বিধানকর্ত্তা মৃত্যুদৌহিত্র বেণের সেই রাজসভা ?

বেণ। না দাদা মহাশয়! সে দিন গিয়েছে, এখন এ আর বেণের রাজসভা নয়—এটা একটা বিমল আনন্দের হরিসভা।

মৃত্যু। হরিসভা!
কি ঘৃণা—কি লজ্জার কথা!
হরিসভা মাঝে—
তুমি বেণ দৌহিত্র আমার?
হরি শব্দ উচ্চারিত তোমার ও মুখে?
সেই তুমি—
ত্রিপুরের শাসয়িতা সেই তুমি বেণ?
সুতীব্র কটাক্ষে যার—
কম্পিত অমরবৃন্দ,
অভেদ ভাবিয়া—
মজিত যে যোগীকুল তব গুণগানে,
সেই তুমি চির-হরিদ্বেষী?

বেণ। হরিদ্বেষী আমি?
হায় মৃত্যু! চির-অন্ধ তুমি,
সংসারের বাহ্য চিত্রে চলে দৃষ্টি তব।
দেখেছ কি বেণের হৃদয়—
কার ছবি আঁকা তথা পরতে-পরতে?
যদ্যপি দেখিতে,
জ্ঞান-দৃষ্টি যদি তব খুলিত হে কাল!
শুনিতে—বুঝিতে,
তরঙ্গ-লহরী সম অস্ফুট সুস্বরে
দিবানিশি ওঠে তথা হরি-সংকীর্ত্তন।

হরিদ্বেষী আমি ?
কোন্ শক্তি বলে,
অষ্টবজ্রে করি পরাজিত
অঙ্কলক্ষ্মী করি পৃথিবীরে,—
না থাকিত প্রাণে যদি
প্রাণময় সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ?

মৃত্যু । মানিলান—তাই যদি হয়,
কেন তবে ভক্তবৃন্দ নাম উচ্চারণে,
রাজদণ্ডে হইল দণ্ডিত ?

বেণ । হৃদয়ের ধন সেই চিন্ময়-রতন,
হৃদয়ে মিশাতে হয় হৃদয়ের ডাকে,
মৌখিক আহ্বান ভাণ মাত্র তার,—
তাই দিই হরিভক্তে এ হেন আদেশ ।
জানি সবিশেষ—
আশঙ্কায় মাত্র হয় বাক্যস্ফূর্ত্তি রোধ,
নিবারিতে চিত্তস্রোত—
স্থির জেনো সাধ্যাতীত তার ।
প্রকৃত প্রেমিক হইবে যে জন—
কি ক্ষতি তাহার তায়,
বাহ্যিক মুখের ভাব মনেতে মিশিবে,
মন তার আরও দৃঢ় হবে ।
আসিবে চোখেতে জল গোপনে গোপনে,
গোপিনীর ভরা প্রেম হৃদয়ে পোষিয়া,
রাধার মধুর ভাবে হ'য়ে যাবে লয় ।

দেখ চেয়ে বিবেক-নয়নে,
অলক্ষ্যে মুক্তির ছবি ধরেছি সম্মুখে।

মৃত্যু। [স্বগত]
ঢালে কর্ণে তীব্র হলাহল,
পশে প্রাণে ভীষণ বাড়বা,
জ্ব'লে যায় আশা-নিকেতন,
লুপ্ত হয় বুঝি মৃত্যু-অধিকার !
[প্রকাশ্যে]
বুঝে দেখ বেণ —
দৌহিত্র আমার !
কতদূরে প'ড়ে গেছ তুমি।

[প্রস্থান।

বেণ। পড়ি নাই কাল !
বহু দূরে উঠে গেছি আমি।
সেই আমি—আমি সেই ভেবেছি যখন,
ঘোষণা দিয়েছি যবে—
হরি সনে আমি বেণ ওজনে সমান,
মজ হে জগৎ অভেদ ভাবিয়া,
মোর নামে পাবে সেই ফল,—
একি কম দূর ?
পড়ি নাই কাল !
বহু দূরে উঠে গেছি আমি,
দেখি আর কতটুকু বাকী।
গাও শিশু সেই নাম না দাও বিরাম।

পৃথু ও অর্চ্চি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এস, চন্দ্রমাকরধৌত সখা মন্দ মরাল গমন।
এস, মানস-কলুষ-কালীয় তড়াগে, কেশব কালীয়দমন।
এস সেই শ্যামরূপে, প্রাণে চুপে চুপে বাজাও মোহন বাঁশীটী,
হোক্, অভেদ আকৃতি, পুরুষ প্রকৃতি, থাকুক্ মধুর হাসিটী,
মিশে যাক্ ধরা অতুল আবেশ,
হেন মাখামাখি কোথায় পাবে সে,
ঐ উজ্জ্বল ছবি করুক্ সে বেশে হৃদয়ে হৃদয়ে রমণ।

গীতকণ্ঠে জলদ ও বিজলীর প্রবেশ।

জলদ ও বিজলী।—

গীত।

সে যে লুকিয়ে আসে অন্ধকারে, লুকিয়ে থেকেই দেখা দেয়।
তার কাছে কি লুকোচুরী, লুকিয়ে যে জন দেখে নেয়।
কান্নাকাটী পুষ্পপূজা, এটা প্রেমের ভুল বোঝা,
প্রাণে যদি আঁকুতে পার, প্রাণ মেশানো খুব সোজা,
যে জন তারে প্রেমভরে, আধাআধি অংশ করে,
রাধার মত অধর ধ'রে, বাঁশির স্বরে মিলিয়ে নেয়।

বেণ। [স্বগত] আর কতটুকু বাকী! বল্‌তে পার জগৎ, আর আমার কতটুকু বাকী? [প্রকাশ্যে] কে তোমরা বালক-বালিকা?

জলদ। আমরা এদের খেলার সঙ্গী।

বেণ। এখানে কি খেল্‌তে এসেছ?

জলদ। না, ওদের নিতে এসেছি।

বেণ। দিতে এলে কবে, তাই নিতে এসেছ?

জলদ। দিতে আসি নাই, তাই নিতে এসেছি,—দিলে নিতাম না।

বেণ। জান, আমি এদের বন্দী করেছি ?

জলদ। কেন ?

বেণ। প্রয়োজন হয়েছে। আমি পৃথিবীসম্রাট্—যার তার কাছে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।

জলদ। আপনাকে এর উত্তর দিতে হবে।

বেণ। যদি না দিই ?

জলদ। তা হ'লে বুঝ্‌বো, পৃথিবীসম্রাটের দেবার মত উত্তর কিছুই নাই।

বেণ। কে আছ ?

জ্যোতির্ম্ময়ের প্রবেশ।

বেণ। কে—জ্যোতির্ম্ময় ? বা—বা—বেশ সময়েই এসেছ ! এ সময় তোমাকেই প্রয়োজন। এদের বন্দী কর।

[সহসা জলদ বিজলীর যুগলরূপ ধারণ।]

জ্যোতির্ম্ময়।—

গীত।

কিবা সজল জলদ রুচির অঙ্গ, স্ফুরিত চপলা কমলা সঙ্গ,
উথল অতুল প্রেম-তরঙ্গ, শত অনঙ্গ গঞ্জন।
কিবা স্থলজ কমল ললিত চরণ, তরুণ তপন মাগত শরণ,
নথ হিমকর কিরণ হরণ, মধুপ নুপুর গুঞ্জন।
কিবা পীত ধটী আঁটা কটিতট, অম্বু পূরিত হেমঘট,
কপট শঠ, নবীন নট, যমুনাতট চারণ।
কিবা নাগ-নিন্দিত দীঘল কর, মধুর মোহন মুরলীধর,
রসিক নাগর ব্রজকিশোর, কিশোরী হৃদয়রঞ্জন।

কিবা অমল শারদ ইন্দু বদন, তিল ফুল নাসা কুন্দ দশন,
কুণ্ডল চারু শ্রবণশোভন, নাচত নয়ন খঞ্জন।
কিবা চিকুর চাঁচরে চূড়াটি চমকে, নিবিড় নীরদে দামিনী ঝলকে,
নলিন অধরে হাসিটী চমকে, পুলকে পাসরে বন্ধন।
কিবা লম্বিত গলে মন্দারমাল, অলকা তিলকা শোভিত ভাল,
ভুবল আলো নন্দলাল, কাল কলুষ ভঞ্জন।
কিবা মন্দ মন্দ মরাল গতি, মধুর ভারতী হরল মতি,
রতি সয়ারে মরল সতী, যুবতী ধরল অঞ্জন।
নমামি নিখিল পালনকারী, নম নমস্তে ভূভারহারী,
নমঃ রবি সুত শঙ্কাবারি, নমামি ত্বং নিরঞ্জন।

বেণ। কাজ শেষ! এতদিন সংসারটায় ছুটে আস্‌ছি, এইবার ঠিক এসে পড়েছি, কাজ শেষ। আহা, কি মধুর মহিমা—কি বাসন্তী সৌরভ—কি ভুবনভুলানো রূপ!

অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। [স্বগত] যা ভেবেছি, ঠিক তাই! বালকবেশী বিশ্বম্ভর! জলদরূপী নব জলধর! ক্রীড়াপরায়ণ নিত্য পুরুষ! তোমার কৃপা-পুরস্কারের সোজা পথ বুঝি এই? মরি—মরি, কি ঢল-ঢল ললিত লাবণ্য! যেন নীল সমুদ্রবক্ষে, ফেণিল তরঙ্গ উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বেলাভূমি ছাপিয়ে উঠেছে! যেন শশাঙ্ককৌমুদি, শ্যাম কুঞ্জবন চুম্বন ক'রে, শান্তির মহিমা ছড়িয়ে দিয়েছে! যেন একটা কল্পনা-রাজ্যের অলসমাখা ঘুম কক্ষ হ'তে বিশ্বের চোখে খ'সে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুস্বপ্নের মহা-মহারোহ গোটা সৃষ্টিখানায় নাচিয়ে তুলেছে! বা—বা! এ না হ'লে কি ভগবান! [প্রকাশ্যে] বেণ! তোমায় নমস্কার।

বেণ। সম্মুখে ওঁকাররূপী জগতের নমস্য থাকৃতে আর আমায় নমস্কার কেন ঋষি ?

অঙ্গিরা। আবার বলি বেণ! তোমায় নমস্কার।

বেণ। এ কি ব্রাহ্মণ ?

অঙ্গিরা। এই ঠিক! "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তৎপদম্ দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" তাই বলি বেণ! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার। তুমি গুরু—তুমি উপাস্য —তুমি অঙ্গিরার পথ-প্রদর্শক—প্রণম্য।

[জ্যোতির্ম্ময়সহ যুগল মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

অঙ্গিরা। এঁ্যা—লুকালে! জলধরগর্ভে ক্ষণপ্রভার মত—পর্ব্বত-গহ্বরে প্রতিধ্বনির মত—প্রান্তরে বিহঙ্গকণ্ঠের আকস্মিক ঝঙ্কারের মত বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ ক'রে অনন্ত! অনন্তের কোলে লুকালে! কেন? আমার তো দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমি নিষ্কাম ব্রতে মত্ত হ'য়ে তোমায় দেখেও দেখ্‌তে চাই নাই। ভাবি নাই যে, তোমার প্রতি কামনা—কামনার বাহির। তবে আর লুকান কেন ? তোমায় দেখেছি,—তুমি দর্পহারী—তুমি চিন্ময়—তুমি কামনার শেষ। দাঁড়াও—আর দেখ্‌বার সাধ নাই, গোটা দুই কথা কইব।

[বেগে প্রস্থান।

বেণ। একটা বিরাট শান্তির পূর্ণ অভিনয় হ'য়ে গেল। তাই ভাব্‌ছি, বায়ুর অত্যধিক নিশ্চলতা বিপদের লক্ষণ, এইবার বোধ হয় ঝড় উঠ্‌বে।

সশস্ত্র অচলেন্দ্রের প্রবেশ।

অচলেন্দ্র। ঠিক ভেবেছ বন্ধু! ঝড় উঠেছে।

বেণ। কে ? কাঞ্চিপুররাজ ? এ বেশে ?

অচলেন্দ্র। দেখ্‌লাম, এ বেশে না এলে আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক বজায় রাখা যায় না।

বেণ। বুঝেছি, কি চাও?

অচলেন্দ্র। বালক-বালিকার মুক্তি।

বেণ। আর তা হ'তে পারে না বন্ধু! যদি বন্ধুর মত প্রার্থনা কর্‌তে, বেণ সে সম্মান রাখ্‌তে জানে। এখন যখন অস্ত্র ধরেছ, তখন আর তা হ'তে পারে না।

অচলেন্দ্র। তা হ'লে অস্ত্র ধর।

বেণ। না, তা হ'লে সৃষ্টিটার বুকে একটা মিথ্যার মায়া-রাজ্য মাথা তুলে উঠ্‌বে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে একটা কলঙ্কের বিজয়-বিষাণ বেসুরো বেজে উঠ্‌বে—ঈশ্বর পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। তা হ'তে পারে না বন্ধু! আমি আমার জীবনদায়িনী মার কাছে প্রতিশ্রুত, তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌বো না।

অচলেন্দ্র। তুমি তুল্‌বে না, কিন্তু আমায় তুলতে হবে। বন্ধু! সরল উদার প্রাণদাতা বন্ধু! বন্ধুত্বের মহিমাময় চিত্র—সখ্যতার স্বর্গীয় সুস্বপ্ন—ভালবাসার অমৃত আস্বাদ তুমি ভুল্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু পাষণ্ড আমি—মিত্রদ্রোহী আমি—বিশ্বাসঘাতক আমি,—আমায় আজ ভুল্‌তেই হবে। কেন জান? আমি আর আমার নই—আমি বিক্রীত।

বেণ। সাধু—সাধু তুমি বন্ধু! তুমি শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছ—তুমি মিত্রতার পাগলামি ভুলেছ, তুমি আজ পৃথিবীর জন্য আত্মবিক্রয় করেছ,—তুমি সাধু।

অচলেন্দ্র। বন্ধু! অনেক দেখ্‌লাম—অনেক ভাব্‌লাম, শেষ এই পথই ধর্‌লাম। দেখ্‌লাম, এ দেশের শৃঙ্খলাই এই রকম, এখানে যে হয় একজন থাকৃবে,—এটা একার রাজ্য, এখানে দুজনে গলা ধ'রে যাওয়া

আসা চলে না। তাই সমস্ত পৃথিবীখানা এক নিশ্বাসে বল্‌ছে,—হয় তুমি থাক, নয় আমি থাকি। মন্দ কি! বুঝতে তো পেরেছ বন্ধু! এ বন্ধুত্ব পাগলামি; এখানকার এ মিল টেকে না, এটা মিলনের জায়গাই নয়।

বেণ। বন্ধু! জ্ঞানদাতা বন্ধু! যখন এতটা দেখালে, তখন সেই সুস্বপ্নময় মিলন-প্রদেশ দেখাও; আমি তোমার জন্য বুক পেতে, হাত বাড়িয়ে থাক্‌বো।

অচলেন্দ্র। জগৎ! বিচার ক'রে দেখ, আমাদের বন্ধুত্ব এখানকার নয়, আমাদের বন্ধুত্ব ঐখানের। [অস্ত্র উত্তোলন দ্বারা স্বর্গ প্রদর্শন]

বেগে শঙ্করজিতের প্রবেশ এবং বেণকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ভাবিয়া অচলেন্দ্রকে অস্ত্রাঘাত ও অচলেন্দ্রের পতন।

অচলেন্দ্র। ওঃ—বন্ধু! তবে আমিই অগ্রগামী হই। [মৃত্যু]

বেণ। বন্ধু! বন্ধু! কে—সেনাপতি? একি কর্‌লে সেনাপতি?

শঙ্করজিৎ। ভৃত্যের কর্ম্ম করেছি, প্রভুর প্রাণরক্ষা করেছি।

বেণ। আমায় কি প্রাণরক্ষায় অক্ষম দেখলে?

শঙ্করজিৎ। সক্ষম হ'লেও নিশ্চেষ্ট দেখ্‌লাম।

বেণ। আমি সময়োচিত কর্ত্তব্য বুঝি না?

শঙ্করজিৎ। ভৃত্যেরও একটা কর্ত্তব্য আছে তো?

বেণ। তুমি রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত নয়?

শঙ্করজিত। হাঁ রাজা! রাজদণ্ড ভৃত্যকে নির্ব্বাসিত কর্‌তে পারে, কিন্তু ভৃত্য কি তার প্রভুর আসন্ন বিপদ জান্‌তে পেরে স্থির থাক্‌তে পারে? তাই ছুটে এসেছি।

বেণ। সত্য! কিন্তু তবু তোমায় মর্‌তে হবে। তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ—তুমি প্রভুভক্ত—তুমি বীর, কিন্তু তবু তোমায় মর্‌তে হবে। এর যুক্তি

নাই—এর মীমাংসা নাই—এর বিচার নাই, তোমায় মর্‌তেই হবে,—এবার মরার পালাই পড়েছে। [অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

বেগে অলকার প্রবেশ।

অলকা। [বেণের হস্ত ধরিয়া] না—না,—বালাই,—তা কেন হ'তে গেল? আমার জীবনের পট প'ড়ে গেছে ব'লে, বিশ্ব জুড়ে মরার পালা পড়্‌তে গেল কেন? আমার অভিনয়ে অন্যে আসে, এ কেমন কথা? রাজা! হৃদয় ঠিক কর—আমি তা হ'তে দেবো না।

বেণ। এটা পাগলামির ক্ষেত্র নয় মা!

অলকা। পাগলামি নয় রাজা! এই ঠিক। আমার মতন জগতের সবাই স্বামীর কল্যাণ কামনা করে তো! তবে রাজা! আজ যদি আমার এই আগ্নেয় ছবির আদর্শ নিয়ে পৃথিবীটাকে সাজাতে যাও, তার মুখে তো এই ছাইই পড়্‌বে—তার বুকে তো এই পাথরই চাপ্‌বে—তার চোখে তো এই আগুনই জ্বল্‌বে? না—না,—তা হ'তে দেবো না; আমার প্রাণের দাগ কাকেও চিন্‌তে দেবো না—শত্রুকেও জান্‌তে দেবে, না—পাষাণেও ঠেক্‌তে দেবো না, সেও ফেটে যাবে।

বেণ। মা! মা! আমি প্রতিজ্ঞা ভুলেছি—আমি বিশ্বাঘাতক হয়েছি—আমি কালী মেখেছি।

অলকা। না—না,—তুমি সেই শুভ্র—তুমি সেই নির্ম্মল—তুমি সেই নিষ্কলঙ্ক। তুমি যদি কালী মাখ্‌তে—তুমি যদি বিশ্বাসঘাতক হ'তে—তুমি যদি প্রতিজ্ঞা ভুলে বন্ধুহত্যা কর্‌তে, তা হ'লে আমিও ব'লে রেখেছিলাম, আমায়ও মাতৃত্ব বর্জ্জিত হ'য়ে সৃষ্টির শেষ সম্বন্ধ ধর্‌তে হ'তো। তা হ'লে দেখ্‌তে, কালের কঠোর দামামা—নিয়তির বিজয়-বিষাণ—প্রলয়ের রুদ্রকরতাল, সব একসুরে বেজে উঠ্‌তো,—সৃষ্টিখানা

একটা বিরাট হাহাকারে ছেয়ে যেতো। তুমি সেই শুভ্র—তুমি সেই নির্ম্মল—তুমি সেই নিষ্কলঙ্ক।

শঙ্করজিৎ। মা! মা! অপরাধী আমি।

অলকা। অপরাধী কেউ নও, এর জন্য দায়ী একজন,—সে ঈশ্বর। [অচলেন্দ্রের প্রতি] স্বামি! সেই ঈশ্বরের কাছে চলেছ, আমার দেখ্‌বার কিছু নাই, তবে তুমি দেখো; আমার বল্‌বার কিছু নাই, তবে স্মরণ রেখো, দাসী একটু দূরে রইলো। যে পথে চলেছ, আমার পাথেয় দেবার আর কিছুই নাই। এই লও করের কঙ্কণ—এই লও আমার সর্ব্বস্ব—এই লও নারীর সৌন্দর্য্য। [কঙ্কণ উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ] ব্রত উদ্‌যাপন—ব্রত উদ্‌যাপন—ব্রত উদ্‌যাপন।

বেণ। আর দেখ্‌তে পারি না মা!

অলকা। দেখ্‌তে হবে। সংসারটা যে একটা দেখ্‌বারই জিনিস, দেখাবার জন্যই যে পরমেশ্বর এর মধ্যে পর-পর রং-বেরংয়ের ছবি এঁকেছেন, দেখে যাও।

বেণ। মা! মা! তুই কি আজ এই ছবি দেখাতেই এসেছিলি?

অলকা। শুধু তা নয়, আর একটা উদ্দেশ্যে,—বালক বালিকার মুক্তি।

বেণ। এই দণ্ডে।

পৃথু। না—আমি রাজার ছেলে, কাল রাজা হবো,—আমি আর বনে যাবো না।

অলকা। আগে বনের রাজা হও—আগে বন্য পশু বশ কর্‌তে শেখ, তারপর মানুষ বশ কর্‌তে যেও। একেবারে অতটা লাফ দিও না। এসো, কিছু পুঁজী কর্‌বে এসো।

[পৃথু ও অর্চ্চিকে ক্রোড়ে লইয়া অলকার প্রস্থান।

বেণ। কে আছ? বন্দুর সদ্গতি কর।

গীতকণ্ঠে গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দদাস।—

গীত।

ভবে কে কার করে গতি।
জীব আপনার গতি আপনি করে, যদি থাকে ধর্ম্মে মতি;
ওঠরে মায়ের চাঁদ ছেলে, অসময়ে ঘুমিয়ে গেলি এ খেলা ফেলে,
ডাক্‌ছে মা ঐ মনের টানে উপর হ'তে হাত তুলে,—
আয় যাই ঐ সোনার দেশে,
যেথা কান্না ঝরে হেসে হেসে,
থাক্‌বো মায়ের মায়ায় ভেসে, দেখ্‌বো মধুর মূরতি।

[অচলেন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান।

বেণ। আর না—আর না—
বন্ধুহীন মরুদেশে বাস বিড়ম্বনা।
থাক্ পরিচ্ছদ, থাক্ রে মুকুট,
যথাকার ধন, থাক্ তোরা তথা,—
একার রাজত্ব এটা, একা যাওয়া আসা,
মিলন প্রদেশে তাই বন্ধু অগ্রগামী।
আর না—আর না—
বন্ধুহীন মরুদেশে বাস বিড়ম্বনা।
মিটে গেছে সব আশা,
হ'য়ে গেছে কাজ শেষ,
আর না—আর না—
বন্ধুহীন মরুদেশে বাস বিড়ম্বনা।

[পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান।

শঙ্করজিৎ। বেজে গেছে বুঝি নিয়তি-দুন্দুভি,
মুছে গেছে হায় ঈশ্বরের ছবি,
ছুটিয়াছে তাই কালের শকট—
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে থর থর।
আর না—আর না—
ওই উঠে বিদ্রূপের ধ্বজা,
ওই বুঝি কালবর্ণ হ'লো নীলাকাশ !
আর না—আর না—
সেনানীর চির-নির্ব্বাসন,
আজ প্রকৃতই চির-নির্ব্বাসন। [গমনোদ্যত]

মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। পাগল হ'লে না কি সেনাপতি ? সুযোগ হারিও না, এখন এ রাজ্য তোমার।

শঙ্করজিৎ। পদাঘাত করি রাজ্যের মস্তকে,
পদাঘাত করি এ পাপ কথায়,—
পদাঘাত করি তোমার ও মুখে।
এ রাজ্য আমার ?
রাজ্যেশ্বর অঙ্গ বনবাসী,
রাজ্যের অমূল্য মণি বেণ হতপ্রভ,
রাজলক্ষ্মী মহাশূন্য-কোলে,—
তবু বল এ রাজ্য আমার ?
তা কি হয় কাল !
এবে এ রাজ্য তোমার,

বিকাশিবে তব শোভা এ মহা-শ্মশানে।
নাচ—নাচ মৃত্যু দিয়ে করতালি,
হাস—হাস সেই অট্ট-অট্টহাসি,
খেল সেই স্বেচ্ছাচার-খেলা।
এ রাজ্য তোমার—
এ রাজ্য পাপের—
এ রাজ্য মৃত্যুর।

[প্রস্থান।

মৃত্যু। এই তো চাই—এর জন্যই তো ঘুর্‌ছি—এই অধিকারের জন্যই তো সব সম্বন্ধ ছেড়েছি। ওঃ—একেবারে কামনার শিখরে উঠে পড়েছি।

ভল্লহস্তে গীতকণ্ঠে যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়।—

গীত।

উঠেছ রে ঘুরোন চাকায়, চেপে ব'স মিছামিছি।
সে ঘুর্‌লে পরে থাক্‌বে কোথায়, ওঠা নামা পাছাপাছি॥
গ্রীষ্ম এলে মধুমাস যাবে, ঢুক্‌লি না এ মজার ভাবে,
হাসি কান্নায় পালা ক'রে পাহারা দেয় এই ভবে,
উঠ্‌তে গেলেই পড়্‌তে হবে, আকাশ পাতাল কাছাকাছি।

মৃত্যু। দূর হও নির্লজ্জ! আর তোমার স্থান নাই, আজ ত্রিভুবন মৃত্যুর অধিকারে। এখনও সাবধান কর্‌ছি, ঔদ্ধত্যে প্রাণ হারাবে।

[যোগময়ের ভল্লোত্তোলন, মৃত্যুর পলায়ন চেষ্টা ও যোগময় কর্তৃক মৃত্যুর কেশাকর্ষণ।]

যোগময় ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

সে দিন আর ফুরিয়ে গেছে তোর,
এটা সেই সাবেক নেশার ঘোর,
চোরের নিশা ভোর হয়েছে, চল্‌বে না আর গায়ের জোর,—
বিধাতা যে বিচারখোর, তার কাছে নাই বাছাবাছি ॥

মৃত্যু । অহো—কি যন্ত্রণা—কি পরিতাপ—কি অপমান !

[মৃত্যুকে বন্দী করিয়া লইয়া যোগময়ের প্রস্থান ।

মন্ত্রীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী । ওঃ—এতদিন লাগ্‌লো । কালের বেগ ফেরাতে—ভাগ্যচক্রের গতি ফেরাতে—শ্মশানকে নন্দন কানন কর্‌তে এতদিন লাগ্‌লো । তা লাগে বই কি ! এত বড় একটা কাজ,—রাজ্যহারার রাজ্যপ্রাপ্তি—ম'রে ফিরে আসা—বড় সোজা কাজ নয় তো ! তা লাগে বই কি ! যাক্—এই রাজ-পরিচ্ছদ আবার অঙ্গের গায়ে তুলে দেবো,—এই রাজমুকুট, আবার তাঁর মাথায় পরিয়ে দেবো,—সেই সিংহাসন, আবার তাতে দেবতার উপবেশন দেখ্‌বো । অহো—কি আনন্দ ! পৃথিবীর বুকে আবার সেই দৃশ্য—আবার স্মৃতিচাপা সেই শান্তি—আবার আলোকময় সেই দিন—সেই সুখের দিন ।

[বেণের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ লইয়া প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

পৃথিবী।

পৃথিবী। পিশাচি! এখনও ফের্। নিয়তির অলক্ষ্য তর্জ্জনী ঊর্দ্ধ হ'তে বারম্বার সঙ্কেত করছে—পিশাচি! এখনও ফের্। তোর জীবন একটা গভীর শূন্য গহ্বর—তোর উত্থান একটা সর্ব্বনাশের ভঙ্গী—তোর ভবিষ্যৎ একটা নৈরাশ্যের বিদ্রূপ; পিশাচি! এখনও ফের্। না—না—প্রতিহিংসার পিপাসা—ঘৃণার উদ্দীপনা—বাসনার নেশা, তিনটেয় এক হ'য়ে, চুলের মুঠি ধ'রে, আমায় টেনে নিয়ে চলেছে, আমি আপনাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আর উপায় নাই; পর্ব্বতের এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে, ওঠার চেয়ে নামা ভয়াবহ। আর ফের্‌বার উপায় নাই,—যা হয় হ'য়ে যাক্। তাই তো, অচল এখনও এলো না কেন!

পৃথু ও অর্চ্চিকে ক্রোড়ে লইয়া অলকার প্রবেশ।

অলকা। সে আর আস্‌বে না মা, সে আর আস্‌বে না।

পৃথিবী। অলকা! অলকা! মা আমার! এ বেশে?

অলকা। আশ্চর্য্য হ'লে? এও তো একটা মেয়েমানুষেরই বেশ—এও তো একটা সংসারের জানা-শোনা ছবি—এও তো সেই ঈশ্বরেরই আঁকা।

পৃথিবী। ঈশ্বর নাই—ঈশ্বর নাই।

এই কি সে ঐশ্বরিক লীলা?

এই কি বিশ্ব-প্রেমের মধুর আদর্শ?

পশুত্বের পূর্ণ সমাবেশ,
নিষ্ঠুরতার ঘোর অত্যাচার,
বৈধব্যের কলঙ্কিত ছবি
ফোটে যার কাল-তুলিকায়,
সে ঈশ্বর ?
ঈশ্বর নাই—ঈশ্বর নাই,
সে ঈশ্বর নাই।

অলকা। আছে মা, ঈশ্বর আছে। তা যদি না থাক্‌বে, তবে তার নাম কর্‌তে তোমার বুকটা অতটা ফুলে উঠ্‌বে কেন ? ঈশ্বর যদি নাই, তবে তোমার অভিমানের মাত্রাটা, অতটা চাপাও কার উপর ? ঈশ্বর আছে মা, সেই ঈশ্বরই আছে। জেনে রেখো,—জল সেই চির-নির্ম্মল, কলুষিত হয় কেবল তার আধারের দোষে মা, কেবল তার আধারের দোষে।

পৃথিবী। অলকা ! অলকা ! আমার অচলকে কোথায় রেখে এলি ?

অলকা। সেই ঈশ্বরের কাছে।

পৃথিবী ! ঈশ্বরের কাছে ? তুই ফিরে আস্‌তে পার্‌লি বালিকা ?

অলকা। না, মা ! তা পারি নাই, তবে যেটা ফিরে এসেছে দেখ্‌ছো, এটা ঠিক অলকা নয়,—তারই একটা কঙ্কাল—তারই একটা ছায়া মাত্র।

পৃথিবী। ওঃ—বিষ দে বালিকা !
অলক্ষ্য আকাশবক্ষ
ভেদ করি ভৈরবী মূর্ত্তিতে
কেড়ে আন্ মহাবজ্র তার,—
অনন্ত নীলাম্বুনীর গণ্ডূষে শোষিয়া
ল'য়ে আয় বাড়বা-অনল,—

লুঠ করি নিয়তির স্বপ্নরাজ্যখানা।
অলকা! অলকা! প্রাণের তনয়া!
ধ্বংসের বীভৎস ছবি ধ'রে দে সম্মুখে,
এ দৃশ্য দেখিতে আর সাধ নাই প্রাণে।

[মুখ ঢাকিলেন]

অলকা। ও সাধটা তোমার ছাড়্‌লে চল্‌বে না মা, তোমার ছাড়্‌লে চল্‌বে না। কত দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত ঝড় গায়ে এসে লাগ্‌বে—কত তীব্র অভিশাপের আগ্নেয় পর্ব্বত চোখের উপর উদ্গীরণ কর্‌বে—কত মহাপ্রলয়ের বিরাট হাহাকার বুকের উপর বাজ্‌বে, সব সইতে হবে। তোমার ও সাধটা ছাড়্‌লে চল্‌বে না মা,—তুমি পৃথিবী; সর্ব্বংসহা নাম নেওয়া তো সোজা কথা নয়!

পৃথিবী। চাই না অলকা আর সর্ব্বংসহা নাম,
বাসনা নাই রে আর মেলিতে নয়ন,
রাখি না বিশ্বাস আর ঈশ্বরের নামে,
এ কলুষ সৃষ্টি লুপ্ত হ'য়ে যাক্‌।

অলকা। পাগল হ'লি মা? আমি এলাম দু-দণ্ড জুড়াতে; মায়ের মত মা পেয়ে, মেয়ের মত কাঁদ্‌তে। পাগল হ'লি মা? এ সময় কি তোর পাগল হওয়া সাজে? দুটো বোঝা,—মেয়ে এসেছে—আলোকময় ক্ষেত্রের একটা অজ্ঞাত অন্ধকার নিয়ে—বিশ্ব-সঙ্গীতের একটা বিসংবাদী সুর নিয়ে—বিধবা-জীবনে মাত্র একটা ধূ-ধূময় মরুভূমি নিয়ে মায়ের কাছে মেয়ে এসেছে,—দুটো বোঝা।

পৃথিবী। কি ব'লে বোঝাবো অলকা? মেয়ে বিধবা হ'লে মাকে কেমন ক'রে বোঝাতে হয়, তা যে কখনও জানি না মা!

অলকা। এ আর জানিস্ না? এতো খুব সোজা কাজ। মা

হ'য়ে ঠিক মায়ের মতন গলা জড়িয়ে, মাতৃকণ্ঠে দেব-সঙ্গীত ছাপিয়ে তুলে তেমনি ভাঙ্গা-ভাঙ্গাস্বরে বল,—ভয় কি অলকা! আমি মা আছি। আর কি, সংসারের গগনস্পর্শী আগুন এক কথায় নিবে যাবে। আমিও জান্‌বো, ভয় কি আমার—আমি মায়ের কোলে।

পৃথিবী। তা কি হয় মা! মা-বাপে সব দিতে পারে, কিন্তু সিঁথীর সিন্দূর—

অলকা। ওতে কি আছে মা! ও তো রূপ বিকাশের একটা অলঙ্কার মাত্র! স্ত্রীলোকের কি সিঁথীর সিন্দূর যায় মা? সতী কি কখনও বিধবা হয়? সত্য, আজ স্বামী আমার চক্ষের অন্তরালে গেছেন, কিন্তু বক্ষের অন্তরালে লুকাতে পেরেছেন কি? সে ছবি স্মৃতির কালীতে আঁকা—সে রূপ কিঙ্করীর প্রীতি-পুষ্পে ঢাকা—সে মূর্ত্তি শিব-লিঙ্গের মত সেবিকার অন্তরে স্থির - অচল—অক্ষয়। তবে আর দুঃখ কিসের মা? তবে আর বিধবা কিসে? তিনি বিশ্বরাজ্য ছেড়েছেন, কিন্তু অলকার হৃদয়-রাজ্য ছাড়্‌তে পারেন নাই। স্বামী হৃদয়ের দেবতা।

পৃথিবী। অলকা! তুই কে?

অলকা। আমি তোমার মেয়ে।

পৃথিবী। আমি তোর মেয়ে, তুই আমার মা; আমি তোর নীচে।

অলকা। নাও মা, তোমার পুত্র, কন্যায় বুকে নাও। [পৃথিবীর ক্রোড়ে পৃথু ও অর্চ্চিকে দিলেন] আমি একবার আয়নাটায় ভাল ক'রে দেখি গে, অনেকগুলো কাজ কর্‌লাম, মুখটায় কালী লাগ্‌লো কি না?

[প্রস্থান।

পৃথিবী। তোর মুখ বিশ্ব-দর্পণে চির-উজ্জ্বল। পৃথু! বাপ আমার! বড় কষ্ট পেয়েছ নয়?

পৃথু। না, মা! বড় সুখেই ছিলাম। মা! আমি রাজপুত্র?

পৃথিবী। হাঁ বাবা! তোমার রাজ্যাভিষেকেরই আয়োজন হ'চ্ছে।

পৃথু। এ নিবিড় বনে রাজ্যাভিষেক? এখানে আমায় রাজ্যভার দিচ্ছেন কে?

পৃথিবী। যাঁর রাজ্য, তিনিই দেবেন।

পৃথু। রাজ্য তো পিতার।

পৃথিবী। না, বালক! তাঁরই এ পর্য্যন্ত অভিষেক হয় নাই। তিনি তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য দেখ্‌ছেন, নামে মাত্র রাজা। প্রকৃত রাজ্যেশ্বর তোমার পিতামহ; তিনিও দুর্ভাগ্যের তাড়নায়, তোমার মতই এই বনে।

অঙ্গিরার সহিত অঙ্গের প্রবেশ।

অঙ্গ। কৈ—কৈ ঋষি! অলক্ষ্যে মৃত্যুর অবৈধ ছায়া অন্তরে দেখা দিচ্ছে—আর সময় নাই, আমার বংশধরকে দেখাও।

পৃথিবী। এই লও রাজা! এতদিন গোপনে বুকের ভিতর পালন ক'রে আস্‌ছিলাম, আজ তোমার ধন তুমি লও।

[পৃথু ও অর্চ্চিকে অঙ্গের ক্রোড়ে প্রদান।]

অঙ্গ। আমায় দেওয়া আর বৃথা মা! আমি নিজেকেই দিতে চলেছি। ঋষি! ধর, এ ভার তোমার। [পৃথু ও অর্চ্চিকে অঙ্গিরার পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন, অঙ্গিরা তাহাদিগকে তুলিয়া লইলেন] তুমি দেখো। আমি কেবল এই স্বর্গীয় আনন্দের ভাগী—আমি কেবল এই দেব-ছবি দর্শনপ্রয়াসী—আমি কেবল এই মহাস্বপ্নের মুহূর্ত্তটুকু চাই।

অঙ্গিরা। রাজা! বিলম্ব ক'রো না—সময় নিকট; দেবমণ্ডলী সাক্ষ্য ক'রে পৌত্রকে রাজ্যভার দাও।

পৃথু। আপনি হতভাগ্যের পিতামহ? প্রণাম করি। অর্চ্চি! পিতামহকে প্রণাম কর। [উভয়ে প্রণাম করিল]

অঙ্গ। প্রজাবৎসল—দীর্ঘায়ু হও,—এইমাত্র আমার আশীর্ব্বাদ। এই আমার প্রথম, এই আমার শেষ। বংশের দুলাল আমার, এসো,—পিতামহের সকল ভার স্কন্ধে লও।

পৃথু। পিতামহ! মার্জ্জনা কর্‌বেন। আপনি রাজ্যভার দেবেন কেমন কথা? দেখ্‌ছি, আপনি তো একজন সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীর কখনও সাম্রাজ্য হ'তে পারে না, তিনি আবার দান করেন কি প্রকারে?

অঙ্গিরা। উনি সন্ন্যাসী নন বালক! ভাগ্য-তাড়নায় সন্ন্যাসী; উনিই রাজরাজ্যেশ্বর।

পৃথু। হোক্, কিন্তু ঋষি! রাজা কতক্ষণ? যতক্ষণ তাঁর অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ, যতক্ষণ তাঁর মস্তকে রাজমুকুট। আমি সেই রাজার নিকট হ'তে রাজ্যদান নিতে চাই, সন্ন্যাসীর নিকট নয়।

পরিচ্ছদ ও মুকুটহস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। রাজা! রাজা! এখানে তুমি? আমি সমস্ত বনটা পাতি পাতি ক'রে খুঁজে মোলাম! কিন্তু যাই হোক্, ঠিক এসে পড়েছি। এই দিকে একটা আকাশ ছাওয়া আলোক দেখ্‌তে পেলাম—এইদিকে একটা অমর পুষ্পের আঘ্রাণ পেলাম—এইদিকে একটা প্রীতি-সঙ্গীতের স্থললিত আভাস পেলাম। ছুটে এলাম,—ভাব্‌লাম—সে স্বর্গের দেবতা না থাক্‌লে, এখানটা এমন বিশ্বজগৎ ছাপিয়ে উঠ্‌তো না! ঠিক এসে পড়েছি। যাক্—অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই, কেমন আছ বল দেখি?

অঙ্গ। এই আছি, যাবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছি।

মন্ত্রী। তা যাবে বই কি? দুর্দ্দিন কেটে গেছে, যাবার সময়ও

হয়েছে,—তা যাবে বই কি! আমিও তাই তো তোমায় একটু এগিয়ে নিতে এসেছি। নাও, এই রাজপরিচ্ছদ—রাজমুকুট পর, রাজার মত চল। রাজ্য নিষ্কণ্টক, প্রজারা সব হাহাকার কর্‌ছে। নাও, দেরী ক'রো না, পোষাক প'রে নাও।

অঙ্গ। [স্বগত] পরমেশ্বর! তোমার কি অপূর্ব্ব যোজনা! [প্রকাশ্যে] ঋষি! আবার সাজ্‌বো?

অঙ্গিরা। রাজচক্রবর্ত্তীর রাজবেশে গমনই ঠিক।

অঙ্গ। দাও মন্ত্রি! এই সজ্জাই শেষ সজ্জা হোক্।

মন্ত্রী। প্রজাবৃন্দ! পরমেশ্বরকে ডাক,—পাখি! তাঁর জয়গান কর,—বনভূমি! তাঁরই পায়ে ফুল দাও। আজ তোমাদের সেই দিন,—সেই অঙ্গ আবার তোমাদের সম্রাট।

[অঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন, দূরে বন্ধনাবস্থায় মৃত্যুকে লইয়া যোগময় আসিতেছিল।]

মৃত্যু। তা তো বুঝ্‌লাম, এখন ওদিকের ব্যাপার দেখ্‌ছো?

যোগময়। কি? তাই তো! তাপস-আশ্রমে বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত কে ও রাজপুরুষ?

মৃত্যু। চিন্‌তে পার নাই, সেই বেণ।

যোগময়। বেণ! সত্যই তো! সেই পরিচ্ছদ—সেই মুকুট। পাষণ্ড আবার এখানে কি জন্য?

মৃত্যু। বোধ হয় সেই বালক, বালিকাকে বলপূর্ব্বক নিতে এসেছে।

যোগময়। তাই কি! [চিন্তিত হইল]

অঙ্গ। সম্মুখে ব্রাহ্মণ—তুমি সাক্ষ্য, মাতৃরূপিণী পৃথিবী—তুমি সাক্ষ্য, অলক্ষ্যে পরমেশ্বর—তুমি সাক্ষ্য, আমি আমার পৌত্রের করে সসাগরা

ধরণীর শাসনভার অর্পণ করলাম। [পৃথুর মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন] এখানে আসন নাই,—এসো অভিষিক্ত রাজদম্পতি! উপস্থিত তোমাদের সিংহাসন এই বুক। [বক্ষে গ্রহণ] ওঃ—এত সুখ! পরমেশ্বর! বংশধরকে বুকে করায় এত সুখ!

যোগময়। তাই তো—তাই তো—সত্যই তো! না—বহুবার অকৃতকার্য্য হয়েছি, আজ শেষ। পাপিষ্ঠের পাপ বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হবে না! [দূর হইতে অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া ভল্ল নিক্ষেপ করিল।]

অঙ্গ। ওঃ—কাল পূর্ণ! সময় আগত! শমন শিয়রে। [পতন]

সকলে। একি—একি?

মৃত্যুসহ যোগময়ের প্রবেশ।

যোগময়। মা! মা! এতদিনে বেণের ধ্বংস হ'লো, এতদিনে তোমার বুকের পাথর সরালাম।

পৃথিবী। অজ্ঞান! করলি কি? পাথর সরালি না একটা উল্কামুখ আগ্নেয়-পর্ব্বত এনে সযত্নে বসালি? অন্ধ নিষাদ! কর্কশভাষী কাক ভ্রমে, কার অঙ্গে শরক্ষেপ করলি? এ যে সুকণ্ঠ কোকিল। নিষ্ঠুর কাঠুরিয়া! বিষবৃক্ষ ভ্রমে চন্দন-তরুর মূলচ্ছেদ করলি? সঙ্কীর্ণ পথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে, জগতের পুণ্য-কীর্ত্তির একটা স্ফটিক-স্তম্ভ অসাবধানে পায়ে ক'রে ভেঙ্গে দিলি! বেণ বোধে কার প্রাণ নিলি? ও যে তোরই প্রাণদাতা অঙ্গ। হা পুত্র! করলি কি? [চক্ষে অঞ্চল দিলেন।]

মন্ত্রী। করলে কি সন্ন্যাসি! কাজটা করলে কি? এতটা আশা—এতটা আনন্দ—এত বড় একটা শান্তি, এক নিমেষে চুরমার ক'রে ফেল্‌লে,—করলে কি? বা—বা—বা, তুমি সন্ন্যাসী—ফল মূল খাও, তোমার হাতে এত জোর! দেখ সন্ন্যাসি! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে,

তোমার সামনে বুকটা পেতে দিয়ে, তোমার হাতে কত জোর, আর তোমার ঐ ভল্লে কেমন ধার, একবার পরখ ক'রে দেখি। রাজা! রাজা! এ হ'লো কি?

পৃথু। দাদা! দাদা! এ আপনার রাজাদান না জীবনদান?

যোগময়। না—সহ্য হয় না! [মৃত্যুর প্রতি] পাষণ্ড! তুই এর মূল; তোরই কুহকে শান্তির তপারণ্যে ঘোর দাবানল জলেছে—তোরই যাদুমন্ত্রে দৃষ্টি হারিয়ে আশ্রয়দাতায় হত্যা করেছি। আজ তোর শেষ, তারপর—আমারও তাই। [ভল্লাঘাতোদ্যত।]

বেণের প্রবেশ।

বেণ। [বাধা দিয়া]
স্থির হও হে তাপস, জ্ঞানী মহাভাগ!
কার দোষে কারে দণ্ড দাও?
মৃত্যু নাম যার,—
তার কর্ম্ম হয় কভু দীর্ঘায়ু-প্রার্থনা?
করিয়াছে কাল কর্ত্তব্য তাহার,
অপরাধী আমি—
বক্ষমাঝে পোষি তারে
দুগ্ধদানে কালসর্প প্রায়,—
অপরাধী আমি।
দিতে হয় দণ্ড দাও মোরে ঋষি!
ব্রহ্মতেজ পূর্ণ করি জ্বালাও আগুন,
কমণ্ডলুবারি হোক্ প্রলয়-উচ্ছ্বাস,
সহস্র বৃশ্চিক দ্বারা করাও দংশন।

অথবা—অথবা সন্ন্যাসি !
তোল পুনরায় ওই তীক্ষ্ণ ভল্লখানি,
যে ভল্লটী পিতৃরক্তমাখা,
পাতিয়াছি বুক অম্লান বদনে—
এক রক্ত এক সঙ্গে মিশে যাক্ আজ।
পিতা ! পিতা !

[অঙ্গের পদতলে বসিয়া পড়িলেন।]

অঙ্গ। কে—বেণ ! এ সময় কি জন্য ?
বেণ। পিতা ব'লে ডাকিতে তোমায়।
সংসারের তীব্র তাড়নায়,
বাসনার ক্ষিপ্ত আকর্ষণে,
হৃদয়ের ঘোর কোলাহলে,
ঘটেনি সুযোগ পিতা !
পিতা ব'লে ডাকিতে তোমায়।
পাশমুক্ত আমি আজ পিতা !
পাষান-বাঁধন আজ হয়েছে শিথিল,
প্রাণখানা ভেসে গেছে স্বচ্ছ নীলাকাশে,—
আসি তাই পিতা !
প্রাণ খুলে পিতা ব'লে ডাকিতে তোমায়।

অঙ্গ। [বিজড়িত স্বরে] ওঃ—কি আনন্দ ! মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত কি স্বপ্নাতীত আনন্দময় ! সেই বেণ—আজ সাশ্রুনয়ন ! ভগবান্ ! তার মঙ্গল ক'রো। বেণ ! প্রাণাধিক ! আর আমার কিছুই নাই। রাজ্যভার পৌত্রকে দান করেছি ; তবে একটা জিনিষ আছে, সেটা আর

কা'কেও দেবার নয়, সেটা কেবল তোমারই জন্য তৈরী হয়েছিল। সেটা কি জান? পিতার স্নেহ।

বেণ। আমি তাই চাই। রাজ্যের আস্বাদ পেয়েছি—সংসারের নেশা বুঝেছি,—মানবজীবনের পরিমাণ করেছি। আমি স্নেহই চাই, আর চাই পিতার ক্ষমা। [সাশ্রুনয়নে অঙ্গের মুখপানে চাহিয়া রহিল।]

অঙ্গ। ক্ষমা! তা শুধু তোমায় কেন, আমি জগতকে ক্ষমা ক'রে চল্‌লাম। [মৃত্যু]

স্খলিতপদে সুনীথার প্রবেশ।

সুনীথা। জগৎ তোমার ক্ষমা চায় না। যে নিজেকে নিজে ক্ষমা কর্‌তে পারে না, সে পরের কাছে ক্ষমা চাইবে কোন্ মুখে? জগৎ তোমার ক্ষমা চায় না। তা যদি চাইতো, আর সেই ক্ষমাতেই যদি সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌তো, তা হ'লে তুমি বনে কেন? রাজরাজেশ্বর স্বামি! হৃদয়ের দেবতা আমার! তা হ'লে তোমার ধূলিশয্যা কেন? একবার ক্ষমা করেছিলে নয়, টিক্‌লো কৈ? সে নিলে না; জগৎ কারও ক্ষমা চায় না। ও কি! চোখ মুদ্‌লে যে! দেখ্‌বে না? রাক্ষসীর বিকট বদন দেখ্‌বে না? বিশ্ব-সংসারের বিভীষিকাময় পটপরিবর্ত্তন দেখ্‌বে না? না দেখ—দুঃখ নাই, কিন্তু গোটাকতক কথা ছিল যে! অন্তর্দাহ অনুতাপের উন্মাদনা দেওয়া—কলঙ্কিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত করা—শব্দহীন রুদ্ধশ্বাসের উষ্ণতামাখা গোটাকতক কথা ছিল যে স্বামি! শুন্‌বে না? শুন্‌তেই হবে। জান—আমি তোমার পিছু নিয়েছি; সারা জীবনটা পিছু পিছু ঘুরে, তোমায় বনে এনে ফেলেছি। আজ মরণের পথে চলেছ, সঙ্গ ছাড়্‌বো কেমন কথা? এ নেশা যাবার নয়; কথা ক'টা শুন্‌তেই হবে। স্বামি! আমি বিষ খেয়েছি। আজীবন যে

বিষে মাতোয়ারা হ'য়ে আস্‌ছি, এ সে বিষ নয়,—এ বিষ রূপে সুধা—এ স্বামী-সন্দর্শনের সোপান—এ আঁধার জীবনের আলোক। স্বামি!

[পতন ও মৃত্যু

বেণ। জেগে ওঠ কর্ম্মফল এ ঘোর আঁধারে,
মূর্ত্তি ধর মানবের ভীম পরিণাম,
ফুটে ওঠ ঈশ্বরের অব্যক্ত মহিমা।
ছুটে যাক্ দৃষ্টিহারী মোহ-মেঘজাল,
খ'সে যাক্ অবিদ্যার ঘোর আচ্ছাদন,
মিশে যাক্ এ বিশ্বনিখিল
বিরাট উজ্জ্বল তার জ্যোতি-পারাবারে;
সেই মাত্র একা থাক্ হেথা। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। দাদা! দাদা! তোমার জয় হয়েছে। আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তোমার কন্যা, জামাতা তোমারই কবলে; দৌহিত্রও ঐ পথের পথিক। তোমার জয় হয়েছে—আজ তোমার উৎসবের দিন। আনন্দ কর—আনন্দ কর—বিশ্ববক্ষ প্রকম্পিত ক'রে ভৈরবনাদে নেচে ওঠ। তোমার জয় হয়েছে।

মৃত্যু। আমার জয় নয় ভাই! এ জয় সম্পূর্ণ তোমার। তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা—যে পথে যাবে, আমাকেও সব ভুলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে; এই ঐশ্বরিক নিয়ম, এই আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। তুমি শনৈশ্চর, ভালবেসেই হোক্—ঈর্ষা বশেই হোক্, তুমি যাকে আশ্রয় করবে, তার পরিণামই এই; এ মৃত্যু তাকেই কোল পেতে দেবে। তাই বল্‌ছিলাম, এ জয় আমার নয়—এ জয় তোমার।

মন্ত্রী। বা—বা! দাদা! তোমায় আমার কি প্রাণটানা সম্বন্ধ! তবে আর এখানে কেন? চল দেখি দাদা! আমরা দাদা-ভেয়ে যে

আমাদের এই অপূর্ব্ব মিলকরা মধুর সৃষ্টি করেছে, একবার তার কাছে যাই ; দেখাই যে, সমুদ্র মন্থন কর্‌লে, সুধা কৈ ? সবটাই যে গরল।

[মৃত্যু ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

পৃথিবী। ধর্ম্ম ! পুত্র ! পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ধন ! তুমিও কলঙ্কিত হ'লে ?

অঙ্গিরা। না, মা ! কলঙ্কের কথা নয়। পূর্ব্বে বলেছিলাম না, অঙ্গ কোন মহাপুরুষের হস্তে তনুত্যাগ ক'রে সদ্গতি লাভ কর্‌বে ? আজ সেই দিন। রাজসত্তম অঙ্গ ধর্ম্মের কৃপায় মায়ামুক্ত হ'য়ে ঈশ্বরপদে স্থান লাভ করেছেন। ঐ শোন—ঊর্দ্ধে অমর-সঙ্গীতের আভাস ! নিশ্চয় দেববালক-দেববালিকাগণ রাজদম্পতিকে দিব্য দেহ দান ক'রে, দিব্য-ধামে ল'য়ে যেতে আস্‌ছে। চল, অন্তরালে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দেববালক ও দেববালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

এস অপরূপ রূপে রাজদম্পতি।

এস কল্পতরুলতা, মুছিয়ে মরম ব্যথা, ধরিয়ে মনোলোভা মুরতি।

বালকগণ।— ধর চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গে, পরিধান রকত বাস,

বালিকাগণ।— সীমন্তে সিন্দুর সতীকুলশিরোমণি অধরে মধুর মৃদু হাস,—

বালকগণ।— চন্দ্রকরোজ্জ্বল মলয় সুসেবিত, বসাইব সুশ্যাম কুঞ্জে,

বালিকাগণ।— বসন্তসখা তথা বিলাবে মধুর তান, চামর ঢুলাবো সখীপুঞ্জে,

বালকগণ।— এস এস নরমণি,

বালিকাগণ।— এস সাধ্বী সুতপা রমণী,

সকলে।— ফুটুক্ ধরণীবুকে স্বর্গের কাহিনী, বাজুক্ গগনকোলে মঙ্গল আরতি।

[অঙ্গ ও সুনীথার দিব্যদেহ প্রাপ্তি।]

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

অত্রির আশ্রম—যজ্ঞস্থল।

শিষ্যগণসহ অত্রির প্রবেশ।

অত্রি। আসন গ্রহণ কর শিষ্যগণ! অত্যাচারের ধ্বংস কর—ধরিত্রীকে শান্তি দাও—যজ্ঞানল জ্বাল। [শিষ্যগণ যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিলেন।] এইবার দেবতাদের আহ্বান কর, অগ্নিতে আহুতি দাও।

কমণ্ডলুকরে বেণের প্রবেশ।

বেণ। স্থির হও ব্রাহ্মণ! যজ্ঞানল নির্ব্বাণ কর।

অত্রি। কে—রাজা? আজ আর তোমার হুকুম চল্‌বে না।

বেণ। আমার হুকুম চলুক আর না চলুক, ন্যায়ের হুকুম চল্‌তে হবে তো?

অত্রি। ন্যায় অন্যায় নির্দ্দেশ, তুমি ক্ষত্রিয়—তোমার ধর্ম্ম নয়; সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের।

বেণ। হ'তে পারে; ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম, ক্ষত্র-ধর্ম্ম, বৈশ্য-ধর্ম্ম, শূদ্র-ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক হ'তে পারে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের একটা সার ধর্ম্ম আছে তো?

অত্রি। কি?

বেণ। সমস্ত মনুষ্যজাতির যা ধর্ম্ম, অর্থাৎ যা থাক্‌লে মানুষ—মানুষ,—না থাক্‌লে মানুষ—মানুষ নয়।

অত্রি। তার নাম কি?

বেণ। তার নাম মনুষ্যত্ব। তাই-ই ন্যায়, আর সেই ন্যায় মেনে জগৎ চল্‌তে বাধ্য।

অত্রি। সেই ন্যায়-বলেই বুঝি পিতায় রাজচ্যুত—ধ্বংস করেছ,—সৃষ্টির গতি ফিরিয়াছে? সেই মনুষ্যত্ব নিয়েই বুঝি পৃথিবীর উপর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে গেছ?

বেণ। বুঝ্‌তে পার নাই ব্রাহ্মণ! পিতায় চিরমুক্তি দিয়েছি—পৃথিবীর রক্ষার উপায় করেছি—সৃষ্টির ঘোর জটিলতার গ্রন্থি খুলেছি।

অত্রি। বেশ করেছ। এখন আশ্রম হ'তে যাও।

বেণ। যাবো। এখন যজ্ঞ রাখ।

অত্রি। বুঝেছ তো, এ তোমারই ধ্বংসের যজ্ঞ?

বেণ। আমি জীবনভিক্ষায় আসি নাই ব্রাহ্মণ! একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

অত্রি। কি?

বেণ। কর্ম্ম ত্যাগ কর।

অত্রি। জান, এ বৈদিক কর্ম্ম।

বেণ। তাই তো ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছি। বৈদিক কর্ম্মে ধর্ম্ম নাই—বৈদিক কর্ম্মে ভক্তি নাই—বৈদিক কর্ম্মে ব্রহ্ম নাই। কেবল লালসা—কেবল ভোগ—কেবল দুঃখ। বুঝে দেখ ব্রাহ্মণ! কাম্য কর্ম্মে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম লুপ্ত হ'চ্ছে। তোমাদের যজ্ঞধূমে ব্রহ্মের বিরাট জ্যোতিঃ ঢাকা পড়্‌ছে। কর্ম্ম ত্যাগ কর—তোমার বেদের সারাংশ ধর—জ্ঞানের পথে চ'লে যাও। মীমাংসা কর—জীবন নিয়ে কি কর্‌তে হয়, সেই মীমাংসাই মনুষ্যত্বের চরম। তাই নিয়ে ব্রহ্ম নিরূপণ—তাই নিয়ে উপনিষদ্—আর তাই নিয়েই আমি।

অত্রি। কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাসের লক্ষণ। সমাজ-শিক্ষক, পরমার্থ-তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ম্মযোগ।

বেণ। আমি সে ত্যাগ বলি নাই ব্রাহ্মণ! বল্‌ছিলাম কি—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা মহা-

ভাগ।" কর্ম্ম কর—যা কাম্য নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম ঈশ্বরাভিপ্রেত। তাতে আসক্তি থাক্‌বে না—ফলের আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে না—সিদ্ধি অসিদ্ধির অভিমান থাক্‌বে না। যোগস্থ হ'য়ে কর্ম্ম কর—অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কর্ম্মেন্দ্রিয় চির-আবদ্ধ থাক্—চিত্তে সন্ন্যাস টেনে রাখ। তাকেই বলে কর্ম্মী—তাকেই বলে সন্ন্যাস—আর তাকেই বলে কর্ম্মযোগ—তাকেই বলে কর্ম্মত্যাগ। সব এক।

অত্রি। তবে এটা কি আমাদের কাম্য-যাগ বল্‌তে চাও?

বেণ। তা নয় তো কি! যখন একজনের জীবননাশের উদ্যোগ।

অত্রি। যদি একের জীবননাশে জগতের হিত সধিত হয়?

বেণ। জগৎটা কি—একবার বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি; তার পর তার হিতের কান্না। ব্রাহ্মণ! জগৎ বল্‌তে কিছুই নাই; সব তুমি-ময়—সব আমিময়—সব ব্রহ্মময়। এর মধ্যে জগৎ নাই—এর মধ্যে হিত নাই—এর মধ্যে আর দৃষ্টিহারিণী মায়ার ব্যবধান নাই। প্রীতির চক্ষে চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাবে—জগৎ তোমায় পুলকে আলিঙ্গন করতে আস্‌ছে। ঈর্ষার চক্ষে চাও, দেখ্‌তে পাবে—জগতের করেও নির্ম্মম ভল্ল। আর জ্ঞানচক্ষু মেল, সব লয়—ঘোর একাকার—জগৎ অদ্বিতীয় মহাশূন্য—মাত্র একটা জ্যোতিঃ। তুমি কে ব্রাহ্মণ? কার হিত কর্‌বে ব্রাহ্মণ? কার ধ্বংস তোমার আয়ত্তাধীন ব্রাহ্মণ? পাগলামি ছাড়, যজ্ঞানল নির্ব্বাণ কর। তোমার বৈদিক কর্ম্ম অসম্পূর্ণ—ভক্তিহীন।

অত্রি। এটা তোমার জ্ঞানের গর্ব্ব—বুদ্ধিভ্রংশের বিকার—পাপের প্রলাপ। বৈদিক ধর্ম্ম ভক্তিহীন? "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্ম—রতিরাত্মক্রীড়া আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরড় ভবতীতি।" এটা কি যথার্থ ভক্তিবাদ নয় মূর্খ?

বেণ। হ'তে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ! এ তোমার কাষ্ঠের মধ্যে

রস; বড় দুর্জ্জ্ঞেয়। জগৎ তা ধারণা কর্‌তে পার্‌বে না। রোগীকে বলকারী পথ্য দাও, কিন্তু তার পরিপাক-শক্তির উপর লক্ষ্য রাখ। মানসিক অজীর্ণতায় জগৎ আজ কঙ্কালসার; এখন তাকে সঞ্জীবনী দাও—জটিলতার অন্ধকার হ'তে টেনে আন—এক কথায় চোখ ফুটিয়ে দাও। তবে তুমি সুবৈদ্য—তবে তুমি সুশিক্ষক—তবে তুমি জগতের আদর্শ। নতুবা ব্রাহ্মণের সব স্বার্থপরতা—সব স্বকার্য্য উদ্ধারের ভান।

অত্রি। কি? ব্রাহ্মণ স্বার্থপর! বেদ, বিধি, দর্শন, পুরাণ যাদের হস্তে—জ্ঞানোপার্জ্জন, লোকশিক্ষা যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—সর্ব্বত্যাগী পর-হিতব্রত নিষ্কাম ধর্ম্ম যাদের হাড়ে-হাড়ে, মজ্জায়-মজ্জায় চির-জাজ্জ্বল্যমান, সেই ব্রাহ্মণ স্বার্থপর? জগৎ যাদের ইঙ্গিতে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাদের আয়ত্বে,—এমন অধিকার সত্তে যারা নিজের উপজীবিকার জন্য ব্যবস্থা করেছে ভিক্ষা—দুঃখের চরম, তাদেরও স্বকার্য্য উদ্ধার—তাদেরও ভান? দূর হও কটুভাষি!

বেণ। [দৃঢ়স্বরে] যজ্ঞানল নিবাও ব্রাহ্মণ!

অত্রি। আমার সাধ্যাতীত। তোমার ক্ষমতা থাকে, প্রকাশ কর।

বেণ। [কমণ্ডলুস্থ জল লইয়া মন্ত্র-পূত করতঃ] তবে দেখ ব্রাহ্মণ!

অত্রি। শিষ্যগণ! পাপাত্মায় শীঘ্র প্রতিফল দাও।

[শিষ্যগণ উত্তেজিতভাবে স্ব স্ব আসন হইতে উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীতহস্তে রোষকষায়িতনেত্রে বেণকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলেন।]

বেণ। ওঃ—এত অত্যাচার, এত অবিচার ব্রাহ্মণের?

অত্রি। সাবধান ক্ষত্রিয়পাংশুল! মহাপাপের প্রলয়-মেঘে সৃষ্টি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবেছে, তোর অবৈধ স্বেচ্ছাচারে বৈদিক ধর্ম্ম লোপ হ'তে বসেছে, তবু ব্রাহ্মণের ক্ষমাগুণে তুই এখনও জীবিত।

বেণ। জীবিত নই, জীবন্মৃত। একটা যাদুকরের মায়া-মন্ত্র জগৎ-খানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে,—একটা নিরুদ্যমের লৌহশৃঙ্খল বিশ্বখানায় বেঁধে ফেলেছে, আর তার উপর দিয়ে একটা ঘোর স্বার্থপরতার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে,—আমি তাই অলস নয়নে দেখ্‌ছি। জগৎ জীবিত কৈ,—জীবন্মৃত। তা না হ'লে ব্রাহ্মণ! তুমি বেদ অধ্যয়ন কর, ওঁকারের জ্যোতিতে তুমি আপনার হৃদয় উদ্ভাসিত কর, আর তার অনুষ্ঠান যোগাই আমি!

অত্রি। [সক্রোধে] ক্ষত্রিয়! এখনও বল্‌ছি, সাবধান হও—অনধিকারচর্চ্চা ক'রো না; ব্রাহ্মণের বেদ অন্যের অপাঠ্য।

বেণ। যে ধর্ম্মপুস্তক সাধারণের অপাঠ্য, সে পুস্তক লুপ্ত হ'য়ে যাক্; যে বিমল জ্ঞান অজ্ঞানগণের জন্য নয়, সে জ্যোতিঃ অন্ধকারে মিশে যাক্; যে সমদর্শী ঈশ্বর একমাত্র ব্রাহ্মণের নিজস্ব, সে যেন এই কর্ম্মক্ষেত্রটায় একটা গভীর নরককুণ্ড ক'রে তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ! ঈশ্বর কে জান? যাঁকে আরতি কর্‌বার জন্য চন্দ্র-সূর্য্য-দীপ জ্বল্‌ছে—পবন চামর ব্যজন কর্‌ছে—বিহঙ্গ কীর্ত্তন কর্‌ছে—ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা যাঁর পদসেবা কর্‌ছে—বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম্ম যাঁর দ্বারে প্রহরী—যিনি জীবের কর্ম্মানুসারে অকাতরে ফল বিধান কর্‌ছেন—যাঁকে বিস্মৃত হ'লেও তিনি তাকে ত্যাগ করেন না—যিনি মায়া-নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে জাগ্রত হবার জন্য জগৎকে আহ্বান কর্‌ছেন, সেই চৈতন্যই নির্গুণ ঈশ্বর। তাঁর কাছে ধর্ম্মান্তর নাই—জাতিভেদ নাই—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নাই।

অত্রি। জান না কি অর্ব্বাচীন! ঐ ক্ষত্রিয়বংশেরই একজন রাজা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রেও ব্রহ্মণ্য লাভ কর্‌তে গিয়েছিল?

বেণ। তোমার তাতে এত গৌরব কিসের ব্রাহ্মণ? "ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ং, তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।" ক্ষমাবান, দানশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়কেই

ব্রাহ্মণ বল্‌তে হবে, আর সব শূদ্র। তোমরা এই সব গুণের আধার, তাই তোমরা ব্রাহ্মণ ; এই তো? কিন্তু আরও জেনে রেখো ব্রাহ্মণ! "ন জাতি পূজ্যতে লোকে গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ, চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।" জাতি কখনও পূজ্য নয়; গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হ'লে দেবতারা তাকে ব্রাহ্মণ ব'লে মানেন। তবে আর তোমার জাতীয় অহঙ্কার থাটে কৈ? ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ কখন জান? যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—যখন একটা দিব্য জ্যোতিতে আত্মাকে নির্ম্মল ক'রে তোলে—আর যখন বোঝা যায়, সব আত্মাই সেই এক চিদানন্দের বিকাশ, তখন আর ভেদ থাকে না; তখন সমস্ত পৃথিবীটা সেই এক-মেবোঽদ্বিতীয়ং রূপে মাথামাথি। বিশ্বামিত্র সেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন ক'রে জগতের শিক্ষাস্থল হয়েছিলেন।

অত্রি। তবে কি তুমি আমাদের প্রতারক বল্‌তে চাও?

বেণ। না, তা বলি না। তোমরা যোগী—তোমরা ত্যাগী—তোমরা জগতের আদর্শ পুরুষ। তোমাদের মধুর দৃষ্টান্তে জগৎ মুক্তি কামনা কর্‌বে। তাই বলি ব্রাহ্মণ! তোমাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলো একটু ওলট পালট ক'রে দাও। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের জন্য পৃথক পৃথক মত আবিষ্কার না ক'রে সব এক ক'রে দাও। যখন সকলেরই এক হ'তে উৎপত্তি, একেই নিবৃত্তি, তখন আর মাঝখানটায় কেন দুই-দুই রাখ? তুমি আমি এক বস্তু। একখানি কাগজে কতগুলি চিত্র অঙ্কিত হ'লে, চিত্রগুলি বিভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু তাদের আধার এক।

শিষ্যগণ। নাস্তিক—নাস্তিক—ঘোর নাস্তিক।

বেণ। যিনি একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব রাখেন, তাঁর এ নাস্তিকতা বর্ব্বরতা নয়।

অত্রি। ঈশ্বরকে চিনেছ?

বেণ। যে নিজেকে চিনেছে, সে ঈশ্বরকে চিনেছে বই কি !

অত্রি। তা হ'লে তুমিই ঈশ্বর ?

বেণ। শুধু আমি কেন ? যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হ'তে পেরেছেন—যিনি কর্ম্ম ক'রেও নিষ্ক্রিয়—মনুষ্য-আকার ধারণ ক'রেও অন্তরে বিশ্বরূপ—যিনি আমিই ব্রহ্ম—সোহং জ্ঞানলাভ করেছেন, সেই আত্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত বীর পুরুষই সগুণ সাকার ঈশ্বর।

শিষ্যগণ। [সক্রোধে] ওঃ, অতি স্পর্দ্ধা—অতি স্পর্দ্ধা,—ধ্বংস কর—ধ্বংস কর।

অত্রি। বেণ ! তোর মৃত্যু নিকট।

বেণ। তা জানি ; যখন এ আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছি, তখন আমার যে আর রক্ষা নাই, তা জানি। তোমরা তো সেই ব্রাহ্মণ,—নিষ্কাম নির্ব্বিকার ভগবৎ-পদপ্রার্থী শূদ্র তপস্বীকে অনধিকারচর্চ্চা-অপরাধে রামচন্দ্রের দ্বারা হত্যা করিয়েছিলে ? কিন্তু মনে আছে তো ? সেই দিন সেই নিত্যচৈতন্যময় মহাপুরুষের স্কন্ধচ্যুত রক্তাক্ত মুণ্ড বিশ্ব প্রকম্পিত ক'রে কি বলেছিল,—"ব্রাহ্মণ ! শীঘ্রই তোমাদের এ কৌশল প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে, তখন সহস্র বাহু মিলেও আর নিজেদিকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।" আমিও বল্‌ছি, আমার জন্য নয়—তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি, জন্ম অনুসারে জাতিবিভাগ ক'রো না, কর্ম্ম অনুসারে কর ; তা না হ'লে দেখ্‌বে, তোমাদের বংশধরগণ জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত হ'য়ে নিত্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবে—ভোগাসক্ত হ'য়ে স্বীয় মুক্তির পথ রোধ ক'রে ফেল্‌বে—সংসারের আদর্শ হ'য়ে সৃষ্টিটাকে ছারখারে দেবে। ব্রাহ্মণ ! ধ্বংস কর্‌বে ? আমি মর্‌তে ভয় করি না। মৃত্যু তার—যাকে আর জন্মাতে হয় না। যাক্, আমার কাজ শেষ ; তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমি নিজেই এ দেহ ত্যাগ কর্‌ছি। [ধ্যানস্থ হইলেন]

অষ্টসিদ্ধির প্রবেশ।

অষ্টসিদ্ধি। [বেণকে ধারণ করিয়া]

গীত।

চল চঞ্চল চরণে।
নিবুক্ নিশার বাতি উষার আগমনে।
ইড়া পিঙ্গলা, গঙ্গা যমুনা যোগ,
স্নান কর মহাযোগী মিছে এ করম ভোগ,
অ, উ, ম, ওমকারে, জপ সেই অজপারে,
প্রবেশি সুষুম্নায় জীবন কঠিন পণে,
ষট্‌চক্র ভেদ চিদানন্দ মিলনে।

বেণ। আর সময় নাই। চল অষ্টসিদ্ধি! উর্দ্ধপথ উন্মুক্ত, সহস্রারে চির-বিরাম। ব্রাহ্মণ! মৃত্যু কা'কে বলে, দেখ।

[যোগসুপ্ত বেণকে লইয়া অষ্টসিদ্ধির প্রস্থান।

[দূরে একটা জ্যোতির বিকাশ।]

অত্রি। একি! সহসা দিব্য জ্যোতিঃ কোথা হ'তে আস্‌ছে? ঐ যে—ঐ যে—ঐ বুঝি একটা জ্বলন্ত শিখা কাননভূমি হ'তে উত্থিত হ'য়ে গগন স্পর্শ কর্‌ছে! ঐ যা মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল! ওঃ—বুঝেছি, ও আর কিছুই নয়,—বেণের নির্ব্বাণ মুক্তি।

শিষ্যগণ। ধন্য যোগশিক্ষা, ধন্য যোগশিক্ষা।

অত্রি। শিষ্যগণ! চল, এখন রাজ্যরক্ষার উপায় কর্‌তে হবে। বেণ অপুত্রক, সিংহাসন শূন্য থাক্‌লে এখনই চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘট্‌বে। চল, বেণের বাহু মন্থন ক'রে, বেণ-অংশে দ্বিতীয় মূর্ত্তির অবতারণা করি।

[সকলের প্রস্থান।

মিলন দৃশ্য।

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজসভা।

পৃথু, অর্চ্চিকে ক্রোড়ে লইয়া রত্নসিংহাসনে পৃথিবী,
উভয়পার্শ্বে স্বতন্ত্র উচ্চাসনে লক্ষ্মী-নারায়ণ,
পদতলে অলকা উপবিষ্টা।

গীতকণ্ঠে ভক্ত বালকগণের প্রবেশ।

ভক্ত বালকগণ।—

গীত।

মা আমাদের, মা আমাদের,
আমরা মায়ের, মা আমাদের।
কার মায়ের এ রূপের কিরণ, কার বা এমন সোণার হাসি,
কার বা এমন শ্যামল কোল, কার মায়ের এ প্রেমের রাশি;
মা আমাদের, মা আমাদের,
আমরা মায়ের, মা আমাদের।
কার মায়ের মন মায়ায় গড়া, কোন্ মা এমন আদর ভরা,
কার বুকে বয় স্নেহের পাথার এমন উদাস দৃষ্টি কার,—
ধন্য রে এই মায়ের ছেলে ধন্য এ মা সৃষ্টি যার;
মা আমাদের, মা আমাদের,
আমরা মায়ের, মা আমাদের।

অত্রি ও শিষ্যগণসহ অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। ঋষিগণ! আর বেণের বাহুমন্থন নিষ্প্রয়োজন। বিধাতা তার বহু পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যোজনা ক'রে রেখেছেন। ঐ দেখ, তোমাদের রাজা-রাণী! আর ঐ দেখ, যার সুখময় শ্যাম কোলে তোমাদের রাজ-দম্পতি হাস্‌ছে—যার ঢল-ঢল সরল দৃষ্টিতে অজ্ঞাত জগতের ভালবাসা ভাস্‌ছে—যার ভুবনভোলান উজ্জ্বলরূপে আকর্ষিতা হ'য়ে অলকা পায়ের তলায় নেমে এসেছে, ঐ আমাদের মা,—ঐ আমাদের জগজ্জননী মা,—
ঐ আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী মা

"পৃথিবী"।

[সকলে মস্তক অবনত করিলেন।]

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।